পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 275 Wednesday, 4 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৭৫ সংখ্যা ❋ ১৮ ভাদ্র ১৪৩১, বুধবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ধর্ষণ বিরোধী বিল রাজ্যপালের কোর্টে ঠেলে দিলেন মমতা

সই করলেই কার্যকরের দায়িত্ব আমাদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ বিরোধী বিল নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগের মুখের উপর জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''এখন এই বিল রাজ্যপালের কাছে যাবে। ওনাকে বলুন, যাতে তাড়াতাড়ি এই বিলে উনি সই করে দেন। উনি তাড়াতাড়ি সই করে দিলেই বিল কার্যকর হবে। রাজ্যপালের সইয়ের পর বিল কার্যকর না হলে দায়িত্ব আমাদের।'' মমতা আরও বলেন, ''রাজ্যপালের অনুমোদন পেলেই তা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যাবে। তিনি সই করলেই এটা আইন হিসেবে কার্যকর করা হবে। তার দায়িত্ব আমাদের।'' মমতার অভিযোগ, ''কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতি হচ্ছে। বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। মনে রাখবেন, বাংলাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও তা লাগবে। আমার গায়েও লাগবে। আমাকে এবং বাংলাকে নিয়ে সবসময় কুৎসা চলছে। আমরা যদি নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের বিরুদ্ধে বলি তাহলে কী করবেন?'' ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় লজ্জা। ওনার পদত্যাগ চাই। উনি দেশের মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ।'' মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ বিরোধী বলের সপক্ষে বলতে গিয়ে এই দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়নের উপর জোর দিয়ে বলেন, ''দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ধর্ষণ, নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা সব ঘটনারই তীব্র নিন্দা করছি ও ধিক্কার জানাচ্ছি। কিন্তু, মোদি এবং অমিত শাহ মিলে দেশের নারীদের সম্মান ও সুরক্ষায় কিছুই করতে পারেননি। তাই আমরা নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ চাই, আমরা অমিত শাহের পদত্যাগ চাই।'' নরেন্দ্র মোদি দেশের জাতীয় লজ্জা বলে বিধানসভায় তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এদিন বিধানসভায়

অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধন) বিলটি পেশ করেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। এ কারণে দুদিনের বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বিল পেশের পর আলোচনা শেষে বিরোধীরা সমর্থন করায় সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হয়ে যায়। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে এদিন খড়্গহস্ত হয়ে মমতা জোর গলায় বলেন, ''আমরা চাই দোষীদের ফাঁসি হোক। কামদুনিতেও আমরা অপরাধীদের ফাঁসির দাবি করেছিলাম। কিন্তু, ধর্ষণ ও খুনের মতো নৃশংস ঘটনায় বিজেপি এবং সিপিএম রাজনীতি চালাচ্ছে। বিরোধিতা ও প্রতিবাদের রাজনীতিতে কে একনম্বর সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে ওরা।'' এই সময় বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি সদস্যরা হল্লা জুড়ে দিলে মমতা হাতজোড় করে বলেন, ''আমি হাতজোড় করে তোমাদের বলছি, আমার কথা শোনো। আপনারা চুপ না করলে আমি কথা বলব না।'' সিপিএম আমলে কোনও মহিলা থানা ছিল না, এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, ''আমরা আসার পরে ৩৯টি মহিলা থানা করেছি। এদিন ভাষণের শুরু থেকেই মমতার মধ্যে একটি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা আবেগ করছিল।'' বহুদিন পর এমন পরিণত, সুসংবদ্ধ, আবেদনশীল অথচ আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বিল পেশের পর আলোচনা শেষে বিরোধীরা সমর্থন করায় সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হয়ে যায়। কী আছে এই খসড়া বিলে? মূল কয়েকটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাস্তি আরও কঠোরতর করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারাগুলিকে সংশোধন করা হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। ১। এই বিলে প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার যদি মৃত্যু হয় কিংবা নির্যাতিতা কোমা অথবা চিরকালের মতো শারীরিক-মানসিক অথর্ব হয়ে যায়, তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ২। ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনায় যে বা যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ঘটনা যদি গুরুতর হয় তাহলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানা। ৩। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বিলে। এফআইআর হওয়ার পর যত দ্রুত তদন্তকাজ শেষ করতে হবে। প্রস্তাবিত বিলে রয়েছে তদন্তের কাজ ২১ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এর আগে এর সময়সীমা ছিল ২ মাস। তবে পুলিশ সুপার অথবা সম পদমর্যাদার কেউ লিখিতভাবে যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শালে তদন্তের মেয়াদ আর ১৫ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। ৪। জেলাস্তরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন। যার নাম হবে অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স। যার নেতৃত্বে থাকবেন ডেপুটি পুলিশ সুপার। অপরাধের তদন্তে এই টাস্ক ফোর্সই দায়িত্বশীল থাকবে। ৫। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ছাড়াও ধর্ষণের মামলার দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ আদালত ও তদন্ত দল গঠন করা হবে। রাজ্য সরকার প্রস্তাব রেখেছে, ৫২টি বিশেষ আদালত গঠনের। ৬। আরও উল্লেখযোগ্য হল, অ্যাসিড আক্রান্তের ঘটনাতেও আমৃত্যু যাবজ্জীবন, ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত বিলে। মমতা বলেন, চার্জশিটের ১ মাস বা ৩০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ হবে। ৭। রাত্রিসাথী-যে যে ক্ষেত্রে মেয়েদের রাতের শিফটে কাজ করতে হয়, সেখানে তাঁদের পূর্ণ নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বিলে। মমতা বলেন, প্রচুর আলো, হাসপাতালের ভিতরে যাতায়াতের জন্য ঘেরা জায়গা সহ নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে সম্পূর্ণ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হবে।

বামেদের মিছিলে তুমুল উত্তেজনা, ভাঙল ব্যারিকেড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে যখন উত্তাল লালবাজার, তখন আরজি করের উদ্দেশ্যে বামেদের বড় মিছিল নামল রাজপথে। কয়েকদিন আগেই রাজাবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বড় মিছিলের ডাক দিয়েছিল বামেরা। সিপিএম সহ বামফ্রন্টের প্রায় সমস্ত শরিক দলকেই এদিন মিছিলে পা মেলাতে দেখা যায়। মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব সহ বামফ্রন্টের বরিষ্ঠ নেতৃত্বও। একই সঙ্গে বামেদের ছাত্র-যুব ব্রিগেডকেও এদিন পথে নামতে দেখা যায়। প্রবীণদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটেন তাঁরা। যদিও মিছিলের শুরুতে মূলত মহিলাদেরই দেখা যায়। বামেদের মিছিল আটকাতে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ছবিও দেখা যায় শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। শ্যামবাজার মেট্রো গেট সহ পাঁচমাথা মোড় বিরাট পুলিশ বাহিনী। লাঠি, ঢাল, হেলমেট কাদানে গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিল কলকাতা পুলিশ। প্রস্তুত ব্যারিকেড। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই বিমান বসু বলেন, ''এ মিছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল।'' একই সুর রবীন দেবের গলাতেও। যদিও মিছিল খান্না মোড়ে মিছিল যেতেই বাধা দেয় পুলিশ। বেঁধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। ভেঙে যায় পুলিশের ব্যারিকেড। উঠতে থাকে স্লোগান। বাম সমর্থকদের অনড় দাবি, শ্যামবাজার তাঁরা যাবেনই। তাঁদের কোনওভাবেই আটকানো যাবে না।

ছত্তীসগড়ে গুলির লড়াইয়ে হত ৯ মাওবাদী

ছত্তীশগড়, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ছত্তীসগড়ে আবারও বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। কয়েক ঘণ্টার গুলির লড়াইয়ে খতম ৯ মাওবাদী। ডিস্ট্রিক্ট রিসার্ভ গার্ড এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য আসে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় শুরু হয় গুলির লড়াই। প্রায় ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে চলা এই লড়াইয়ে ৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকজন মাওবাদী নেতা আহতও হয়ে বলে খবর। তাদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানরা। চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে এলাকায়। প্রচুর অস্ত্রের মধ্যে বন্দুক, রাইফেল, বোমাও উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল

থেকে। যদিও কোনও জওয়ান এই এনকাউন্টারে আহত হননি বলে জানানো হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে শুধু ছত্তীসগড়ে ১৫০-র বেশি মাওবাদী নিকেশ হয়েছে। তাদের মধ্যে মহিলা মাওবাদী নেত্রী থেকে শুরু করে ক্যাডাররাও আছে। মাওবাদী হামলায় চলতি বছর একাধিক বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়টি উদ্বেগ বাড়িয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ গত এক বছরে শুধু ছত্তীসগড়েই মাওবাদী হামলার বলি হয়েছেন আটজন বিজেপি নেতা।

'দিশা দেখাচ্ছে বাংলা', 'ধর্ষণ বিরোধী' বিল পাশ হতেই টুইট অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণ বিরোধী বিল আনার বার্তা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল 'ধর্ষণ বিরোধী' বিল। বিলে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সমর্থন জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও। আর বিল পেশ হতেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন, 'ধর্ষণ বিরোধী বিল এনে দিশা দেখাচ্ছে বাংলা।' আরজি করের ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তর ফাঁসির দাবি তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই কথা দাবি ছিল অভিষেকেরও। ধর্ষকদের যাতে দ্রুত শাস্তি হয় তার জন্য কেন্দ্রের বিল আনা উচিত বলে দাবি করেছিলেন তিনি। আর সেই বিলে বিরোধীদেরও সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন অভিষেক। তবে আরজি করের ঘটনায় যখন উত্তাল রাজ্য, দোষী বা দোষীদের শাস্তির দাবিতে যখন পথে লাখো-লাখো জনতা, সেই সময় 'ধর্ষণ বিরোধী' বিল নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। অভিষেক এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন যে, ধর্ষণ বিরোধী বিল এনে দেশকে দিশা দেখাচ্ছে বাংলা। পরের সংসদীয় অধিবেশনে কেন্দ্রও এই আইন আনুক বলে দাবি করেছেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ট্রায়াল কনভিকশন হোক বলেও দাবি তৃণমূল সাংসদের। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে বিল পেশ হওয়ার পর তা নিয়ে বিধানসভায় শুরু হয় আলোচনা। বিরোধী দল বিজেপির পক্ষে এদিন বক্তব্য পেশ করেন শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিখা ও অগ্নিমিত্রা- দুই বিধায়কই জানিয়েছেন ধর্ষণ-বিরোধী এই বিলে সমর্থন জানানো হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য পেশ করতে উঠেই বলেন, 'বিলকে পূর্ণ সমর্থন করা হচ্ছে।'

বাইপাসে মানবশৃঙ্খল, বিশ্ববাংলা সরণী বেয়ে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আরও কঠোর শাস্তির বিধানের জন্য মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় বিল পাশ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। তার আগে সোমবার রাতে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। মঙ্গলবার আদালত চত্বরে কোনও এক বিক্ষোভকারী আবার ঠাস করে চড় কসিয়ে দিয়েছে সন্দীপের গালে। হাসপাতাল হল, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস তথা বিশ্ববাংলা সরণী লাগোয়া। এক মাথায় অ্যাপোলো হাসপাতাল তো অন্যমাথায় পিয়ারলেস। মাঝে রুবি ও ডিসান হাসপাতাল। দেখা যায়, বেসরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকে এই মিছিলে সামিল হন। সন্ধেয় অফিস ছুটির পর সেক্টর ফাইভ থেকে যাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন, তাঁদের অনেককে নেমে পড়তে দেখা

কিন্তু এসব ঘটনাতেও প্রতিবাদ কোনওভাবেই স্তিমিত হল না। বরং সন্ধেয় শহরে অন্যতম ব্যস্ত সড়ক ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে দেখা গেল প্রতিবাদী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ঢল। সূর্যাস্ত হওয়ার মুখে এদিন বৃষ্টি নামে শহরে। খুব বেশি নয়, এক পশলা বৃষ্টি হয়। কিন্তু তার মধ্যেই আরজি করে নিহত চিকিৎসকের মৃত্যুতে সুবিচারের দাবিতে অবিরাম স্লোগান তুলতে থাকেন মানুষ। এই প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে কারা ছিলেন? পাল্টা বলা যেতে পারে, কারা ছিলেন না? কলকাতা শহরের অধিকাংশ বড় বেসরকারি যায় বাস বা শাটল গাড়ি থেকে। প্রতিবাদে সামিল হন বহু স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবার পরিজনকে। সেই সঙ্গে বাইপাস সংলগ্ন আবাসনগুলি থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসেন মানব শৃঙ্খলের অংশ হয়ে উঠতে। সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রেখে রাস্তার একদিক ধরে মানববন্ধন করে অভিনব প্রতিবাদে শুরু করেন কলকাতার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা। পাটুলি থেকে উল্টোডাঙ্গা, সমগ্র ইএম বাইপাসের একদিকে হাতে হাত ধরে মানবপ্রাচীর তৈরি করেন তাঁরা।

চাপে পড়ে সন্দীপকে সাসপেন্ড করল স্বাস্থ্যদফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ অবশেষে সাসপেন্ড করা হল সন্দীপ ঘোষকে। গ্রেফতারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাসপেন্ড করা হল সন্দীপ ঘোষ। সাসপেন্ড করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। তবে আরজি কর কাণ্ডের পরে এই সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশানাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পদে বসিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনিয়ে সাফাইও দিয়েছিলেন। অবশেষে সিবিআই গ্রেফতার করতেই নড়েচড়ে বসল স্বাস্থ্য দফতর। সাসপেন্ড করা হল সন্দীপ ঘোষকে। ৮ দিনের সিবিআই হেফাজত হয়েছে সন্দীপ ঘোষের। জামিনের আবেদনই করেননি সন্দীপের আইনজীবী। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন সন্দীপ ঘোষকে যে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা তো বছর খানেক আগেই গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তিনিই আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রীও তিনি। কিন্তু সেই সময় কেন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল না? এদিকে সন্দীপ ঘোষকে আদালত চত্বরেই এদিন একজন সপাটে চড় মারেন বলে খবর। জনতা চিৎকার করতে শুরু করে, চোর চোর। কিন্তু কেন সাসপেন্ড করতে এত সময় নিল সরকার? কেন আগেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়নি? এদিকে সন্দীপকে সাসপেন্ড করার দাবিতে বার বার বিভিন্ন মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছিল। অবশেষে সাসপেন্ড। সেই সাসপেন্ডের চিঠিতে লেখা রয়েছে, প্রফেসর ডাঃ সন্দাপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হওয়ার জেরে রুলস ৭(১সি) অনুসারে তাকে সাসপেন্ড করা হল। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে ওএসডি ও ইও স্পেশাল সেক্রেটারি এই নির্দেশনামা জারি করেছেন। কিন্তু সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করতে কেন এত সময় লাগল? কেন আগেই ব্যবস্থা নিল না স্বাস্থ্যদফতর? সোমবার সন্ধ্যায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। মঙ্গলবার তাঁকে আলিপুর কোর্টে পেশ করা হলে আটদিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তাঁর জামিনের আর্জি জানাননি সন্দীপের আইনজীবী।

'সন্দীপ ঘোষের মামলা অন্য রাজ্যে নিয়ে যাক সিবিআই', কিসের আশঙ্কা করছেন শুভেন্দু?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে ফুঁসছে গোটা দেশ, আন্দোলনের ঢেউ বাংলার প্রতিটা প্রান্তে। এরইমধ্যে বিস্ফোরক দাবি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। সিবিআই সন্দীপ ঘোষের মামলা অন্য রাজ্যে নিয়ে যাক। দাবি শুভেন্দুর। বলছেন, ''আমরা চাই সিবিআই এই রাজ্যের মামলা গুলো অন্য রাজ্যে নিয়ে যাক। যেমন রোজ ভ্যালির মামলা ভুবনেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিল। এই মামলা বাইরে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে অপোজিশন লিডার হিসেবে আমি ডাইরেক্টরকেও অনুরোধ করব।'' শুভেন্দুর এই দাবি ঘিরেই বর্তমানে ফের নতুন চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে কী মামলা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন শুভেন্দু? তাঁর দাবি ঘিরে সেই জল্পনাই তীব্র হতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই সন্দীপ-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সন্দীপ ছাড়াও সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে আফসার আলি, সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ নামে তিন ব্যক্তিকে। এরমধ্যে আফসার সন্দীপের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। বাকি দুজন ভেন্ডর হিসাবে পরিচিত। কোনও অজ্ঞাত কারণে হাসপাতালের বেশিরভাগ টেন্ডার তাঁরই পেয়ে যেতে পারে বলে অভিযোগ। চারজনকেই এদিন আদালতে তোলে সিবিআই। যদিও শুনানির শুরু থেকেই সন্দীপকে ১০ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়েছিল সিবিআই। যদিও শেষ পর্যন্ত বিচারক সুজিত কুমার ঝা অভিযুক্ত সকলেরই ৮ দিনের সিবিআই হেফাজত মঞ্জুর করেন। এখন দেখার হেফাজতে পাওয়ার পর নতুন কী তথ্য হাতে পায় সিবিআই।

লালবাজার থেকে অবস্থান তুলে নিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা, তবে সিপির কথায় সন্তুষ্ট নন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়ার পরেই লালবাজারের সামনে থেকে অবস্থান তুলে নিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তবে আন্দোলন যে আরও জোরদার হবে, দিলেন সেই বার্তাও। মঙ্গলবার জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের ২২ জনের প্রতিনিধিদল প্রায় দেড়ঘণ্টা কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বেরিয়ে এসে তাঁরা জানান, কমিশনার তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা তাঁকে স্মারকলিপিটিও পড়ে শুনিয়েছেন। তবে কলকাতা পুলিশের তদন্ত চলাকালীন যে প্রশ্নগুলি তাঁদের মনে উঠেছে সেগুলির কোনও সদুত্তর পাননি। দাবি মতোই স্মারকলিপি আর প্রতীকী শিড়দাঁড়া নিয়ে এদিন লালবাজারে ঢোকেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই প্রতীকী শিড়দাঁড়া টেবিলের উপর রেখেই কথা বলেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে। ছবিও তোলা হয় তার। এরপরেই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। বেরিয়ে এসে জুনিয়র ডাক্তাররা জানান, তাঁরা যে সিপির পদত্যাগ দাবি করছেন, এটা জানিয়েছেন তাঁকে। সিপি তাঁদের বলেছেন, যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চান তাহলে সরতে রাজি আছেন তিনি। তবে আরজি করের সেমিনার রুমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যে ভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া এগোচ্ছিল

কলকাতা পুলিশ, তা নিয়ে তাঁদের বেশকিছু প্রশ্ন ছিল। সেগুলির সদুত্তর দিতে পারেনি পুলিশ। আরজি করের নির্যাতিতার জন্য বিচার চেয়ে সোমবার লালবাজার অভিযানে গিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তারা। মিছিল আটকাতে দুটি ব্যারিকেড করে পুলিশ। সেই ব্যারিকেডের বাইরেই আটকে দেওয়া হয় ছাত্রদের। তবে পিছু না হটে সোমবার রাতভর সেখানেই অবস্থান করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। রাতে পুলিশ কর্তারা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ফের মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ অবস্থানরত ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার সন্তোষ পাণ্ডে। রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল যাতে ওই জায়গা থেকেই লালবাজারে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসে, সেই অনুরোধও জানান। আগের রাতের মতোই সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা জানিয়ে দেন, হয় পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে নিজে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখানেই তাঁকে স্মারকলিপি পড়ে শোনানো হবে এবং তিনি সেটি গ্রহণ করবেন। না হলে ডাক্তারদের মিছিলকে লালবাজারের দিকে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থল পর্যন্ত এগোতে দিতে হবে। সেখান থেকে ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধিদল লালবাজারে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন। এর কোনওটাই না শোনা হলে পদত্যাগ করতে হবে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে। শেষপর্যন্ত পিছু হটে জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে লালবাজার পর্যন্ত তাঁদের মিছিল করে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ। পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দিয়ে বেরিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা এও জানিয়ে দেন, লালবাজারের সামনে থেকে অবস্থান তুলে নিলেও বিচারের দাবিতে তাঁদের আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

আরজি করে অসহযোগিতার মুখে সিআইএসএফ!

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ এবার আরজি করে সিআইএসএফ মোতায়েন নিয়েও রাজ্য বনাম কেন্দ্র। গত ২০ আগস্ট, আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী বা সিআইএসএফ কর্মীদের মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ মেনে ২৩ আগস্ট থেকে আরজি করের নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এই কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু, কাজ করতে গিয়ে তাদের পদে পদে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ কেন্দ্রর। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সিআইএসএফ বাহিনীকে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না, অসবযোগিতা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর), এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করেছে অমিত শাহর দফতর। তাদের দাবি, সিআইএসএফ-এর থাকার জায়গা নেই। নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। পরিবহনের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। এই অবস্থায় তাদের দায়িত্ব পালনে বহু সমস্যায় পড়ছেন সিআইএসএফ কর্মীরা। সুপ্রিম কোর্টকে মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে সিআইএসএফ কর্মীদের থাকতে হচ্ছে কলকাতার উপকণ্ঠে এক জায়গায়। সেখান থেকে আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছাতে তাদের এক ঘণ্টা সময় লাগছে। কাজেই, জরুরী পরিস্থিতি তৈরি সিআইএসএফ কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে সিআইএসএফ কর্মীদের জন্য যথাযথ সুবিধা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রর আবেদন, সিআইএসএফ-কে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে, সেই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে শীর্ষ আদালতকে। শীর্ষ আদালতের আদেশ যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর যদি রাজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে সেই আদেশ না মানে, সেই ক্ষেত্রে যেন রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়।

দিল্লিতে খাড়গে ও রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হেমন্তের, বললেন সবকিছুই ঠিক আছে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে এসে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মঙ্গলবার খাড়গে ও রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হেমন্ত সোরেন বলেছেন, সবকিছুই ঠিক আছে। ঝাড়খণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা জিতবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছেন হেমন্ত সোরেন।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের পর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছেন, আমি অনেক দিন ধরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছিলাম। এটি একটি সৌজন্যমূলক বৈঠক ছিল। আমরা এখন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব। বাকি সব কিছুই ঠিক আছে। আমরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে সরকার চালাব এবং আগামীতেও নির্বাচনে জয়ী হব।

নেকড়ের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে বাহরাইচে, হিংস্র জন্তুর হামলায় আহত শিশুকন্যা

বাহরাইচ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ মানুষখেকো নেকড়ের ভয়ে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ তটস্থ। কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না মানুষখেকো দুই নেকড়েকে। এখনও দু'টি নেকড়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোমবার রাতে নেকড়ের হানায় ৫ বছরের এক শিশুকন্যা আহত হয়েছে। সিএইচসি ইনচার্জ মাহাসি বলেছেন, সোমবার গভীর রাতে নেকড়ের হামলায় ৫ বছরের এক শিশুকন্যা আহত হয়েছে। ওই শিশুকন্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ওই শিশুকন্যার এক আত্মীয় ওয়াসি আহমেদ বলেছেন, রাতে খাবার খাওয়ার পর সে তাঁর মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল, সেই সময় একটি নেকড়ে আসে এবং তাঁকে আক্রমণ করে। চিৎকার শুনে নেকড়ে পালিয়ে যায়। বাড়িতে কোনও দরজা না থাকায় নেকড়ে ঢুকে পড়ে।

লাদাখের দাবি তুলে ধরার প্রয়াস, লেহ থেকে শুরু দিল্লি চলো পদযাত্রা

লেহ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ লাদাখের জনগণের দাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে শুরু হল দিল্লি চলো পদযাত্রা। মঙ্গলবার সকালে লেহর এনডিএস পার্ক থেকে শুরু হয়েছে দিল্লি চলো পদযাত্রা, এই পদযাত্রার আয়োজন করেছে লেহর এপেক্স বডি। এই পদযাত্রার মূল লক্ষ্য হল, লাদাখের জনগণের দাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশেষিত উদ্ভাবক এবং শিক্ষা সংস্কারবাদী সোনম ওয়াংচুক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে, লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা, একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।সোনম ওয়াংচুক এদিন বলেছেন, এই আন্দোলনে যোগ দিতে মানুষের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। এপেক্স বডির মতো সংগঠন আন্দোলনের আয়োজন করছে। এটা লাদাখের মানুষের জন্য, আরও বেশি লোকজনের আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত। মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন প্রবীণ নাগরিক, মহিলারা। সুইজারল্যান্ডে বসবাসকারী ৯০ বছর বয়সী লাদাখের মহিলা আন্দোলনে যোগ দিতে আসছেন। জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি আদায় করছেন। ভারত সরকারের উচিত আনন্দের সঙ্গে দাবি পূরণ করা। লাদাখের মানুষ ভারতের সঙ্গে যুক্ত।

২৩৪টি পরিষেবা বঞ্চিত শহরে বেসরকারি এফএম রেডিও চালু করার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তৃতীয় দফায় ২৩৪টি পরিষেবা বঞ্চিত শহরে ৭৩০টি বেসরকারি এফএম রেডিও চালু করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৭৮৪.৮৭ কোটি টাকা। মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত এই এফএম চ্যানেলগুলির বার্ষিক

লাইসেন্স ফি জিএসটি বাদ দিয়ে মোট রাজস্বের ৪ হবে বলে স্থির করেছে। মাতৃভাষায় স্থানীয় প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু ঘিরে সম্প্রচার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এখানে লক্ষ্য।নতুন এই এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি উচ্চাভিলাষী, উগ্র বামপন্থা প্রভাবিত এবং সীমান্ত অঞ্চল।মন্ত্রিসভার আজকের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের আলি পুরদুয়ারে ৩টি, বহরমপুরে ৪টি, বালুরঘাটে ৩টি, বনগাঁও-এ ৩টি, বাঁকুড়ায় ৩টি, বর্ধমানে ৪টি, দার্জিলিংএ ৩টি, ধুলিয়ানে ৩টি, ইংলিশ বাজারে ৪টি, খড়গপুরে ৩টি, কৃষ্ণনগরে ৩টি, পুরুলিয়ায় ৩টি এবং রায়গঞ্জে ৩টি এফএম রেডিও স্টেশন গড়ে তোলা হবে।এছাড়াও ওড়িশায় ১৯টি, ঝাড়খণ্ডে ১৯টি, ছত্তিশগড়ে ৯টি, বিহারে ৫৭টি, অসমে ১৮টি এফএম রেডিও স্টেশন গড়ে উঠবে। জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগে গড়ে তোলা হবে ৩টি রেডিও স্টেশন।

দুটি প্রধান বাণিজ্য তালুক মুম্বাই ও ইন্দোরের মধ্যে হ্রস্বতম রেল সংযোগ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি ১৮ হাজার ৩৬ কোটি টাকার একটি নতুন রেল লাইন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। রেল মন্ত্রকের অধীনে নতুন লাইনটি ইন্দোর এবং মানমাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। বাড়বে চলাচলের সুবিধা, দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং রেল পরিষেবায় আস্থা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির ভাবনা অনুযায়ী এই প্রকল্পটি এই অঞ্চলের মানুষকে 'আত্মনির্ভর' করে তুলবে। এতে বাড়বে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার সুযোগ। বহুমুখী সংযোগ স্থাপনের জন্য পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের এই প্রকল্প সম্ভব হয়েছে সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে। এতে যাত্রী, পণ্য ও পরিষেবা চলাচলের জন্য অবাধ সংযোগ স্থাপন হবে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ - এই দুই রাজ্যের ৬টি জেলা জুড়ে এই প্রকল্প ভারতীয় রেলের চলতি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করবে ৩০৯ কিলোমিটার। ন্ডএই প্রকল্পে ৩০টি নতুন স্টেশন তৈরি হবে। প্রত্যাশাযুক্ত জেলা বারাউনির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই নতুন প্রকল্পে প্রায় ১ হাজার গ্রাম ও প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ রেলের সুবিধা পাবেন।ন্ডএই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার ঘটাবে। দেশের পশ্চিমদক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে জুড়বে মধ্য ভারতের সঙ্গে। এতে শ্রীমহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির সহ উজ্জয়িনী - ইন্দোর অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় পর্যটক সমাগম হবে। জেএনপিএ এবং অন্য বন্দর থেকে পিতমপুর মোটর গাড়ির শিল্প তালুকে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। মধ্যপ্রদেশের মিলেট উৎপাদক জেলা এবং মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ উৎপাদক জেলাগুলি এই রেলপথে যুক্ত হবে। ফলে, দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পণ্য পরিবহণে সুবিধা হবে।ন্ডকৃষিজ পণ্য, সার, কন্টেনার, লৌহ আকরিক, ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদির মতো পণ্য পরিবহণে এটি একটি জরুরি রেল পথ। বছরে প্রায় অতিরিক্ত ২৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করা যাবে। সেইসঙ্গে, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি দেশের লজিস্টিকজনিত খরচও কমবে।

গুজরাটে এখনই থামবে না বর্ষণ, সমগ্র দেশেই অব্যাহত থাকবে বৃষ্টিপাত

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃগুজরাটে বৃষ্টি থামার এখনই কোনও লক্ষণ নেই, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে গুজরাটের বিভিন্ন অংশে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৪ সেপ্টেম্বর সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ সহ গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বরও গুজরাটে অব্যাহত থাকবে বৃষ্টিপাত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও চলবে বৃষ্টিপাত। উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য মহারাষ্ট্র, গোয়া ও ওড়িশার বিভিন্ন অংশে ৫ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টি হবে। ৬ সেপ্টেম্বরও দেশের এই অংশে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন ও গোয়া এবং ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।অন্যদিকে শিমলাসহ হিমাচল প্রদেশের ৯টি জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই মর্মে জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতাও। তবে, ৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকে বৃষ্টিদুর্যোগ কাটবে হিমাচল প্রদেশে। ৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের শিমলা, সোলান, কুল্লু, সিরমৌর, উনা, বিলাসপুর, মান্ডি, কাংড়া ও হামিরপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিমাচলের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হবে। তারপর থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি কমবে।এদিকে, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে। উত্তরাখণ্ডে আপাতত বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলবে না। উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন ও বাগেশ্বরে আগামী ২৪ ঘণ্টাও ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে এমনিতেই রাজ্যের নানা অংশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এমতাবস্থায় আরও বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।বৃষ্টি হয়েই চলেছে গুজরাটে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। মঙ্গলবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে গুজরাটের গান্ধীনগর, ভারুচে। অবিরাম বৃষ্টিতে গান্ধীনগরের নানা স্থানে জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন।অন্যদিকে গান্ধীনগরের সেক্টর ১৩-তে মহাত্মা মন্দির আন্ডারব্রিজ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গুজরাটের ভারুচেও ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে গুজরাটের বিভিন্ন অংশে। ৪ সেপ্টেম্বর সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ-সহ গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বরও গুজরাটে অব্যাহত থাকবে বৃষ্টিপাত। অন্যদিকে জয়পুরতে,ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টিতে ভিজলো মরুরাজ্য রাজস্থানের বিভিন্ন জেলা। বৃষ্টি এতটাই হয়েছে যে, সকালেই নেমে আসে আঁধার। মঙ্গলবার রাজস্থানের রাজসমন্দ, উদয়পুরে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে সকালের দিকে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।রাজস্থানের রাজসমন্দে মঙ্গলবার সকালে প্রবল বর্ষণ হয়েছে, রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। বৃষ্টিতে মাঠ ভরাট, জলের স্তর বেড়েছে এবং সকালেই নেমে আসে আঁধার। ভারী বৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের উদয়পুরেও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানের বিভিন্ন জেলায় আগামী ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চলবে।

হরিয়ানায় জোট নিয়ে রাহুলের মন্তব্যকে স্বাগত সঞ্জয়ের, বললেন প্রধান লক্ষ্য বিজেপিকে হারানো

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর জোট সংক্রান্ত মন্তব্যকে স্বাগত জানালেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। সঞ্জয় বলেছেন, তাঁদের একটাই লক্ষ্য, আর সেটা হল বিজেপিকে পরাস্ত করা।রাহুল গান্ধীর জোট মন্তব্য প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের অগ্রাধিকার হল বিজেপিকে পরাজিত করা। আমাদের হরিয়ানার ইনচার্জ সন্দীপ পাঠক এবং সুশীল গুপ্তা এ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এই সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সড়কে নাগরিকদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঃনীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সড়কে নাগরিকদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে টানেলিং ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং বন্যার বিরুদ্ধে রাস্তাগুলিতে ব্যয়-কার্যকর স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।গড়করি আরও বলেছেন, ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে কাজ করছে সরকার। তিনি প্রকল্পে সাফল্যের জন্য প্রমাণিত প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা, কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং সমাপ্ত পণ্যের বাজার জাতকরণের উপর জোর দেন।

উড়ানের পরই আচমকাই যাত্রী সহ নিখোঁজ

মস্কো, ৩ সেপ্টেম্বরঃপূর্ব কামচাটকা উপদ্বীপের কাছ থেকে মাঝ আকাশে আচমকাই নিখোঁজ রাশিয়ার হেলিকপ্টার । তিনজন কর্মী সহ মোট ২২ জন ছিলেন ওই হেলিকপ্টারে। শনিবার হেলিকপ্টারটি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই হেলিকপ্টারটির খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।জানা গিয়েছে, ঐদিন সকালে ভাচকাজেটস আগ্নেয়গিরির কাছে একটি বেস ক্যাম্প থেকে কামচাটকার নিকোলভা গ্রামের উদ্দেশে

নিজাম প্যালেসে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৬ মিনিট নাগাদ কলকাতার নিজাম প্যালেসের গভমেন্ট সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ৬ তলায় ভয়াবহ আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর দফতরও অবস্থিত।সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৬ তলায় কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের কোয়ার্টারে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে যেখানে আগুন লাগে, সেখানে দুটি সিলিন্ডার এবং একটি ওভেন ছিল। রান্নার কাজের সময় আগুন লেগেছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, দান্তেওয়াড়া-বিজাপুর সীমানায় নিকেশ ৯ মাওবাদী

রায়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া-বিজাপুর সীমানায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৯ মাওবাদী। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ বলেছেন, মঙ্গলবার সকালে দান্তেওয়াড়া-বিজাপুর সীমানায় জঙ্গলে মাওবাদী ও সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। এই গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৯ মাওবাদী।দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার গৌরব রাই বলেছেন, নিরাপত্তা বাহিনী একটি যৌথ অভিযান শুরু করেছিল এবং নকশালরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায় এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এনকাউন্টারের পর ৯টি মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। সব জওয়ানই নিরাপদ। তল্লাশি অভিযান চলছে।

আর জি কর কাণ্ড নিয়ে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ

বহরমপুর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃআর জি কর কাণ্ডে গত সোমবার সিবিআই-এর তরফে গ্রেফতারির পর মঙ্গলবার সকালে বহরমপুরে প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, দড়ি ধরে মারো টান রানী হবে খানখান, যা স্পষ্টতই সরকারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ।আর জি কর হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকে পুনরায় স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এই আন্দোলন শুধু চিকিৎসকদের নয়, এই ঘটনার প্রতিবাদে বাংলার আপামর জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে উত্তাপ বাড়ছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক প্রায় ১ একর জমিতে মাতৃ বন স্থাপন করবেঃ শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩সেপ্টেম্বরঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আইএআরআই এর ক্যাম্পাস পুসায় 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারাভিযানের আওতায় চারাগাছ রোপণ করেছেন। তিনি জানান, মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রায় ১ একর জমিতে মাতৃ বন স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামনাথ ঠাকুর সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রায় ২০০ আধিকারিক ও কর্মী এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী জানান, মন্ত্রকের অধীনস্থ সব দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই একই দিনে, একই সময়ে চারা রোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগের ফলে এক দিনেই ৩৪ হাজার চারা রোপণ করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সংকল্পকে রূপ দিতে তাঁর মন্ত্রক এই অভিযানকে এক গণ আন্দোলনের চেহারা দেওয়ার লক্ষ্যে আজ থেকে কাজ শুরু করলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শ্রী চৌহান এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দেশ জুড়ে ৮০ কোটি এবং আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ১৪০ কোটি চারা রোপণের লক্ষ্য নিয়েছে। গত ২০ জুন আসোলা ভাতি অভয়ারণ্যে এর সূচনা হয়েছে। পরিবেশ সচেতন জীবনশৈলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে যে মিশন লাইফের সূচনা হয়েছে, এই উদ্যোগ সেই কাজেও সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সুস্থিত কৃষির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে, জমি ও জলের গুণগত মান বাড়বে, জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কৃষকরাও কাষ্ঠজাত পণ্য থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ পাবেন। ভূমিক্ষয় রোধেও এই উদ্যোগ বিশেষ ফলদায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা উচিতঃরাষ্ট্রপতি

পুণে, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা উচিত। কারণ মেয়েরা দেশের উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার পুণেতে সিম্বোসিস ইউনিভার্সিটির ২১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লিঙ্গ সমতার উপরও জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। উল্লেখ্য, এগারোটি স্বর্ণপদক বিজয়ীদের মধ্যে ৮ জনই মেয়ে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের সমাজের সংস্কৃতি ও চাহিদা বুঝতে সাহায্য করা। রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে নিজ নিজ দেশে মানবতার উন্নতিতে অবদান রাখবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন এবং রাজ্যের উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাটিল। ৮৫টি দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন, যারা রাষ্ট্রপতিকে নিজ নিজ দেশের পতাকা উপহার দিয়েছেন।

ব্রুনেই পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রবাসী ভারতীয়দের

ব্রুনেই, ৩ সেপ্টেম্বর ঃব্রুনেই পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে ব্রুনেইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী, আর এদিন বিকেলের আগেই তিনি পৌঁছে যান ব্রুনেইয়ের রাজধানী বন্দর সেরি বেগাওয়ানে। সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান।দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ ৪০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রুনেইয়ে পা রাখলেন। তিন দিনের এই সফরে সিঙ্গাপুরও যাবেন তিনি। দ্বীপরাষ্ট্র ব্রুনেই তেল সমৃদ্ধ। অন্য দিকে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে চিনের। ফলে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দুই দেশের সঙ্গেই একাধিক ক্ষেত্রে চুক্তি হতে পারে দিল্লির।ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়া এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর বুধবার সিঙ্গাপুর পৌঁছবেন মোদী। সিঙ্গাপুরের নতুন প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট থার্মান শন্মুগরত্নমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

করেন তিনি। এরপর তিনি ব্রুনেই সফরের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী যাবেন সিঙ্গাপুরে, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর আমন্ত্রণে ৪-৫ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রুনেইয়ের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ও সহযোগিতার সমস্ত দিক নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং সহযোগিতার জন্য নতুন ক্ষেত্রগুলিও অন্বেষণ করবেন। সিঙ্গাপুরে গিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

অপরাধীদের জন্য তাদের পরিবারকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়ঃমায়াবতী

লখনউ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফৌজদারি মামলায় জড়িতদের বাড়ি ভেঙে ফেলার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়েছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তাঁর মতে, অপরাধীদের অপরাধের জন্য তাদের পরিবারকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। মায়াবতী মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দেশে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাদের অপরাধের জন্য তাদের পরিবার এবং কাছের লোকজনকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের দলের সরকারও 'আইনের শাসন আইন' প্রতিষ্ঠা করে তা দেখিয়েছে।মায়াবতী এক্স-এ আরও লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্ণয় অনুযায়ী এখন

বুলডোজার ব্যবহার করতে হবে। অপরাধীদের পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের উপর বুলডোজার ব্যবহার করার পরিবর্তে, এই ধরনের উপাদানের সঙ্গে যারা যোগসাজশ করে ভুক্তভোগীদের সঠিক বিচার করে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সব সরকারকেই এ দিকে নজর দিতে হবে।

রাজস্থানের বাড়মেরএ ভেঙে পড়ল মিগ-২৯ বিমান, তদন্তের নির্দেশ বায়ুসেনার

বাড়মের, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানের বাড়মের সেক্টরে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান। সোমবার রাতে রুটিন প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ে বিমানটি। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমানে আগুনে ধরে যায়। বায়ুসেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিমানের পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন। প্রাণহানির কোন খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়মের সেক্টরে রুটিন রাত্রিকালীন প্রশিক্ষণ মিশনের সময়, একটি আইএএফ মিগ-২৯ জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়, পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। পাইলট নিরাপদ রয়েছেন এবং জীবন অথবা সম্পত্তির কোনও ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। কোর্ট অব ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমানে আগুন ধরে যায় ও বিকট শব্দ শোনা যায়।

নতুন বিলের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির সংশোধনী গৃহীত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিরোধী দল বিজেপির আনা সমস্ত সংশোধনী গৃহীত হয়েছে মঙ্গলবারের সভায়। বিল নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আশ্বস্ত করে এদিনের সভায় জানান, নতুন বিলের প্রেক্ষিতে নিয়ে আসা ৭টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল তা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সরকার পক্ষের তরফে এ নিয়ে সভাকে জানিয়েছেন তিনি। যদিও ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তা অদলবদল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব

চট্টোপাধ্যায় এই নতুন বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভায় জানান, এই বিল সমর্থন করেছেন ও বিজেপির সদস্যরা সভায় হাজির রয়েছেন। এই ছবি বিরোধীদের নতুন আইনে সায় রয়েছে ধরে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, এদিনের সভায় প্রত্যেক বিজেপির সদস্যদের গলায় কালো রঙের উত্তরীয় ঝোলানো ছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৭ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৮ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৩০ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ হাবান, আসামঃ১৭ ভাদ, মুসলিমঃ ২৮সফর১৪৪৬ হিজরী।মুসলিম পর্বঃ আখেরি চাহার সুম্বাসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২২ঃ২৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪৭ঃ৫৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ০৮ঃ৫৭(৪) এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ৩৭ঃ২২(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) সকাল ঘ ০৭ঃ৩৭ঃ৫৭ দং ৫৩৭৫০ পর্যন্ত নক্ষত্রঃপূর্বফাল্গুনী সকাল ঘ ০২ঃ ৩৩ঃ৪৫ দং ৫২৫৭২০ পর্যন্ত পরে উত্তরফাল্গুনীকরণঃকিন্তুঘ্ন সন্ধ্যা ঘ ০৬ঃ৪৩ঃ১৩ দং ৩৩২১৪৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃসিদ্ধ রাত্রিঃ০৭ঃ৪৮ঃ ২৪ দং ৩৬৪৪২.৫ পর্যন্ত পরে সাধ্যঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৫১ঃ৩৭ থেকে ১০ঃ২০ঃ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৪৯ঃ৪৯ থেকে ০২ঃ২৯ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৫৫ থেকে ০৪ঃ৫৮ঃ১৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ ৪৮ঃ০১ থেকে ০৬ঃ৩৪ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৩ঃ১৩ থেকে ১১ঃ ১২ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩১ঃ০১ থেকে ০৩ঃ০৩ঃ৩৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৪৯ঃ৪৯ থেকে ০১ঃ৩৯ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১১ঃ৫৮ঃ২৫ থেকে ১২ঃ৪৪ঃ৪৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৫ঃ৪২ থেকে ০৮ঃ২৮ঃ৫৪ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০১ঃ০৮ঃ২৭ থেকে ০২ঃ৪১ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৭ঃ১৪ঃ৫০ থেকে ০৮ঃ ৪১ঃ৩৮ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৭২৩৯ (১১) ২ পদচন্দ্রঃ৪২৬৫৭৫৬ (১২) ১ পদমঙ্গলঃ২২৪২৩৭ (৫) ৩ পদবুধঃ ৪১২৭৩ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৭৪ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫১১৫৮৪৮ (১৩) ১ পদশনিঃ ১০১৮৫৫৩২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৫৩২৬ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৫৩২৬ (১৩) ২ পদ শনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ ১৬ঃ৪১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ২৬ঃ৫৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ৪১ঃ০৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৫৬ঃ৪৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ০২ঃ০৬ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ৫৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ২২ঃ২৪ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৩ঃ২৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৩৪ঃ০১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৩২ঃ২৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৪৫ঃ৪৩ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ০১ঃ২৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৫৫ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১৩মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃবিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দুশ্চিন্তা মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি।
বৃষ রাশিঃবহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য হবে। হিতাকাঙ্খীর সহায়তায় অভাবনীয় সাধু ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ হতে পারে আজকে।
মিথুন রাশিঃকাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশাপুরণের সম্ভাবনা হতে পারে আজকের দিনে
কর্কট রাশিঃসন্তানের মৌলিক চিন্তা ও অধ্যক্ষ গবেষণায় কৃতিত্ব। মামলায় জয় লাভের সম্ভাবনা আছে
সিংহ রাশিঃকোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য হতে পারে। ভাবাবেগের বশে কাজ করে অনুতপ্ত হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃআইনঘটিত গোল যোগের মীমাংসা। প্রতিবেশীর মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ করুন। বক্রপথে অর্থাগম হবে
তুলা রাশিঃমামলায় অযথা জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রজ্ঞাবান আনুকূল্যে লাভ। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ হতে পারে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃসন্তানের সাফল্যে আনন্দিত হবে। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃঅর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য হতে পারে। আর্থিক ব্যয়।
মকর রাশিঃ দুর্দিনে আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চশা বর্জন।
কুম্ভ রাশিঃ ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। অর্থ ব্যয়।
মীন রাশিঃভাগ্য বাধা কাটিয়ে অবশেষে কর্মোন্নতির ইঙ্গিত। জ্ঞাতিবর্গের প্ররোচনায় অশান্তি।

মেট্রোয় গত ১৩ বছরে এক দিনে যাত্রীদের রেকর্ড উপার্জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ০৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল বেশি আয় করেছে। ০২.০৯.২৪ তারিখে যাত্রীদের ফেরি করা থেকে ১.৩৩ কোটি টাকা, যা ১৩ বছরের মধ্যে যাত্রীদের সর্বোচ্চ আয়। যাত্রী ভাড়া থেকে এক দিনে কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়। সেদিন মোট ৭.৫ লক্ষ যাত্রী ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে ভ্রমণ করেছিলেন। ০২.০৯.২৪ তারিখে ৬.৩ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছিলেন। গ্রীন লাইন-১ এ প্রায় ৫৬,০০০ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। গতকাল গ্রিন লাইন-১-এ প্রায় ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রী বহন করা হয়েছে।এইরকম চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যান আবারও প্রমাণ করেছে যে কলকাতা মেট্রো কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীরা এখন মেট্রোতে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন কারণ এটি তাদের জন্য আরামদায়ক, সস্তা, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত যাত্রা প্রদান করে। আগামী দিনে মেট্রো যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য যে ০১.০৮.২০১১ তারিখে কলকাতা মেট্রো সর্বোচ্চ বেশি আয় করেছে। যাত্রী ভাড়া থেকে ১.৪৭ কোটি টাকা। যাত্রী ভাড়া থেকে কলকাতা মেট্রোর এটাই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আয়। এদিন মেট্রো রেলওয়ে নতুন এএফসি সিস্টেমে নতুন স্মার্ট কার্ড চালু করেছে। ফলস্বরূপ, বিপুল সংখ্যক যাত্রী সেদিন স্মার্ট কার্ড কিনেছিলেন যার ফলে যাত্রী ভাড়া থেকে আয় বেড়েছে। পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জনগণকে কলকাতা মেট্রোকে পরিবহনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে তাদের আস্থা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার আগামী বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের প্রস্তুতির অনুষ্ঠান বাতিল করায় তরুনের স্বপ্ন প্রকল্পে ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য ওইদিন যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল শিক্ষা দপ্তর আপাতত সেই কর্মসূচি স্থগিত রেখেছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে চিঠি দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত রাজ্যের বারো লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে ট্যাব কেনার জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

হাওড়ার শালিমার থেকে নিউটাউন নতুন বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার শালিমার থেকে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা শুরু হলো। জানা গেছে, ভোর ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিন এই রুটে বাস চলবে। আপাতত রোজ ১০টি বাস চলাচল করবে বলে জানা গেছে। যাত্রী সংখ্যা বাড়লে আরও অতিরিক্ত বাস দেওয়া হবে। শালিমার স্টেশন থেকে ছেড়ে শিবপুর মন্দিরতলা, রবীন্দ্রসদন, এক্সাইড, ধর্মতলা, মৌলালি, শিয়ালদহ, বেলেঘাটা, চিংড়িঘাটা, সেক্টর ফাইভ, কলেজ মোড় হয়ে নিউটাউন ও হাতিশালা পর্যন্ত যাবে বাসটি। শালিমার থেকে নিউটাউন পর্যন্ত ৩৮ টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। মূলত হাওড়ার শালিমার থেকে চেন্নাই সহ দক্ষিণ ভারতের একাধিক জায়গায় ট্রেন ছাড়ে। এতদিন শালিমার স্টেশনে যাতায়াত করতে খুবই সমস্যায় পড়তে হত যাত্রীদের। এই বাস চালু হওয়ায় এখন থেকে সরাসরি যাত্রীরা স্টেশনে পৌঁছে যেতে পারবেন।

পিলখানায় দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী যুবকের মৃত্যু

৩ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার ভোররাতে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহী এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটে পিলখানা মোড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই ওই যুবক মারা যান। তাঁর বাড়ি মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম রাহুল পাসোয়ান (১৮)। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নিউটাউন শ্যুটআউটের মাস্টারমাইন্ড বাকিবুল্লা গ্রেফতার

নিউটাউন, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ নিউটাউনের শ্যুটআউটের ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত বাকিবুল্লাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত রফিক ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বাকিবুল্লার নাম উঠে আসে। গতকাল ইকোপার্ক থানার পুলিশ সরবেড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাকিবুল্লাকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, নিউটাউন শ্যুটআউটের জন্য বাকিবুল্লাই সুপারি নিয়েছিল। খুনের আগে সে নিউটাউনের ঘটনাস্থলে রেইকি করে এবং সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির অবস্থান নির্ধারণ করে। শুটিংয়ের পর পালানোর পথও সে ঠিক করে। এরপর, দুই শ্যুটারকে ব্যবহার করে ব্যবসায়ী নাসিরউদ্দিনকে হত্যা করা হয়।

ডা. সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতার নির্যাতিতার পরিবারের নৈতিক জয়

মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আরজি কর কান্ডে সিবিআইয়ের হাতে ডা. সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতারের পর, নির্যাতিতার কাকিমা এই ঘটনাকে তাদের পরিবারের এবং আন্দোলনরত ছাত্র-চিকিৎসকদের নৈতিক জয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ২৫ দিন ধরে যে ছাত্ররা বা ডাক্তাররা আন্দোলন করছে, এটা তাদের নৈতিক জয়, সাথে আমাদের পরিবারেরও। আমাদের মনে হচ্ছে যে বিচার ঠিক পথে এগোচ্ছে এবং আমরা সুবিচার পাব। তিনি আরও বলেন, আমাদের মেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডা. সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতার আমাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির। তবে এখনও পর্যন্ত নির্যাতিতার আত্মা শান্তি পায়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নির্যাতিতার কাকিমা জানান, যেদিন এই অপরাধের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষ ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, সেদিন আমরা বলতে পারব যে আমাদের মেয়ে শান্তি পেয়েছে এবং আমরাও পরিবারের তরফ থেকে শান্তি পেয়েছি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত ছাত্র-চিকিৎসকদের মধ্যে একটি নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে এবং তারা এখন বিচার প্রক্রিয়ার দ্রুততার অপেক্ষায় রয়েছেন।

এবারে ভাঙড়ে তৈরি হচ্ছে প্ল্যাসটিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবারে ভাঙড়ে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে বার বার সাবধান করছেন পরিবেশবিদরা।আর দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি বলে উঠে এসেছে বিভিন্ন গবেষণায়।প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে অতীতে বহু বার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দোকান, বাজারে অভিযান চালানো হয়েছিল। তারপরেও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি।পরিবেশবিদদের মতে, প্লাস্টিকের থলির ব্যবহারের গড় সময় ২৫--৩০ মিনিট। অথচ, সেই প্লাস্টিকের থলি নষ্ট হতে সময়লাগে প্রায় ২০০ ৩০০ বছর। পরিবেশ বান্ধব সমাজ গড়তে এ বার তাই ভাঙড়ে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। ভাঙড় ১ ও ২ এবং ক্যানিং ২ নং ব্লক মিলিয়ে এ বার ভাঙড় ১ ব্লকের চন্দনেশ্বর ২ নং পঞ্চায়েতের মহেশপুকুর এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে এই প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। ওই তিনটি ব্লকের ২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে তা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের জন্য তিনটি মেশিন কিনতে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভাঙড় ১ বিডিও প্রিয়াঙ্কা বালা বলেন, ' কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব তাড়াতাড়ি ওই প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু করা হবে।' উল্লেখ্য,এক বার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতে ব্যাটারি চালিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাড়িও এসেছে। ওই গাড়িগুলির মাধ্যমে পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে বর্জ্য প্লাস্টিক আলাদা করা হবে। তারপরে সেই সমস্ত ব্যবহৃত প্লাস্টিক নিয়ে যাওয়া হবে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে।এই কাজ করার জন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাজেলাগানো হচ্ছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ওই সমস্ত প্লাস্টিক মেশিনের সাহায্যে ব্যবহার যোগ্য করেজ্যুতো, ফুলদানি, বালতি, মগ সহ নানা সামগ্রী তৈরি করা হবে। সেগুলিকে বিক্রি করা হবে। পিচের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তার কাজেও ব্যবহার করা হতে পারে। ভাঙড় ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝর্না মণ্ডল এ বিষয়ে মঙ্গলবার বলেন, ' কাজে লাগিয়ে আমরা পরিবেশ বান্ধব ভাঙড় গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।এখন এই কাজ প্রায় শেষের পথে।

বন্ধ চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার সমস্ত বাস ট্রেকার

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ চুঁচুড়া বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস চুঁচুড়া বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস । মঙ্গলবার সকাল থেকেই বন্ধ চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার সমস্ত বাস ট্রেকার। গাড়ির চাকা না গড়ানোর কারণে সমস্যায় পড়েছেন নিত্য যাত্রীরা। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই বাস ও ট্রেকারের অচল অবস্থা হওয়ার কারণ বলছেন শাসক দলের ব্যবহার। পার্টির কাজের জন্য বাস নেওয়া হলেও বাস মালিকরা সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না বরং টাকা চাইলে মিলেছে খারাপ ব্যবহার। তাই প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার সকাল থেকে বাস ও ট্রেকার বন্ধ রেখেছে মালিক সংগঠন। চুঁচুড়া থেকে ১৭ নম্বর ও ২৩ নম্বর রুটে বাস চলে তারকেশ্বর পর্যন্ত। ১৭ নম্বর বাস চুঁচুড়া স্টেশন আলিনগর মহেশ্বরপুর ধনিয়াখালি হয়ে তারকেশ্বরে যায়। ২৩ নম্বর বাস চুঁচুড়া থেকে খাগা মহানাদ গুরাপ দশঘড়া হয়ে তারকেশ্বরে যায়। তৃনমূল বাস ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসির সদস্য পরিবহন কর্মীরা। তাদের অভিযোগ গত ৩১ অগাস্ট তারকেশ্বর ব্লকে তৃনমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। সেখানে কয়েকটি বাস দিতে বলে

তৃনমূল নেতৃত্ব। ১৩০০ টাকা করে ভাড়া দেবে বলে। বাস ইউনিয়নের দাবি ১৩০০ টাকায় বাস ভাড়া দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়। ওই টাকায় দিলে তাদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তেল ভরতে হবে। তার উপর কর্মীদের টাকা রয়েছে। বাস না দিলে বন্ধ রাখতে বলা হয়। সেই মত সোমবার বাস বন্ধ রাখেন মালিকরা । বাস মালিকদের অভিযোগ, এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। অকথ্য ভাষায় আক্রমন করেন বাস ইউনিয়নের সদস্যদের। এর পরই তারকেশ্বর স্ট্যান্ডে বাস ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। সোমবার ১৭ ও ২৩ নম্বর রুটের কোনো বাস ঢুকতে দেওয়া হয়নি তারকেশ্বর স্ট্যান্ডে। রাস্তা থেকে বাস তাড়ি উঠানো নামানো করলেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাস কর্মীদের হুমকি দেওয়া হয়। বাধ্য হয় হুগলি আরটিও র কাছে অভিযোগ জানায় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।তারা নিরাপত্তার অভাবে বাস বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালে তারকেশ্বর বাস চলাচল বন্ধ করে ধনেখালির চৌতারা-গোপিনগর এলাকায় বিক্ষোভ দেখালস্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, গত ২৩ মার্চ ১৭২৩ নম্বর রোডের বাসের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা অমর নাথ বিশ্বাস ও তাঁর ছেলে পল্লব বিশ্বাস। বিমার টাকার আইনি প্রক্রিয়া হলেও চুড়ান্ত চিকিৎসা আনুষাঙ্গিক খরচের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীকালে বাস ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই পরিবারকে একটি টাকাও দেয়নি। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ না পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার দুপুরে ১৭২৩ নম্বর বাস গোপিনগরে বন্ধ করে দেয়।

রেললাইনে উদ্ধার প্রেমিক-প্রেমিকার মৃতদেহ

গোয়ালপাড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভোররাতে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল প্রেমিক-প্রেমিকা। পরবর্তীতে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গাত বড়মাকড়ি এলাকায় যোগীঘোপা-কামাখ্যা রেললাইনে উদ্ধার হয়েছে তাদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। নিহত যুবককে বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত যোগীঘোপার বাসিন্দা নাজিবুল হক এবং যুবতীকে গোয়ালপাড়া শহরের কলিতাপাড়া আউলিয়া মাজার লাগোয়ার বাসিন্দা শামিনা খাতুন (নাম পরিবর্তিত) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রেমঘটিত কারণে তারা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোররাত প্রায় ৩,০০টা নাগাদ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী-১

ডেপু.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১৫ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত "দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ২x২৫ কেভি সিস্টেমে ১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি-গুলি) এবং সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি-গুলি) নকশা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ" কাজের জন্য **ই-টেন্ডার নোটিশ নং এসইআর-পিএসআই-এইচডব্লুএইচ- কেজিপি-২x২৫কেভি**-এর সংশোধনী নং-১ নিচে দেওয়া হলঃ **ড্রাফ্ট সিএ-তে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনঃ (১) আর্টিকেল ১০-এর প্যারা ১০.৩.১**-বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে **"নির্ধারিত তারিখ থেকে ৭২০ (সাতশত কুড়ি)তম দিনে নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ ('নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ')** পড়তে হবে। **(২) এসসিএইচ-১-এর প্যারা** ৫.১-বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে **"নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখটি নির্ধারিত তারিখ থেকে ৭২০ (সাতশত কুড়ি)তম দিনে** পড়তে হবে।" টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। **সংশোধনী-০১** সহ ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাচ্ছে। **(PR-557/C)**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৭৫_২০২৪-২৫, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের সাহেবগঞ্জ শাখায় পাকুড়-তিলভিটা-র মধ্যবর্তী ব্রিজ নং. ২৩৬ ডাউন -এর এবং গুমানি-বারহারওয়া-র মধ্যবর্তী ব্রিজ নং. ২৬৪ ডাউন-এর বিজিএমএল গার্ডার-এর প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৬৯,৭২,৯৪৫.৮৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮৪,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৪ দুপুর ২ টো। www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-262/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষে বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির পাথরপ্রতিমায়

৩ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রাম বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির পাথরপ্রতিমায়।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূর্বাচটি পঞ্চায়েতের প্রধান মানস কুমার শাসমলের ব্যবস্থাপনায. নরে ঃদ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোক শিক্ষা পরিষদের গ্রীন কলেজ বিভাগের পরিচালনায ক্ষ এর আর্থিক সহযোগিতায. ১২০০ জন কে প্রশিক্ষণ দেওযার কাজ শুরু হলো। সু ঃদরবন এলাকার দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওযা. হয়েছে।এই শিবিরের মাধ্যমে সু ঃদরবন এলাকার যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর হতে পারবে।২০ জনের একটি করে ব্যাচ তৈরি করে ট্রেনিং দেওযা. হচ্ছে।এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে যে যে ট্রেনিং গুলি দেওয়া হচ্ছে তা হল-ছাগল, ভেড়া পালন, হাঁস ও মুরগি পালন, পুকুরে মিশ্র চাষ, মাছের খাবার তৈরি, জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ ,সবজির বীজ উপাদন। পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূর্বাচটি গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রশিক্ষণ হলে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে।এই প্রশিক্ষণে কারিগরি দক্ষতা ছাড়াও বাজারজাত করার বিষযে. শেখানো হবে।এই প্রশিক্ষণ চলাকালীন বই ,খাতা,পেন,পেন্সিল ও স্কেল দেওযা. হচ্ছে। দুপুরে আহারের ব্যবস্থা আছে এবং প্রশিক্ষনার্থীদের শংসাপত্র দেওযা. হবে।এছাড়া ও এখানে ইলেকট্রিশিযান, ইলেকট্রনিক্স,মটর মেকানিক, কৃষি যন্ত্রপাতি , টোটো মেরামত, সহাযক (সার বীজ ও কৃষি সংক্রান্ত পরামর্শ) প্রাণী স্বাস্থ্য সহাযক ,বিজ্ঞান সম্মত কাঁকড়া চাষ এই প্রশিক্ষণ গুলি ও দেওযা. হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের ছোট ব্যবসাযী. করে তোলা ও স্বনির্ভর করা।

অভিনেত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক লাভলী মৈত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের সিপিআইএম নেতার

৩ সেপ্টেম্বর ঃ অভিনেত্রী তথা তৃনমূল কংগ্রেসের বিধায়কের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন সিপিআইএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।আর জি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভের মঞ্চ থেকে ' হুমকি শোনা গিয়েছিল ' খ্যাত অভিনেত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রর গলায়। সিপি আইএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী দের নাম উল্লেখ করে তিনি বলে ছিলেন, এবার বদলা হবে। সেই হুমকির জেরে এবার সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক কে আইনি জটে পড়তে হল। লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকালে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন স্থানীয় সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভরা সভায় তাঁর নাম তুলে হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি বলে সায়ন জানালেন।রবিবার সোনারপুর মোড়ে আর জি কর ইস্যুতে অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল তৃণমূলের। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃনমূল বিধায়ক লাভলী মৈত্র বলেন, সিপিএম নেতারা যেমন সুজনদা, সায়ন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কীভাবে? কারণ, বদলা হয়নি। বদল হয়েছিল। ২০১১ -এ আমরা বলেছিলাম, বদল চাই।আর এখন ২০২৪ সালে বলছি, বদলা চাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কেউ আঙুল তুললে,সেই আঙুল কী ভাবে নামাতে হয়, আমরা জানি। তাঁর এই মন্তব্যকে ' বলে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।তবে তরুণ নেতা সায়ন অবশ্য কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েই জানিয়েছিলেন, সবার মুখ বন্ধ করা একা বিধায়কের পক্ষে সম্ভব নয়।কিন্তু সায়ন শুধু পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়েই থেমে থাকেননি। তিনি মঙ্গলবার সোনারপুর থানায় লাভলি মৈত্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন।যদিও এ বিষয়ে সোনারপুর দক্ষিণের তারকা বিধায়কের কোন ও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সূত্রের খবর, লাভলিকে এ ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব।এর আগে অভিনেতা তথা তৃনমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক অভিনেতা, সরকারি কর্মচারী,চিকিৎসকদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করে পরে দলেরচাপে অন্যায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

লেকটাউন সুইমিং পুলে এবারে সাঁতারে রেকর্ড করলেন ১৯ বছরের সৌগত দাস

লেকটাউন, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার সাঁতারে রেকর্ড করলেন সাঁতারু সৌগত দাস। কলকাতার লেকটাউন সুইমিং পুলে আয়োজিত রাজ্য স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫৪.৫৩ সেকেন্ডে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট শেষ করেন সৌগত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার দাবি, এই ইভেন্টে রাজ্য স্তরে এটা নতুন রেকর্ড। রাজ্যের কোনও প্রতিযোগী এত কম সময়ে এর আগে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট শেষ করতে পারেননি।বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তিন দিনের এই প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়।এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। মোট এগারোটি জেলার প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অংশ নিয়ে ছিলেন ৬ জন প্রতিযোগী।এর মধ্যে বছর ঊনিশের সৌগত একাই তিনটি সোনা ও দু'টি রুপোর পদক জিতেছেন। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে একক চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন তিনি।জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমপীঠ তুলসীঘাটা গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে সৌগত। বাবা অটো চালান। ছোটবেলায় নিমপীঠেরই একটি ক্লাবে সাঁতার প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি। পরে কলকাতার সুভাষ সরোবরে প্রশিক্ষক বিশ্বজি দে চৌধুরীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেন। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৌগত জানান, আগামীদিনে সাঁতার নিয়ে আরও এগোতে চান। তাঁর লক্ষ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য। বাবা অরবিন্দ দাস বলেন, ছোট থেকেই সৌগতর সাঁতারে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কখনওই ওকে অভাব বুঝতে দিইনি। চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব পাশে থাকতে। আজ পুরো পরিবার সহ গ্রামের সবাই খুব খুশি।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাঁতার দলের ম্যানেজার শ্রীমন্তকুমার ঘোষ বলেন, একশো মিটার ফ্রি স্টাইলে এর আগে রাজ্য স্তরে রেকর্ড সময় ছিল ৫৪.৭৮ মিনিট। সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়লো।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এইচ-বিএমডব্লু-এইচইউ-১১-২৪, তারিখ ৩১.০৮.২০২৪। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, অর্থোপেডিক হসপিটাল, ৫, চার্চ রোড, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এইচ-বিএমডব্লু-এইচইউ-১১-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** অর্থোপেডিক হসপিটাল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়ার অধীনে ০৩ বছরের জন্য ১১টি হেল্থ ইউনিট অর্থাৎ ডিআরএম, এমএসডব্লু, টিকিয়াপাড়া, বামনগাছি, ব্যান্ডেল, ট্রাফিক হেল্থ ইউনিট/বর্ধমান, লোকো হেল্থ ইউনিট/বর্ধমান, কাটোয়া, রামপুরহাট, আজিমগঞ্জ এবং কামারকুণ্ডুর চিকিৎসাজাত-জৈব বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তির কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞপিত মূল্য ঃ** ২৪,০২,৪৫৩.২৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪৮,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা ১৪ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৪। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** MED-04/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিনঃ এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২

নিবন্ধিত অফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওয়ান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোনঃ ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০

ইমেইলঃ cs@skpsecurities.com ওয়েবসাইটঃwww.skpsecurities.com

পোস্টাল ব্যালট প্রেরণের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা পুনঃ-এর সাথে পড়ুন। আপাতত বলব এর আইন(গুলি) এবং শুধুমাত্র দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে, ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ দ্বারা ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০২০২০ তারিখে ৫ মে, ২০২০, ২২২০২০ তারিখে ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩২০২০ তারিখে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯২০২০ তারিখে ৩১ ডিসেম্বর, ২১, ২০২০ তারিখ , ২০২১, ২০২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ভারত সরকারের কর্পোরেট মন্ত্রক, কর্পোরেট মন্ত্রক দ্বারা জারি করা (সম্মিলিত ভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে আখ্যায়িত), সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫(সেবি লর্ড প্রবিধান) এর প্রবিধান ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যদি থাকে। এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (কোম্পানি) ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিরেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত ছিল। পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি চাওয়ার জন্য শুক্রবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীরা (কাট-অফ তারিখ)। এমসিএ সার্কুলারগুলির প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতিতে, পোস্টাল ব্যালট ফর্মের সাথে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এবং প্রি-পেইড ব্যবসার খাম পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে না এবং সেই অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সম্মতি জানাতে হবে বা দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ভিন্নমত

ই-ভোটিং শুরুঃ বুধবার, সেপ্টেম্বর ০৪, ২০২৪ (৯,০০ এএম ১এসটি)

ই-ভোটিং এর সমাপ্তি ঃ বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ০৩, ২০২৪ (৫,০০ পিএম ১এসটি)

উক্ত সময়ের মধ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন তিনি ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। কোম্পানি জনাব অতুল কুমার লাভ, মেসার্স এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (FCS নং ৪৮৪৮, C.P ৩২৩৮) নিযুক্ত করেছে। A.K. Labh Co, Kolkata, একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে কাজ করত। আপনার যদি দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নঅভিযোগ বা সমস্যা থাকে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ সিডিএসএল ওয়েবসাইটের সহায়তা বিভাগের অধীনে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি (FAQs) দেখতে পারেন বা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়রের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ম্যানেজার, সিডিএসএল,এ উইং, ২৫তলা, ম্যারাথন ফিউচুরেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ড, এন এমজোশী মার্গ, লোয়ার পারেল(পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ বা helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা আরও স্পষ্টতার জন্য ০২২-২৩০৫৮৫৪২৪৩ এ কল করুন। আরও, পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত অন্য কোন প্রশ্নঅভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১-এ যোগাযোগ করার জন্য বা mdpldc@yahoo.com-এ ইমেল করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.skpsecurities.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেডএসডি-অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ৩১ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত সম্পদ। ব্রোকিং। বিতরণ। প্রাতিষ্ঠানিক ইকুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

NSE BSE INZCO0199335 I NSDL &} CDR: IN-DP-155-2015 IRA INH300:02902 I PMS:INP000306509 I MB: INM000012670 I AMFI: ARN 0006

বিরাট লিজিং লিমিটেড

রেজিঃ অফিসঃ ১, ক্রুড লেন, ৩য় তলা, রুম নং-৩২৪, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

কর্পোঃ অফিসঃ জাজোদিয়া টাওয়ার, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, রুম নং ডি-৮, কলকাতা - ৭০০০০১

ইমেলঃ info@vll.co.in ওয়েবসাইট ঃ www.vll.co.in

সিনঃ এল ৬৫৯৯১০ ডব্লুবি১৯৮৪ পিএলসি ০৯৮৬৮৪

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স এর ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বিরাট লিজিং লিমিটেড ('কোম্পানি') ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার দুপুর ১২.০০টায় (১এসটি)বিবাদি বাগ প্রফেশনাল এসোশিয়েশন কর্মাস হাউস, ২এ গণেশ চন্দ্র এভেনিউতে ৪র্থ তলা, রুম নংঃ১, কলকাতা-৭০০০১৩ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এজিএম (নোটিশ) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পড়া, সেবি-এর রেগুলেশন ৩৬ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংবিধিবিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ) সহ এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলব, ৪০ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স। Niche Technologies Pvt Ltd, ক্ষেত্রমত, এবং সেই সদস্যদের ফিজিক্যাল কপি যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গুলি) বা আরটিএ-তে ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত নয়, অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় . বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশের প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.v1l.co.in, বিসিই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড(এনএসডিএল)এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এ। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভাগুলিতে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (পরিবর্তন সহ (পরিবর্তন) সহ) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত কার্যকর), কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। **দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ। এবং বৃহস্পতিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ এ শেষ হবে।** উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) হিসাবে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, অর্থা ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে যেতে পারেন ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির মধ্যে থাকেন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করবেন। কোম্পানিটি এজিএম-এ পোলিং পেপারব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও দিচ্ছে মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। যাইহোক, যেসকল সদস্যরা ইতিমধ্যেই এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনো সদস্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। শ্রী রাজেশ ঘোরাওয়াত (এফসিএসঃ ৭২২৬), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে। আর্থিক বছর ২০২৩-২৪। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting@nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেনঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে অথবা evotingnsdl.co.in-এ এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

বিরাট লিজিং লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর -মনীষা খান্ডেলওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৪.০৯.২০২৪

কৌশল ইনভেস্টমেন্টস লি.

রেজিঃ অফিসঃ ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৮,কলকাতা-৭০০০০১

ইমেইলঃ info@kaushalinvest.com ওয়েবসাইট ঃ www.kaushalinvest.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্সের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা(এজিএম)। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কৌশল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ('কোম্পানি') শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৩,০০ পিএম(আইএসটি) জাজোদিয়া টাওয়ার, ৩-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৮,কলকাতা-৭০০০০১ এজিএম (নোটিশ) আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পড়া, সেবি-এর রেগুলেশন ৩৬ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংবিধিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ) সহ এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলব), ৪৩তম এজিএম-এর নোটিশ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স। Niche Technologies Pvt Ltd, ক্ষেত্রমত, এবং সেই সদস্যদের ফিজিক্যাল কপি যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গুলি) বা আরটিএ-তে ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত নয়, অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় . বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশের প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট info@kaushalinvest.com, CSE-এর ওয়েবসাইট https:www.cse-india.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের(এনএসডিএল)ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভাগুলিতে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (পরিবর্তন সহ (পরিবর্তন) সহ) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত কার্যকর), কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ। এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টায়। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) হিসাবে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। যেকোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে যেতে পারেন ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির মধ্যে থাকেন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করবেন। কোম্পানিটি এজিএম-এ পোলিং পেপারব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও দিচ্ছে মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। যাইহোক, যেসকল সদস্যরা ইতিমধ্যেই এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনো সদস্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। জনাব রাজেশ ঘোরাওয়াত (এফসিএসঃ৭২২৬), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে। আর্থিক বছর ২০২৩-২৪।কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) (এফএকিউসে) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেনঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে অথবা evotingn@sdl.co.in-এ এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

কৌশল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর -রাধিকা মহেশ্বরী
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৫ সংখ্যা, বুধবার ১৮ ভাদ্র, ১৪৩১

তিব্বতে বাঙালি সন্তান

সালটা ১৮৮২, মে মাসের এক বিকেলে দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় ঘোড়ার পিঠে চেপে পৌঁছল একটি দল। দলে আছে মালবাহক ও তিব্বতি লামারা, আর আছে লামার পোশাক-পরা লাল পাগড়ি চোখে সানগ্লাস এক ভিনদেশি। ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে সে। চিনে পেস্ট্রির দোকানে জমায়েতে হওয়া ভিড়টা তাকে দেখে মন্তব্য করল, 'দেখেছ আবার এক বসন্ত রোগী এসে হাজির হয়েছে।' তারা জানেই না লাল পাগড়ি ভিনদেশির সঙ্গে আছে রিভলভার, কম্পাস, সেটস্কোয়ার ও হরেক কাগজ। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ মানুষটি বিভিন্ন মঠ থেকে খুঁজে পাওয়া পুঁথি অনুবাদ করে নিয়ে যাবেন তার দেশে। তিব্বতি সংস্কৃতি ও জনজীবনে আগ্রহী এই বাবুটি আরো একটি কাজ করছেন। চলার পথে প্রতিটি পাহাড়, নদীনালা ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কাগজে লিখে নিয়েছেন, লাসায় আসার পথে চুম্বি উপত্যকা, 'ইয়ামড্রোক সো' হ্রদে ঝটিতি জরিপ করেছেন। টুকে নিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এলাকার হরেক পাহাড় ও পথের পরিচয়। সেগুলি ভারত সরকারের দফতরে গোপনে বাক্সবন্দি হবে। পরে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ংহাসব্যান্ড এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিব্বত দখলের অভিযানে বেরোবেন। ভিনদেশি ছিলেন এক বঙ্গসন্তান শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় নিয়ে কয়েক বছর পরেও তিব্বতে ঘোর ধোঁয়াশা। যে তিব্বতি লামারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, সকলকেই পরবর্তী কালে এক ধার থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র দাস কি ছিলেন পণ্ডিত? দুর্গম পথের অভিযাত্রী? না কি এক গুপ্তচর? লাসা সফরের তিন বছর পর এই রহস্যময় চরিত্রটিকে দেখা গেল চিনের রাজধানী পিকিং শহরে। সেখানে বাণিজ্যের খোঁজে আসা তিব্বতিরা তাঁকে 'কা চে লামা' বা কাশ্মীরের লামা বলে ডাকেন। শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি এসেছেন কোলম্যান মেকলে নামে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে সাহায্য করতে। কোলম্যান লাসা শহরে ব্রিটিশ দূতাবাস খুলতে যাবেন, পিকিং শহরে তাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। চিনের রাজধানীতে বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী। দূতাবাস খোলা আর হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের পরিশ্রমী তথ্য থেকে ব্রিটিশরা এ ভাবেই নানা সাহায্য পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'-এ ভূষিত করেছে। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেছে লন্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই গুপ্তচরের লেখালিখি খুলে দিয়েছে তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। নিজেই তৈরি করেছেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। থাইল্যান্ডে গিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু'বছর আগেও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে কয়েক মাসের জন্য পাড়ি দিয়েছেন জাপান। উনিশ শতকে তিব্বতচর্চার জন্য সারা পৃথিবীর কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছেন এই বাঙালি। এই পণ্ডিত গুপ্তচর আদতে চট্টগ্রামের আলমপুর গ্রামের ছেলে।

পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ

সালটা ১৯৯২ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হীরের আংটিকে ঝুলিতে নিয়ে চলচ্চিত্র জগতে এলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তার ইচ্ছে ছিল সত্যজিৎ রায়কে সিনেমাটি দেখানোর, এরকম genre এর সিনেমা এর আগে সত্যজিৎ ছাড়া বাংলায় কেউ খুব একটা করেননি। তাই সাহস করে বলা বাহুল্য দুঃসাহসী হয়েই এরকম genre কে বেছে গতের বাইরে যেতে চাইলেন ঋতু। কিন্তু সেখানে বিষয়টা ওয়ার্ক আউট করল না। সত্যজিৎ ও চলে গেলেন, সিনেমা টাও খুব একটা হিট করলো না। হয়তো এটা দর্শকদের সমস্যা, নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে একটু দ্বিধা করি আমরাই। আর সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপারটা নিয়ে ঋতু লিখলেন,হয়তো আমার সৌভাগ্য ছিল, মানিক বাবু সিনেমাটা দেখে কীভাবে নিতেন তা ভালো করেই বুঝে ছিলাম। এরপর ১৯৯৪ এ দেবশ্রী রায়, অপর্ণা সেনকে চরিত্র বানিয়ে ফেললেন উনিশে এপ্রিলের মতো অসাধারণ একটা ছবি। শুধু গল্প কিংবা অভিনয়ই নয় টেকনিক্যালি এরকম সিনেমা সেইসময় অন্য কোনো কল্পনা করেছে টালিগঞ্জে। কিন্তু এখানে ব্যক্তি ঋতুপর্ণের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ও একটা দিক প্রকাশ পায়। শোনা যায় যখন উনিশে এপ্রিলের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজে ঋতু ব্যস্ত তখন নিজেদের বিবাহ বিচ্ছেদের কথা প্রথম তাকে শোনান দেবশ্রী রায়। ঋতুপর্ণ প্রসেনজিৎ কে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। কতটা কাছের লোক হলে এরকম একটা খবর আত্মীয়দের না জানিয়ে একজনকে জানিয়ে ফোনের অন্য প্রান্তে অঝরে কাঁদা যায়! এরপর ঋতুপর্ণর আর পিছন ফিরে তাকায় নি, একাধিক জাতীয় পুরস্কার, বিভিন্ন খন্ডখণ্ড একের পর এক আসতেই থাকে সেই ঝুলিতে, যেই ঝুলিতে একদিন হীরের আংটি নিয়ে ঢুকেছিলেন ঋতু। কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়লো না। তার ছবি নিয়ে কিছু নিম্ন শ্রেণীর লোক বিদ্রুপ করতে থাকলো। নিজের ছবি নিয়ে ব্রাত্য বসুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঋতু বললেন, সেটা করলে আমার আপত্তি নেই কিন্তু কিছু মানুষ আমাকে নিয়ে যেটা করে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এরপর চোখের বালিতে ঐশ্বর্য রাই এর সঙ্গে করে অন্তরমহলের কিছু দৃশ্য এবং আবহমানের গল্প নিয়েও শোরগোল পড়ে যায়। কিন্তু ঋতু থেমে থাকেননি। তার সমালোচকদের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছেন জবাব। নিজে কোনো দিন কোলকাতা ছাড়েননি। কিন্তু তার সাথে কাজ করতে অমিতাভ বচ্চন এর মতো অভিনেতারা ও কলকাতায় এসেছেন। নিজে কতটা ধীর এবং স্থির আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সেটা বোঝাতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন এক ট্র্যাজেডির কথা। চিত্রাঙ্গদার শ্যুটিংয়ে ছবি করতে গিয়ে শেষ হন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

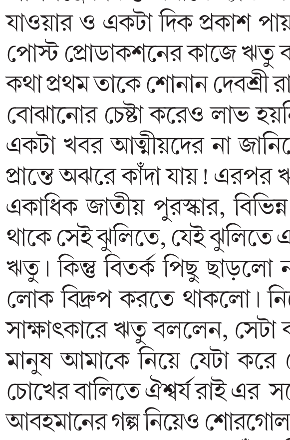

মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। ঠাকুর বলতেন,পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বলতেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

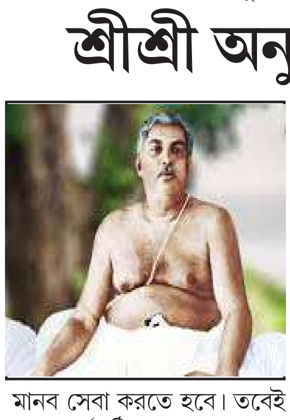

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারলে তবেই জীবন স্বার্থ হতে পারে। নাহলে জীবন একেবারে ব্যর্থতায় পরিণত হতে থাকবে। তিনি শক্তি। তিনি ভক্তি। তিনি সর্ব বিশ্বাসের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে শিল্প সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যেতে হবে। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তবেই মহান ভারত নির্মাণ সম্ভব হবে।

বাংলার অগ্নিযুগে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল স্বদেশি পত্র-পত্রিকাগুলিকে নিষিদ্ধ করে সরকার বিরোধী মুখ বন্ধ করা

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রায় দেড়বৎসর কাল নিরুদ্রপে 'যুগান্তর' পত্রিকা চলেছিল। এক পরে খোলাখুলি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার শুরু হলে পুলিশ ও ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবং তাদের টনক নড়ে উঠল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে মেহচন্দ্র কানুগো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসী দেশে চলে যান বোমা তৈরি প্রণালী শেখবার জন্য। হেমচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর শাখার কর্মী। মানিকতলা ছিল প্রধান যুগান্তর কেন্দ্র। কিন্তু প্রথমে বোমা প্রস্তুত এখানে হতো না। বোমা তৈরির প্রথম চেষ্টা হয়েছিল দেওঘরের রোহিণীতে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং চেষ্টা করতে গিয়ে রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা যান। প্রফুল্লর মৃত্যুর পরে কলকাতায় এসে বোমা তৈরির কাজ শুরু হয়। ঢাকুরিয়ার জীর্ণ একতলার ছোট বাড়িতে চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। বাড়িটির স্থান কোথায় ছিল এবং কার বাড়ি ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। বিপ্লবীদের আড্ডা বসত দেবব্রতের বাড়িতে, কখনও বা টাউন স্কুলে আবার কখন বা গঙ্গার ঘাটে। তখন অরবিন্দ থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। বছরে একবার সম্মেলন কর্মীদের সম্মেলন হতো। তাতে প্রেসিডেন্ট হতেন পি মিত্র। সেখানে অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার উপস্থিত থাকতেন। যুগান্তর লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ এবং দেবব্রত। অরবিন্দও মাঝে মধ্যে লিখতেন। তিনি আবার ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। ১৯০৭ সালে ১১ এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম ছিল -' এসো অরাজকতা' তাতে লেখা ছিল-'অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি,- ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব'। (বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে খোলাখুলি প্রচার করা হতো। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করতে হবে। ১৯০৬ সালে ২৬ আগস্ট সংখ্যায় লেখেন দেবব্রত বসু তাঁর যোগাক্ষ্যাপার পত্রে-'' বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ সহজে করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরণ তৈরি করা সম্ভব।" (বরীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে বারীন্দ্রকুমার লিখতেন-' বর্তমান রণনীতি'। মাল মসলা সংগ্রহ করতেন, ক্যামনের 'রুশ-জাপান যুদ্ধ' বই থেকে। পরে এটা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার ওপরে ইংরেজ সরকারের আঘাত এসে পড়ল। ১৯০৭ সালের ৭ জুন সতর্ক বার্তা দেওয়া হল যুগান্তর পত্রিকাকে। কারণ ২ জুন ১৯০৭ সালের সংখ্যায় সরকার বিরোধী লেখার প্রকাশ করা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রের ডাক পড়ল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর পূর্ণ চন্দ্র লাহিড়ীর কাছ থেকে। ১২৪ এ ভারতীয় পেনাল কোড'এ দুটো প্রকাশিত প্রবন্ধকে ঘিরে মামলা শুরু হল। একটি হচ্ছে 'ভয়-ভাঙ' এবং আর একটি হচ্ছে 'লাঠিশক্তি' যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুন ১৯০৭ সালে। সেই সময়ে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডি এইচ কিংসফোর্ড। ভূপেন্দ্রনাথ সব প্রবন্ধ প্রকাশের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। ফলে ২৪ জুলাই ১৯০৭ সালে তাঁর এক বছর জেল হয়। ভূপেন্দ্রনাথের সাহসিকতার প্রশংসা করে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার নাম হচ্ছে ''One more for the Alter ''। সেখানে তিনি লিখলেন-'' To meet persecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect head and undimmed eyes, this is the sprit in which we must conquer, (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-25)" ৯ আগস্ট ১৯০৭ সালে কলেজ স্কেয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু মহিলা অংশ গ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী যিনি ৬১, হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি রোড) বসবাস করতেন। যোগ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, লীলাবতী দেবী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। চিকিৎসক প্রাণ কৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সভায় পত্রপাঠ করেছিলেন যা লিখেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্রের সম্মানে। কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন যে কবিতা লিখেছিলেন আনন্দ মোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবী। সভায় ভূপেন্দ্রনাথের মায়ের হাতে একটি প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটাই হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বতঃস্ফুর্ত মহিলাদের প্রতিবাদ সভা। আদালতে বিচারের সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন-'এই বিদেশী সরকারের আদালতকে আমি স্বীকার করি না। I have done what I thought to be duty to my country-you may mete out any punishment you like. I shall bear it cheerfully" (বিপ্লবী যুগান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃষ্টা-৪৫)।

১৯০৭ সালে ৮ জুন আবার ইংরেজ সরকার সতর্ক বার্তা পাঠালো 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে। ৩০ জুলাই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিটেন্ডেট মিস্টার ইলিস ১২, নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়াবের (রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি) ২-১ ক্রীক রো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘর তল্লাশির কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিল পুলিশ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। ১৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আবার কিছু অফিসার এসে উপস্থিত হল। তারা হেমচন্দ্র বাগচীকে গ্রেফতার নোটিশ দিয়ে বলেন, অরবিন্দকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। অপরাধ, অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় ''Politics for the Indians" ২৭ জুন শহর সংস্করণে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করা হয় ২৬ জুলাই। সিদ্ধান্ত হয় অরবিন্দ ধরা দেবেন। তাঁকে পদ্মপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং হেমেন্দ্র মোহন বোস অরবিন্দের হয়ে জামিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত তা অগ্রাহ্য করলো। পরে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস এবং নীরোদচন্দ্র মল্লিক রাজা (সুবোধ মল্লিকের কাকা) অরবিন্দকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কালে অরবিন্দ মুক্ত হন। ''Police, in course of their search, could not found any documentary evidence against Aurobindo. But there was a press copy of a reply to a letter in the file Bande Mataram office stating that " after the return of our Editor Aurobindo Ghose, who is now out of Calcutta, we shall reply to your letter" finding the same, Charu Chandra and Subodh Mallik brought it out from the file and burnt it. As such there was no positive proof that Aurobindo was the editor of the paper. In his judgement dated September 23, 1907 Mr. Kingsford stated, " the inference I draw is that the evidence is inconclusive. I find in it nothing which is materially inconsistent with the theory that Arabinda is a mere member of the Ediotrial staff and that he is without responsibility for and without cognizance of the articles charged (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-26)."

সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অরবিন্দকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন - 'অরবিন্দের লহ প্রণাম'। কবিগুরু স্বয়ং সুবোধ মল্লিকের বাড়ি ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ (অরবিন্দের বড় ভাই), রাজা সুবোধ মল্লিক, নিরোধ মল্লিক এবং চারু চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সবাই কবিকে সাদরে গ্রহণ করেন। কবি অরবিন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাত চাপড়ে দিলেন এবং হেসে বললেন, -''you noble minded! Did you play false with me" অরবিন্দ তার উত্তরে বলেছিলেন-''Not for long" সেই সময় কবি সকলের সঙ্গে আলোচনা করা কালে চারুচন্দ্র বলেন-''We did not allow him to go to jail. We have burnt one or two important papers. This is only the beginning. Your poem will not go in vain". (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-২৭) বিপিনচন্দ্র পাল ওই মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাঁর ছয় মাস সাজা হয়েছিল (১৯-৯-১৯০৭)। পরে 'বন্দেমাতরম' ইংরেজ পুলিশ ম্যানেজিং বিভাগের কর্তা হেমেন্দ্রনাথ বাগচী এবং মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে গ্রেফতার করে ১২৪এ ভারতীয় পেনাল কোড অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য। তাঁদের তিন মাস করে জেল হয়।

''সন্ধ্যা" প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তার সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজু হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। প্রবন্ধটির নাম ছিল '' এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে"। মামলা চলাকালীন ব্রহ্মবান্ধব ঘোষণা করেন, ফিরিঙ্গিদের কর্তৃত্ব তিনি মানছেন না। তার আগেই তিনি দেহটাকে ছেঁড়া জুতোর মতো ত্যাগ করবেন বলে তিনি ঘোষণা করলেন। ঘটনাচক্রে তাই ঘটল। তাঁর বিরুদ্ধে যখন মামলা চলছিল সেই সময়ে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে হার্নিয়া অপারেশনের তিন দিন পর ধনুষ্টার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর সন্ধ্যা পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)। এই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি লিখলেন, ''আমি মরি নাই, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।" এই সময়েই ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সন্ধ্যা' বিরুদ্ধে আর একটি মামলা শুরু করে দিল ইংরেজ সরকার। মুদ্রাকর মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং তাঁর দুই বছর সাজা হয়। এর পর 'সন্ধ্যা' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'নবশক্তি' বলে বিপ্লবীদের আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ০৬.০৮.১৯০৬ সালে। মোটামুটি এই চারটি পত্রিকার লক্ষ্য এক হলেও ভাষা ও ভঙ্গী এক ছিল না। 'সন্ধ্যা'র ভাষা ছিল সকলের গ্রহণের পক্ষে। 'যুগান্তর' বিপ্লবের মূল আদর্শ প্রচার করতো। 'বন্দেমাতরম' এর ভাষা কিছুটা সংযত হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের পথ ও পদ্ধতি প্রকাশে কোনও বাধা ছিল না। 'নবশক্তি' বন্দেমাতরম এর মতো ভাষা নিয়ে প্রকাশ হতো।

''সংযুক্ত প্রদেশের (United Province) এলাহাবাদের 'স্বরাজ্য' পত্রিকাটিও বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসারে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এবং বিশেষ করে ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' এর প্রকাশনা বন্ধ- এই সব কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের সংযুক্ত প্রদেশ নিবাসী শান্তিনারায়ণ 'স্বরাজ্য' পত্রিকাটি প্রকাশন শুরু করেন এবং তিনি এর প্রথম সম্পাদক হন। মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের পর তিলকের ' কেশরী', পরাঞ্জপে এর 'কাল' এই দুই ঘটনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখেন শান্তিনরায়ণ তাঁর স্বরাজ্য পত্রিকাতে। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। দেশভক্ত ছিলেন বলেই লিখেছিলেন।

আদর্শ শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস

বিশেষ প্রতিবেদক

এক আদর্শ শিক্ষকের জীবনকাহিনী। আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগের কথা, ১৮৬৬ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের শেওরাতলী গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস-এর ঘরে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান, যার নাম রাখা হয় বেণীমাধব দাস। বেণীমাধব দাস বেড়ে ওঠেন পরাধীন ভারতে, দর্শন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে। তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতা, কটক, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজে শিক্ষকতার মহান ব্রত পালন করেন কখনো কলেজের প্রভাষক, কখনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে। একজন সৎ, নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ঋষি তুল্য।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বোস স্কুল জীবনে বেণীমাধব দাসের ছাত্র ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মনে স্বদেশী মনের গাছ পুঁতে দিয়েছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর 'ভারত পথিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে। সুভাষচন্দ্রের মনে শিক্ষক বেণী মাধব দাসের একটি স্থায়ী আসন ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় বেণীমাধব দাস ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। তিনি ১৯২৩ সালে অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাদায় 'অল ইন্ডিয়া থিইস্টিক কনফারেন্স'-এ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেই সমাবেশে তাঁর বক্তব্য পরবর্তীতে 'মডার্ণ থিইস্টিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' নামে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর লেখা 'পিলগ্রিমেজ থ্রু প্রেয়ারস' বইও বেশ সমাদৃত হয়।

বেণীমাধব দাস বিয়ে করেন তৎকালীন কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদকের কন্যা সরলা দেবীকে। সরলা দেবী'ও সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ নারীদের সহায়তায় 'সরলা পুন্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। বেণীমাধব দাস ও সরলা দেবীর ঘরে জন্ম নেন অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী কল্যাণী দাস (১৯০৭-৮৩) ও বীণা দাস (১৯১১-৮৬)।

দেশপ্রেম ও শিক্ষকতায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন বেণীমাধব দাস। তাঁর হাতে ছাত্র হিসেবে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। এঁদের মধ্যে অন্যতম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু। ১৯০৯ সালে কটকের

কাঠাজুড়ি নদীর তীরে বাংলা মাধ্যম র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন সুভাষচন্দ্র। বেণীমাধব দাস তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশচেতনা প্রথম ছোট সুভাষকে প্রভাবিত করে। সুভাষের ভেতরে যে আগুন আছে তা এই শিক্ষক ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলেন। পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে নানা আলোচনায় সুভাষের মনে দেশপ্রেমের দীক্ষা বীজ বপন করে দেন বেণীমাধব দাস। তিনি সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে। কৈশোরের অস্থির সময়ে যা সুভাষকে লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। সুভাষচন্দ্র পরে তাঁর স্মৃতি কথায় এই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাস ছাত্রদের অকুন্ঠ উৎসাহ দিতেন নানা বিষয়ে বই পড়তে এবং পরে তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সক্রিয়ভাবে সমাজসেবায় অংশ নিতেও উৎসাহ দিতেন। বেণীমাধব দাস সেই সময়ে মধুসূদন দাসের মত ওড়িষ্যার চিন্তা নায়কদেরও সংস্পর্শে আসেন।

১৯১১ সালের, ১১ই অগস্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর তৃতীয় শহীদ দিবস পালনের জন্য কটকের ঘরে ঘরে অরন্ধন ও অনশন হয়। ছাত্র সুভাষের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি দল ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা। আর এ কাজে প্রধান শিক্ষক বেণী মাধব বাবুর প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল। তার ফলে বেণীমাধব দাসকে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে কটক থেকে কৃষ্ণনগরে বদলী হতে হয়। এতে ছাত্র সুভাষ মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বেণীমাধব দাস অনেক দূরে চলে গেলেও ছাত্র সুভাষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। বরং চিঠিপত্রে দু'জনের সম্পর্ক আরও বেশি নিবিড় হয়েছিল। যে সব কথা সামনা সামনি তাঁরা একে অপরকে বলতে পারেন নি, চিঠিতে সহজেই প্রকাশ করতে পারতেন সেগুলো। প্রিয় শিক্ষককে তাঁর মনের কথা জানাতেন সুভাষ। আর বেণীমাধববাবুও নতুন নতুন চিন্তাভাবনার যোগান দিতে লাগলেন কিশোর সুভাষের মস্তিস্কে।

এইসময় কৃষ্ণনগর থেকে সুভাষকে লেখা বেণীমাধব বাবুর পত্র নিয়ে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কটক আসেন হেমন্তকুমার সরকার নামে এক তরুণ। কিশোর সুভাষ যে মনেপ্রাণে অস্থির হয়ে খুঁজছে পথ নির্দেশ, তা বুঝেই বেণীমাধব বাবু তরুণ হেমন্তকে পাঠান কিশোর সুভাষের কাছে। এই হেমন্ত সরকার কিশোর সুভাষকে রাজনৈতিকভাবে কলকাতায় বিপ্লবী দলের বিষয়ে এমন সব তথ্য দেন যা সুভাষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। প্রবল দেশপ্রেম কিশোর সুভাষকে স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এসেও সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন, ভারত পথিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর কথা। এমনকি দেশত্যাগের আগে তিনি বেণীমাধব দাসের কাছে আশীর্বাদও চেয়েছেন।

এহেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসের নিজের গোটা পরিবার স্বাভাবিক ভাবেই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। বিশেষত তাঁর কন্যারা সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। মেয়েদের বিপ্লবী কার্যকলাপে বাধাদান তো দূরস্থান, দেশপ্রেমিক বেণীমাধব রীতিমতো উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। বড় মেয়ে কল্যাণী দাস সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি ছাত্রী সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির জন্য কারাবরণ করেন।

ছোট মেয়ে বাংলার প্রখ্যাত অগ্নিকন্যাদের অন্যতম বীণা দাস (ভৌমিক), যিনি ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অতিথি বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। রিভলবারের উৎস জানতে টানা অত্যাচার ও জেরা সত্ত্বেও বীণা দাস মুখ খোলেন নি। এই সময় বীণাকে মুখ খুলতে বলার প্রস্তাবে প্রত্যাখান করেন শিক্ষক।

সম্পাদক সমীপেষু

৩.৫ বছর পড়ে ফিরল

সাড়ে তিন বছর লেট করেছিল ভারতের এই ট্রেন! এর চাইতে গরুর গাড়িও তাড়াতাড়ি যায়।

২০১৪ সালের নভেম্বরে বিশাখাপত্তনম মালগাড়িটি ছেড়েছিল। ১৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের বস্তিতে পৌঁছেছিল ৩.৫ বছর পর। কেন এত দেরি হল? ট্রেনটি কোথায়, কীভাবে আটকে ছিল? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি রেল।

জাপানে, কোনও ট্রেনটি যদি ১ মিনিটও দেরি করে, রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চায়। ভারতে অবশ্য প্রায় সব ট্রেনই লেট করে। বর্ষা-শীতে তো কোনও কোনও ট্রেন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা দেরি করে। কিন্তু, একটি ট্রেন এই বিষয়ে রেকর্ড গড়েছিল। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন নয়, ট্রেনটি কয়েক বছর দেরিতে পৌঁছেছিল গন্তব্যে। তবে এটা কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন ছিল না, ছিল একটি মালগাড়ির ওয়াগন। ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের সার ছিল ওয়াগনটিতে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই দেরির কোনও কারণ রেলওয়ে জানাতে পারেনি। সাড়ে তিন বছর ধরে ট্রেনটিকে কোথায় ছিল, তাও জানাতে পারেনি।

বিশাখাপত্তনমের ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড থেকে সার আনার জন্য এই মালবাহী ট্রেনটি বুক করে ছিলেন রামচন্দ্র গুপ্ত নামে উত্তর প্রদেশের বস্তির এক ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের নভেম্বরে বিশাখাপত্তনম মালগাড়িটি ছেড়ে ছিল। বিশাখাপত্তনম থেকে বস্তির দূরত্ব ১৪০০ কিলোমিটার। সাধারণত এই দূরত্ব অতিক্রম করতে কোনও মালবাহী ট্রেনের ৪২ ঘন্টা ১৩ মিনিট মতো সময় লাগে। এই ট্রেনটির লেগেছিল ৩.৫ বছর! বস্তি স্টেশনে পৌঁছে ছিল ২০১৮-তে।

ট্রেনটি সময়মতো বস্তিতে না পৌঁছনোর পর, রামচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বস্তি রেলস্টেশনে গিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার দেখা করেন। ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড সংস্যার পক্ষ থেকেও রেলের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। রেলের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূর, ট্রেনটি কোথায় আছে তাও তারা জানাতে পরেনি ওই ব্যবসায়ীকে। ট্রেনটি যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। বিশাখাপত্তনম থেকে রওনা হওয়ার পর মালগাড়িটি কোথায় চলে গেল, সেই উত্তর দিতে পারেনি কেউ। কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি রেলওয়ে।

দীর্ঘ তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর, সাড়ে তিন বছর পর ২০১৮ সালের জুলাই মাসে, উত্তর প্রদেশের বস্তি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছিল সার বোঝাই ওয়াগনটি। তবে, তত দিনে সবটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওই নষ্ট হওয়া সার গ্রহণ করতে চাননি রামচন্দ্র গুপ্ত।

রামচন্দ্র গুপ্ত আগে থেকে পেমেন্ট করেননি। ফলে, সার সংস্থাটির ক্ষতি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকার। এরপর আইনি লড়াই শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড এবং ভারতীয় রেলের মধ্যে। সেই মামলার পরিণতি কী হয়েছিল তা জানা যায়নি।

কিন্তু, কেন এত দেরি হল? ট্রেনটি কোথায়, কীভাবে আটকে ছিল? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি রেল। আমরা যদি দেখি, তাহলে এটাই ছিল রেলওয়ের সবচেয়ে বিলম্বিত ট্রেন। উত্তর-পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, সঞ্জয় যাদব জানিয়েছিলেন, কখনও কখনও কোনও ওয়াগন পুরোনো হয়ে গেলে, পুরো মালগাড়িটিরই দুর্ঘটনার মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই, ওই বগিটিকে ইয়ার্ডে পাঠানো হয়। এই ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই ঘটনা ঘটেছিল।

কলমে - অভিজিৎ মণ্ডল।

পুলিশের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে মেয়েদের আত্মরক্ষার কর্মশালা 'অপরাজিতা'

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের নির্মম ভাবে ধর্ষণ ও হত্যা কান্ডে উত্তাল সারা দেশ। মহিলাদের উপর বর্বরোচিত আক্রমনের ঘটনা সারা শুধু আমাদের রাজ্যই নয়, সারা দেশ জুড়েই বেড়ে চলেছে। আরজিকর কান্ডের পর থেকে প্রতিবাদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এই রকম একটি সময়ে বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে মেয়েদের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা 'অপরাজিতা' (The undefeated)। ইজরাইলের কার্ভ মাগা (karv Maga) টেকনিকের মাধ্যমে একটি মেয়ে আক্রমন থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে তার কিছু কৌশল শেখানো হবে ওই কর্মশালায়। ইজরাইলের বহু পরীক্ষিত এই 'কার্ভ মাগা' নামক আত্মরক্ষার কৌশল পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই জনপ্রিয়। আত্মরক্ষার ওই কৌশল শেখানোর জন্য কলকাতা থেকে একজন প্রশিক্ষক তার টিম নিয়ে বর্ধমানে আসবেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ (আই পি এস)। পুলিশ সুপার ছাড়াও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, জেলা পুলিশের ওয়েব সাইট সহ পুলিশের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়েদের এই আত্মরক্ষার প্রশিক্ষনের কথা জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের প্রায় ১৩৮ জনের মত মহিলা তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয় অপরাজিতা কর্মশালায় যোগদানের বিষয়ে। প্রায় ১০০ জনের মত বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের নিয়ে আপাতত আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বিকালের দিকে এবং ৮ সেপ্টেম্বর সকালে শহরের পুলিশ লাইন মাঠে ওই প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। পরে ওই প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে কিনা সে বিষয়ে ভেবে দেখা হচ্ছে। অংশগ্রহীদের মধ্যে ৯ বছরের একজন শিশুকন্যাও রয়েছে। বাকিদের বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আবেদনকারীরা শারীরিক ভাবে সক্ষম কিনা সেটাও যাচাই করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, এখনও অনেক মহিলাই এই প্রশিক্ষন নিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। প্রথম পর্বের প্রশিক্ষন শেষ হলে নতুন আবেদনকারীদের ওই প্রশিক্ষন দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। এদিন পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আইপিএস ট্রেনিং চলাকালীন তাদেরও এই ইজরাইলি আত্মরক্ষার টেকনিকটি শেখানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে নিজেকে আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করতে এই কৌশলটি শেখানো হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এখন অনেক স্কুল ছাত্রীরাই বিভিন্ন ক্যারাটে স্কুলে প্রশিক্ষন নিচ্ছে। এর পাশাপাশি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্নরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মহিলা থানার পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচির মাধ্যমে বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক, ব্যাড টাচ - গুড টাচ সহ অন্যান্য সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা পুলিশদের বিশেষ বাইক টিম মেয়েদের সুরক্ষার জন্য, রাস্তাঘাটে ইভটিজিং রোধে সারা শহরে টহল দিচ্ছে। এরপর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নতুন এই 'অপরাজিতা' কর্মসূচি জেলার মহিলাদের আত্মরক্ষা ও স্বনির্ভরতার এক অভিনব এবং বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল বলেই মনে করা যেতে পারে।

টোটো চালকদের মিছিল এবং ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ টোটো চালকদের শহরে মিছিল এবং ডেপুটেশন জেলাশাসককে। গ্রামের টোটো শহরে ঢুকতে দিতে হবে এই দাবিতে টোটো চালকেরা ডেপুটেশন জেলাশাসকের কার্যালয়ে। সারা বাংলা রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়ন এর তরফ থেকে শহরে টোটো চালকেরা মিছিল করে জেলাশাসকে স্মারক লিপি জমা দেন। ডেপুটেশন কে কেন্দ্র করে জেলাশাসকের কার্যালয়ের গেটে কড়া পুলিশের ব্যবস্থা করা যায়। AIUTUC জলপাইগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে এদিন বহু টোটো চালক এই ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি।

নোটিশ

আমার মক্কেল রাখব কাজরিয়ার ছেলে সঞ্জয় কাজরিয়ার ১৫ সি / ১বি, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭ ১৯৮৫ সালের দলিল নং ২০২২ হারিয়েছে এবং জিডি এন্ট্রি নং-এর মাধ্যমে বেলভু থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। ১১৭ তারিখ ০৩-০৯-২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, স্বার্থ, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি থাকে তাহলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রীমান অজয় কুমার কাজরিয়ার ছেলে ১৫সি / ১বি, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর, কলকাতা: ৭০০০২৭ ১৯৮২ সালের দলিল নং ০২০১৬ হারিয়েছেন এবং জিডি এন্ট্রি নং ১১৮ এর মাধ্যমে বেলভু থানায় ০৩-০৯-২০২৪ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি থাকে তাহলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:- 05/BGP/5 TH SFC(UNTIED)/ 2023-24, Dated-04/09/2024.

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for 2(Two)Nos. different works. At different places. Source of Fund: 5 th SFC (Untied)/2023-24. Document download/sale date from 04/09/2024 from 18.00 hrs. up to 12/09/2024 upto 12.30 hrs. Bid submission starting from 04/09/2024 from 18.00 hrs. up to 12/09/2024 upto 12.30 hrs. Bid Opening Date 14/09/2024 at 13.30 Hrs. For details please contact at GP office and visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে আগামী **৫.৯.২০২৪ থেকে ১০.৯.২০২৪** পর্যন্ত দাঁইহাট পৌরসভার আমতলা অফিসের সম্মুখে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষা সংক্রান্ত স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিশদে জানতে **৮১০০৪৯২৬০৮**-এ যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
কার্য নির্বাহী আধিকারিক,
দাঁইহাট পৌরসভা

For Details of floated corrigendum
corrigemdum no-254
Dm/Engg date-02/09/2024
corrigemdum no-255
Dm/Engg date-02/09/2024
corrigemdum no-256
Dm/Engg date-02/09/2024
corrigemdum no-257
Dm/Engg date-02/09/2024
For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT
10D.M/ENGG/2024-25 (2nd call) Date- 03/09/2024
E-NIT 11D.M/ENGG/2024-25 (2nd call) Date- 03/09/2024
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no.: 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

Office of the
Block Development Officer
Balarampur Development Block
P.O.-Rangadih, Dist.-Purulia, Pin-723143(W.B.)
NOTICE INVITING 12 NOS E-TENDER NIET-01/BDO/BLR TO NIET-12/BDO/BLR, Dated-02.09.2024

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 12 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **03.09.2024 from 10:00 A.M up to 09.09.2024 to 6:55PM**. End date of submission of bid document upto **09.09.2024 to 6.55 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **12.09.2024 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/-Block Development Officer
Balarampur Development Block

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel **through the Website https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No.- **1104, Dt. 02/09/2024** for Purchase of Slake Lime and Bleaching Powder of this Municipality, Tender ID: **2024_MAD_743532_1**, Last Date of Bid Submission **11/09/2024 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

PURBA BISHNUPUR GRAM PANCHAYAT
Bishnupur-1 Panchayat Samity, South 24 Pgs
CORRIGENDUM NOTICE
NIT NO-PBGP/TND-05/133/2024-25 Dated-27/08/2024

It is hereby informed on behalf of Purba Bishnupur Gram Panchayat that the above mentioned tender was cancelled due to wrong information for DG Specifications the above mentioned tender has been postponed for the time being by the Gram Panchayat and It is further informed that soon this tender will be re-written correctly and the tender will be called again as soon as possible.

Sd/- Prodhan
Purba Bishnupur Gram Panchayat
South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৪/৫১, তারিখ ০২.০৯.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি যথাক্রমে ঃ** (১) ০৮২৪১১০৭; ২৫ কেডব্লু অল্টারনেটর ইত্যাদির জন্য ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার তথা রেগুলেটিং ইউনিট (ইআরআরইউ) সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৭১,৫৬০। (২) ১৬২৪৫০৭৭; ৩৮/৬৬কেভি এক্সএলপিই অন্তরিত তামার কেবেল ৮০০ বর্গমিমি; ₹ ৩,৮৬,৯১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ১৬.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) ১৬২৪৫০১৫এ; ১৬০ বর্গমিমি অ্যানীলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার ইত্যাদি; ₹ ২,০৪,১৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) ১২২৪৫৩৩৪; বিএমসি মেশিনের স্পেয়ার্স; ₹৪,৪৫,৭২০। (৫) ১৫২৪৫০৬১; ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা ইত্যাদি; ₹ ১,৪১,২০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ৪ ও ৫-এর জন্য ১৮.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৬) ০৫২৪১২২৭; ট্রান্সফরমার অয়েল সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫,৪৯,৪৬০। (৭) ১০২৪২৫৩১; বো অ্যাসেম্বলি; ₹ ২,২৬,৫৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ৬ ও ৭-এর জন্য ২০.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) ০৫২৪১০৩১; অ্যান্টিওয়্যার হাইড্রলিক ওয়েল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹১,৯১,৫১০। (৯) ০৬২৪১৬৫২; ইউটিএস থার্মাল পেপার টিকিট রোল সংগ্রহের কাজ; ₹২,৯৭,৮৯০। (১০) ১০২৩৫০৩০; ফ্লেক্সি কয়েল বগি ফ্রেম কমপ্লিট; ₹ ১,৫৯,৩০০। (১১) ১২২৪৫৩০২; আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২-অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট-এর চালু চুক্তি; ₹ ৫০,০০,০০০। (১২) ২০২৪২১৪৮; ইএমইউ টিআর এবং মোটর কোচসমূহের এস.এস.(সিআরএফ) ট্রাফ ফ্লোর-এর সংগ্রহ ইত্যাদি; ₹ ২,৬৯,৭৫০। (১৩) ২০২৪২১৮৩; আধুনিকীকৃত ল্যাটারাল ড্যাম্পার-এর জন্য পিওএইচ-কিট কমপ্লিট; ₹ ১,৩৮,৫৭০। (১৪) ২০২৪২১৮৪; আধুনিকীকৃত ভার্টিকাল ড্যাম্পার-এর জন্য পিওএইচ-কিট কমপ্লিট; ₹ ১,৬২,৯১০। (১৫) ২০২৪২১৯৯; এসকর্টস নির্মিত টিভি ধরনের শক অ্যাবসর্বার (টিভি ৬০০) ৬০০ কেজি x ৬০০ কেজি ক্ষমতা ১১ দফার সমন্বিত; ₹ ২,৫৯,৭০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ৮ থেকে ১৫-এর জন্য ২৩.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৬) ১০২৪৫০২২; মাইক্রোপ্রসেসর-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ₹ ১৬,৮২,৬৬০। (১৭) ১৪২৪১০১৪; সাম্প্রতিকতম পরিমার্জন ইত্যাদি সমেত প্রাইমারী ড্রপ/ইনসার্ট এমইউএক্স স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস ঃ টিসি ঃ ৬৮-২০১২ অনুসারে ২ ওয়্যার/৪ ওয়্যার ই অ্যান্ড এম কার্ড (৪ চ্যানেল কার্ড পিছু) সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৭,১১০। (১৮) ১৪২৪১১১৪; স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস ঃ টিসি ঃ ৬৮-২০১২ ইত্যাদি মাধ্যমে প্রাইমারী ড্রপ/ইনসার্ট এমইউএক্স-এর ২ ওয়্যার সাবস্ক্রাইবার লুপ ইন্টারফেস কার্ড (৪ চ্যানেল কার্ড পিছু) সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৬৩,২৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ১৬ থেকে ১৮-এর জন্য ২৪.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৯) ১১২৪১৮১১; ডবল অ্যাক্টিং হাইড্রলিক শক অ্যাবসর্বার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২,০২,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৫.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২০) ০৮২৪১৬১৩এ; লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ১১০ ভোল্ট; ₹ ২,৪০,৩৪০। (২১) ১৫২৩৫১৭২বি;অ্যানেক্সার/এইচডিটিএল/ কেপিএ অনুসারে (রেফারেন্স স্পেসি. নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর /এম/সিএল/২০১৯) হেভি ডিউটি টার্নিং লেদ (টার্নকী ভিত্তিতে) সরবরাহ এবং সূচনা; ₹ ৬,৬০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ২০ ও ২১-এর জন্য ২৬.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২২) ০১২৪১৪৩১; ডেক্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,০৮,২৮০। (২৩) ০১২৪১৪৩২এ; ডেক্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,২৫,৭৪০। (২৪) ১৫২৪৫০৬৮; অ্যাডভান্সড ওয়েপনস সাইমালেটর-৬ লেন সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৫৯,০৮০। (২৫) ২০২৪১৮২৯; ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিডব্লু অ্যান্ড ৪৬০১ এজেড-এর জন্য আধুনিকীকৃত ফ্যান চেম্বার (৩.১৫ মিমি থিক প্লেট); ₹ ১,৫৮,৯৬০। (২৬) ২১২৪১২৪৯; কী বোল্ট নাট সমেত, স্প্রিং ওয়াশার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,০৯,৮৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ২২ থেকে ২৬-এর জন্য ৩০.০৯.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৭) ১১২৪১১২৩; ফ্ল্যাট বগির জন্য রাবার/মেটাল শিম; ₹ ১,৪৬,২৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৮) ২০২৪১০৩৬এ; ইএমইউ কোচসমূহের জন্য এসসিএইচএকেইউ-এর জন্য ড্র এবং বাফ গিয়ার; ₹ ২,১৬,৩৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৯) ২১২৪১০৫৭; উচ্চ ক্ষমতার ড্রাফ্ট গিয়ার ইত্যাদি; ₹ ৯,৪৩,৯৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৪.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩০) ১১২৪১৮০৩; আর্থিং রেজিস্টার; ₹ ১,০৮,৯৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৫.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩১) ১১২৪১০৩৭বি; বাফার প্লাঞ্জার-এর জন্য ফেস প্লেট সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ₹ ২,৫২,৮১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৬.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩২) ১১২৪১০২৫; ফিয়াট বগি সমেত সকল এলএইচবি কোচসমূহে ফিট করা প্রাইমারী ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ₹ ৪,৩৯,০৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৩.১০.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩৩) ১১২৪১০৪৯; লঙ্গিচুড সাইড ইত্যাদি; ₹ ১,৭৭,১০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৪.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩৪) ১১২৪১০১০; সাইড বেয়ারার ইত্যাদির জন্য ওয়্যারিং পিস সংগ্রহের কাজ; ₹ ৩,১৭,০৬০। (৩৫) ২১২৪১০১১এ; সাইড ফ্রেম কী ইত্যাদি; ₹ ৩,৮৭,৪৫০। (৩৬) ২১২৪১২৭৭; লোড সেন্সিং ডিভাইস ইত্যাদি; ₹ ২,২৩,৫৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ক্র. নং. ৩৪ থেকে ৩৬-এর জন্য ১৮.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩৭) ১১২৪১০৭৮; অ্যাক্সেল বক্স গাইড ইত্যাদির এনএফটিসি/ইউএইচএমডব্লুপিই প্যাকিং রিং-এর জন্য কিট সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,১৬,৬৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-38/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

জাতীয় অলিম্পেড প্রোগ্রাম ২০২৪-২৫

অ্যাস্ট্রোনমি, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জুনিয়র সায়েন্স-এ

প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স **(আইএপিটি)** দ্বারা পরিচালিত ২৩ এবং ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট জাতীয় মান পরীক্ষায় **(এনএসই'র)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) উপস্থিত হতে হবে।
২০২৫ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য এনএসই-তে যোগ্যতা হল প্রথম ধাপ।

নথিভুক্ত করতেঃ https://www.iapt.org.in
(২১ আগস্ট - ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)
বিস্তারিত জানতেঃ https://olympaids.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

CBC 48143/12/0006/2425

দেব হোল্ডিংস লিমিটেড

(CIN L67120WB1982PLCO32354)
১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯, নারায়ণতলা, পশ্চিম কলকাতা-৭০০০৫৯
ইমেলঃ Delhi.mercury@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর- ০১১-৪১৬৪০৬০৭

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে দেব হোল্ডিংস লিমিটেডের-এর ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে বিকাল ৪ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯, নারায়ণতলা, পশ্চিম কলকাতা-৭০০০৫৯ -এ অনুষ্ঠিত হবে, লেনদেন করতে হবে নিম্নলিখিত ব্যবসাঃ

সাধারণ ব্যবসা- ১. ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (একত্রীকৃত আর্থিক বিবৃতি সহ) গ্রহণ করা এবং তার উপর পরিচালনা পর্ষদের রিপোর্ট এবং অডিটরদের রিপোর্ট।
২. একজন পরিচালক নিয়োগের জন্য জনাব জোগিন্দর চৌধুরী (DIN: 08580765) যিনি ঘূর্ণন এবং যোগ্য হয়ে অবসর নেন, নিজেকে পুনরায় নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।
৩. কোম্পানির ডিরেক্টর মিঃ অমিত শর্মা (DIN: 08523558) কে নিয়োগ করতে, যিনি ঘূর্ণন এবং যোগ্য হয়ে অবসর গ্রহণ করেন, নিজেকে পুনরায় নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।
৪. অন্য ব্যবসা, যদি থাকে।

স্থানঃ নতুন দিল্লি
তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৪

বোর্ডের আদেশে
দেব হোল্ডিংস লিমিটেডের-এর জন্য
স্বা /-আশীষ কীর্তানিয়া
পুরো সময়ের পরিচালক
DIN : 01910967

নোট

১. বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য এনটাইটেলড একজন সদস্য উপস্থিত থাকার জন্য একজন প্রক্সি নিযুক্ত করার এবং নিজেরনিজের পরিবর্তে ভোট দেওয়ার জন্য এনটাইটেলড, এবং তার সাথে একজন প্রক্সি এনএমপি-এর সদস্য হবেন। কার্যকরী হওয়ার জন্য প্রক্সিগুলি অবশ্যই মিটিং শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার কম আগে কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত করা উচিত। একজন ব্যক্তি পঞ্চাশের বেশি না হওয়া সদস্যদের পক্ষে প্রক্সি হিসাবে কাজ করতে পারেন এবং কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের বেশি নয়। ভোটের অধিকার বহনকারী কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের বেশি ধারণকারী একজন সদস্য একজন একক ব্যক্তি প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে ব্যক্তিটি অন্য একজন প্রক্সি হিসেবে কাজ করবে না।
২. কর্পোরেট সদস্যরা যারা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সভায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের কোম্পানির কাছে বোর্ড রেজোলিউশনের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যা তাদের প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত থাকতে এবং তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেয়।
৩. শুধুমাত্র কোম্পানির প্রকৃত সদস্য যাদের নাম সদস্যদের / প্রক্সি হোল্ডারদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে, যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত বৈধ উপস্থিতি স্লিপ রয়েছে তাদের সভায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানি অ-সদস্যদের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৪. বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) স্থানে আপনার উপস্থিতি নিবন্ধন করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য, আমরা আপনাকে আপনার ফোলিও নম্বর / ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর / ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আনতে অনুরোধ করছি যাতে আমরা আপনাকে যথাযথভাবে উপস্থিতি দিতে সক্ষম করি। মিটিং এ আপনার স্বাক্ষর এবং অংশগ্রহণের জন্য স্লিপ।
৫. যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের সভায় উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র এই ধরনের যৌথ শেয়ার হোল্ডার যারা নামের ক্রম অনুসারে বেশি তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪০(১) এর বিধান অনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে কার্যকর, কোম্পানির শেয়ারের স্থানান্তর প্রক্রিয়া করা হবে না যদি না শেয়ারগুলি ধারণ করা হয় ডিপোজিটরি সহ ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্ম। তদনুসারে, ভৌত আকারে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের তাদের শেয়ারগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা অবাধে হস্তান্তর করতে এবং বিভিন্ন কর্পোরেট অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
৭. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে রেজিস্টারগুলি ছুটির দিন ব্যতীত **সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ১.০০ টা** পর্যন্ত ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। উল্লিখিত রেজিস্টারগুলি ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ থাকবে।
৮. বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ সহ ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশটি ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানিতে নিবন্ধিত, যদি না কোনও সদস্য তার একটি ফিজিক্যাল কপির জন্য অনুরোধ করেন। যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হচ্ছে। সদস্যরা দয়া করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.https://devholdingsltd.in-এও পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানিতে তাদের বৈধ ই-মেইল ঠিকানা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৯. কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।
১০. ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ ২৩,২০২৪ **সেপ্টেম্বর**।

নিপ্পন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড

(CIN L29193WB1983PLCO35760)
১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯, নারায়ণতলা, পশ্চিম কলকাতা-৭০০০৫৯
ইমেলঃ Delhi.mercury@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর- ০১১-৪১৬৪০৬০৭

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিপ্পন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেডের-এর ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১২.৩০** টায় কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা ১৯ /২০, ত্রিনাথ বিল্ডিং, জিসি-১৯, নারায়ণতলা, পশ্চিম কলকাতা-৭০০০৫৯ -এ অনুষ্ঠিত হবে, লেনদেন করতে হবে নিম্নলিখিত ব্যবসাঃ

সাধারণ ব্যবসা-
১. **৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে** নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট এবং সেই তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য লাভ ও ক্ষতির বিবৃতি এবং তার উপর পরিচালক এবং অডিটরদের রিপোর্ট গ্রহণ, বিবেচনা এবং গ্রহণ করা।
২. মিঃ রাধা কিশান গুপ্ত (DIN: 00087165) নিয়োগের জন্য, কোম্পানির পরিচালক, যিনি ঘূর্ণন এবং যোগ্য হয়ে অবসর গ্রহণ করেন, নিজেকে পুনরায় নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।
৩. অন্য ব্যবসা, যদি থাকে।

স্থানঃ নতুন দিল্লি
তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৪

বোর্ডের আদেশে
নিপ্পন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেডের-এর জন্য
স্বা / -সদাশিবন পোলাকান্দাথিল জনার্ধনন
পুরো সময়ের পরিচালক
DIN : 01910967

নোট

১. বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য এনটাইটেলড একজন সদস্য উপস্থিত থাকার জন্য একজন প্রক্সি নিযুক্ত করার এবং নিজেরনিজের পরিবর্তে ভোট দেওয়ার জন্য এনটাইটেলড, এবং তার সাথে একজন প্রক্সি এনএমপি-এর সদস্য হবেন। কার্যকরী হওয়ার জন্য প্রক্সিগুলি অবশ্যই মিটিং শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার কম আগে কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত করা উচিত। একজন ব্যক্তি পঞ্চাশের বেশি না হওয়া সদস্যদের পক্ষে প্রক্সি হিসাবে কাজ করতে পারেন এবং কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের বেশি নয়। ভোটের অধিকার বহনকারী কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের বেশি ধারণকারী একজন সদস্য একজন একক ব্যক্তি প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে ব্যক্তিটি অন্য একজন প্রক্সি হিসেবে কাজ করবে না।
২. কর্পোরেট সদস্যরা যারা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সভায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের কোম্পানির কাছে বোর্ড রেজোলিউশনের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যা তাদের প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত থাকতে এবং তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেয়।
৩. শুধুমাত্র কোম্পানির প্রকৃত সদস্য যাদের নাম সদস্যদের / প্রক্সি হোল্ডারদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে, যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত বৈধ উপস্থিতি স্লিপ রয়েছে তাদের সভায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানি অ-সদস্যদের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৪. বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) স্থানে আপনার উপস্থিতি নিবন্ধন করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য, আমরা আপনাকে আপনার ফোলিও নম্বর / ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর / ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আনতে অনুরোধ করছি যাতে আমরা আপনাকে যথাযথভাবে উপস্থিতি দিতে সক্ষম করি। মিটিং এ আপনার স্বাক্ষর এবং অংশগ্রহণের জন্য স্লিপ।
৫. যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের সভায় উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র এই ধরনের যৌথ শেয়ার হোল্ডার যারা নামের ক্রম অনুসারে বেশি তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪০(১) এর বিধান অনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে কার্যকর, কোম্পানির শেয়ারের স্থানান্তর প্রক্রিয়া করা হবে না যদি না শেয়ারগুলি ধারণ করা হয় ডিপোজিটরি সহ ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্ম। তদনুসারে, ভৌত আকারে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের তাদের শেয়ারগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা অবাধে হস্তান্তর করতে এবং বিভিন্ন কর্পোরেট অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
৭. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে রেজিস্টারগুলি ছুটির দিন ব্যতীত **সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ১.০০ টা** পর্যন্ত ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। উল্লিখিত রেজিস্টারগুলি ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ থাকবে।
৮. বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ সহ ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশটি ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানিতে নিবন্ধিত, যদি না কোনও সদস্য তার একটি ফিজিক্যাল কপির জন্য অনুরোধ করেন। যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হচ্ছে। সদস্যরা দয়া করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nipponcommercial.in-এও পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানিতে তাদের বৈধ ই-মেইল ঠিকানা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৯. কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত** (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।
১০. ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ ২৩,২০২৪ **সেপ্টেম্বর**।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : **(1)** Restoration of black top portion by paver block near CTI more on Salkia Chanditala Road during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,94,449/-**. **(2)** Emergent repairing and renovation of rear side dilapilated staircase with some other allied works at Old Collectorate Building, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.7,16,009/-**.

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_44/2024_2025. Tender ID : **2024_WBPWD_743723_1/2**. Bid Submission Start Date (online) : **04.09.2024** up to **10:00 A.M**. Bid Submission End Date (online) : **11.09.2024** up to **13.00 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

ম্যাথু ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ 'রাজকমল বিল্ডিং', ১২৮ রাসবিহারী এভিনিউ, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২৯
ইমেলঃ **mers.ltd@gmail.com,** ওয়েবসাইটঃ **www.mersl.co.in**
সিআইএনঃ এল৭৪৯১০ডব্লুবি১৯৯৪পিএলসি০৬৪৪৮৩

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ম্যাথু ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') এর মাধ্যমে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআ') (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখের ৮ই এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখের সাথে পড়া হয়েছে, সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং এসইবিআই সার্কুলার নং এসইবিআই/এচিও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি()২০২২/৬২ তারিখের ১৩ মে, ২০২২ ('এসইবিআই সার্কুলার') (এমসিএ সার্কুলার এবং এসইবিআই সার্কুলারকে সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়), কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। সদস্যরা ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

সার্কুলার মেনে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছর-এর বার্ষিক রিপোর্ট ('বার্ষিক রিপোর্ট') সহ এজিএম নোটিশ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত। / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী ('ডিপি')। ২৩শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সকল সদস্যদের এজিএম নোটিশের ইমেল করা সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন শেয়ারহোল্ডারদের কাছে কোন ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না। উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.mersl.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় (এনএসডিএল), অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com, এজিএম-এর জন্য ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত সংস্থা। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের জন্য নির্দেশাবলী, সভা চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুবিধা এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা সরবরাহ করা হচ্ছে। আইন এবং বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ রয়েছে নিম্নরূপ-

(ক) সদস্য(দের) ভোটাধিকার তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ সোমবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ। একজন ব্যক্তি যার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ সোমবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুধুমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিংই / ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে।
(খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার (সকাল ৯.০০টায়) এ শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার (বিকেল ৫.০০টায়) এ শেষ হবে ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় হবে তারপরে, এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, (বিকেল ৫.০০টায়) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্যদের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।
(গ) সদস্যদের এজিএমে ই-ভোটিং করার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং যে সদস্যরা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করছেন এবং যারা ইতিমধ্যেই এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হবে না, এজিএমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
(ঘ) যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতেঅংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তারা এজিএম-এ আবার ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।
(ঙ) এজিএম চলাকালীন এজিএম/ই-ভোটিং এর আগে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের অংশ তৈরি করা নোটগুলিতে দেওয়া হয়েছে।
(চ) এজিএমের দিনে ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত যেকোন অভিযোগের জন্য যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে তার বিশদ বিবরণ সেই ব্যক্তিই হবেন যা এজিএম নোটিশের রিমোট ই-ভোটিং বিভাগের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর ধারা অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩, ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কোম্পানির উল্লিখিত এজিএম-এর জন্য, ২০২৪ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত)।

- যে সদস্যদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত / আপডেট করা হয়নি তাদের আপনার লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে-
- ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী / সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস ট্রান্সফার এজেন্টকে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপির বিবরণ দিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন / আপডেট করতে পারেন। (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) atmcssta@rediffmail.com
- ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী / সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করতে পারে। যথাযথ যাচাইকরণের পরে, আরটিএ আপনার ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্রগুলি আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ফরোয়ার্ড করবে।
  আমি বিকল্পভাবে, সদস্যরা এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথি সরবরাহ করে ই-ভোটিং-এর জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ'র) এবং শেয়য়রহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেনঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ বা amitv@nsdl.co.in / ০২২-২৪৯৯৪৩৬০-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিঃ অমিত বিশালের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান বা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ যোগাযোগ করুন বা ই-এনএসডিএল-এ মেইল পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
ম্যাথু এসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাজশ্রী মুন্দ্রা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৪

Press Notice

e-Tender is hereby invited by the Executive officer, Barabazar Panchayat Samity, Dist- Purulia vide NIeT No. 05/BZR/PS of 2024-25/Sl no.01 to Sl no.03 dated. 28.08.2024 for 03 nos scheme bearing Tender Id: 2024_DM_740048_1 to 3 under 15th CFC_2023-24 fund. Online bid submission commences on and from 28.08.2024 at 06:00 Hours (As per server clock) and will end on 06.09.2024 at 11:30 Hours (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website wbtenders.gov.in

Sd/- B Chatterjee
Executive Officer
Barabazar Pandyar Samity
P.O.-Barabhum, Dist-Purulia

পাবলিক নোটিশ

সর্বসাধারণের জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্ট মেসার্স. প্রফেক্টাস প্রাইভেট লিমিটেড, সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তলা, ৫/১, মুজাফ্ফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০১৬ (ঋণদাতা/বন্ধক)-এ তার কার্যালয় থাকা জনাব গৌতম বেরা এবং মিসেস মনোরমা বেরা (ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধক) এই শর্তে যে মর্টগেজার সম্পত্তিটি বন্ধক রাখবে বিশেষভাবে এখানে লিখিত তফসিলে বর্ণিত (বক্ত সম্পত্তি)।
বন্ধকী শ্রী গৌতম বেরা আমার ক্লায়েন্টকে নিশ্চিত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এডিএসআর কন্টাই অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে উল্লিখিত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধকের মালিকানাধীন এবং দখলে রয়েছে।
মর্টগাগর আমার ক্লায়েন্টকে আরও নিশ্চিত করেছে, ঘোষণা করেছে এবং আশ্বস্ত করেছে যে উল্লিখিত সম্পত্তি কোনও বন্ধক, ইজারা, ঋণ, জামিন, ক্ষতি, উত্তরাধিকার, সংরক্ষণ, অধিগ্রহণ, রিকুইজিশন বা অন্যথায় যেভাবেই হোক এবং সমস্ত দায়মুক্তির সাথে জড়িত নয় এবং এটি পরিষ্কার এবং বিপণনযোগ্য। শিরোনাম এবং উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধকী এবং ডিল করার একচেটিয়া অধিকার।
তাই কোন ব্যক্তি(দের) উক্ত সম্পত্তি বা তার কোন অংশের ব্যাপারে বিক্রয়, উপহার, ইজারা, উত্তরাধিকার, বিনিময়, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, ট্রাস্ট, উপকারী স্বার্থ, দখলের মাধ্যমে কোন অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ বা দাবি ইজমেন্ট, টেন্যান্সি, সাব-টেনেন্সি, লাইসেন্স, হাইপোথিকেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, অর্ডার, ডিক্রি, অ্যাওয়ার্ড অ্যাটাচমেন্ট বা অন্যথায় যেকোন কিছুর জন্য ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরিত ঠিকানায় সমর্থনকারী নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে হবে এই তারিখে, ব্যর্থ হলে আমার ক্লায়েন্ট এই ধরনের দাবির কোনও উল্লেখ ছাড়াই ঋণ বিতরণ করতে এগিয়ে যাবে এবং একই, যদি থাকে, তা মওকুফ করা হয়েছে এবং বা পরিত্যক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

সময়সূচী

প্রায় ২৫ সাতক পরিমাপের সমস্ত জমি দাগ নং-এ গঠিত কাঠামো সহ ৩৫.১৫৭ সাতকের মধ্যে ৩৯৮ এবং ৩৯৯ কিন্তু শারীরিক পরিমাপ ৩৫.১৬ সাতক আর.এস.-এর অংশ দাগ নং. ৩৪৯, ৩৫০ এবং ৩৫১ এল.আর.- এর সাথে সম্পর্কিত। দাগ নং. এল.আর.-এর অধীনে ৩৯৭, ৩৯৮ এবং ৩৯৯ খতিয়ান নং। ৩৯৯ এবং ৪০০, হামিরমহল মৌজায় নতুন এল.আর. খতিয়ান নং. ৬২৭, কাঁথি থানার অধীনে জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের দুলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায়।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
নিক্কো হাউজ, ৪র্থ তল, ২, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল আইডিঃ supriyobasu.11p@gmail.com, Partho.adhikary@sbalaw.in, somen.paul@sbalaw.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online two part Bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/261
Name of work **: Supply & delivery of LED street light fitting at Mohan Chand Road, Jagannath Sarkar Lane and other places in Ward No.76.** Estimated Amount : **Rs.1,97,597.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/262
Name of work **: Engagement of Gang with Vehicle, Man and Tools & Tackles for removing & dressing of OFC drawn on KMC Street Light Poles.** Estimated Amount **: Open Quotation.** Earnest Money **: Rs.7,300.00.** Period of Completion **: 122 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 13.09.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender (Technical) Opening Date **: 13.09.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **03.09.2024 from 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** For full and further details, please visit the Website **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/260
Name of work **: Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.84 under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,94,240.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/263
Name of work **: Repairing of street lighting system at Panditiya Road & surrounding areas in Ward No.85 under Br.-VIII.** Estimated Amount **: Rs.2,65,943.00.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.09.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** Bid opening date for technical proposal on **14.09.2024 at 6.30 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.3 & 4).**

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/265
Name of work **: Repairing of bustee lighting system at Boinchtalla Bustee and different places in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount **: Rs.1,49,930.46.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 13.09.2024 at 12.30 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals **: 14.09.2024 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 3 to 5).**

The **Ex. Engineer (Elec) Lighting/Zone-II, KMC** invites E-Tender by two Bid system for the following works :-

1. NIT No. : LTG/81/54/VI/Z-II/24-25
Name of work **: Renovation of lighting arrangement and other allied works at Sir Syed Ahmed Road, Mufidul Islam Lane and other various bustee in Ward No.54.** Estimated Amount **: Rs.1,96,924.35.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

2. NIT No. : LTG/82/61/VI/Z-II/24-25
Name of work **: Renovation of lighting arrangement and other allied works at A.J.C. Bose Road and other various bustee in Ward No.61.** Estimated Amount **: Rs.1,97,596.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 12 days (for Sl.No. 1 & 2).** Last date and time of Submission of Bid **: 12.09.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : LTG/87/55/VI/Z-II/24-25
Name of work **: Renovation and improvement of lighting arrangement with other allied works at Chatubabu Lane, Bechulal Road and other various bustee in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.2,80,226.52.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of Submission of Bid **: 17.09.2024 upto 4 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 at 4 p.m.**

4. NIT No. : KMC/LTG/56/WD26/IV/ZII/24-25
Name of work **: Improvement of lighting arrangement at W.C. Banerjee Street and different others streets in Ward No.26 under Br.-IV, KMC.** Estimated Amount **: Rs.4,98,876.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last date and time of Submission of Bid (online) **: 19.09.2024 upto 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 at 2 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (Electrical) Lighting, Zone-IV, KMC** invites e-tender online, percentage rate two Bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/105/24-25
Name of work **: Installation of Two Nos Mini Must at P.G.M Shah Road, Golf Club Road in Ward No.94, Borough-X.** Estimated Amount **: Rs.2,32,572.70.** Earnest Money **: Rs.4,800.00.** Period of Completion **: 30 days.**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/104/24-25
Name of work **: Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.94 under Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.4,97,074.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 365 days.** Last Date and time of submission of Bid **: 16.09.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other detials are available on and from **03.09.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

514/ 24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

পুজোর আগে শুধু বরফেই হয়ে উঠুন ঝকঝকে! আইস স্কিনকেয়ার কিন্তু দারুণ উপকার দেবে

পুজোর বেশিদিন বাকি নেই। ইতিমধ্যেই আকাশে-বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু

অফিসে কাজের চাপে চোখে-মুখে শুধুই ক্লান্তি। ত্বকের অবস্থা খুবই খারাপ। এরকম চেহারা নিয়ে কি আর পুজোর সাজ জমবে? চিন্তা নেই। আজ থেকেই শুরু করে দিন রূপচর্চা। চড়া রোদে ত্বক পুড়ে কালো ছোপ? অনিদ্রার জন্য চোখের তলায় কালি? হাজার ক্রিম মাখলেও ত্বক ফ্রেশ দেখায় না! খুব সহজেই এবার দূর হবে ত্বকের এসব সমস্যা। যার জন্য লাগবে শুধু এক টুকরো বরফ। কী করে?

চোখের চারপাশে ডার্ক সার্কেল দূর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল বরফ। শশার রস মিশিয়ে বরফ তৈরি করুন তারপর তা চোখের চারপাশে লাগান। কিংবা অ্যালোভেরা দিয়ে বরফ তৈরি করে সেটাও মুখে মাখতে পারেন।ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে বরফ। তার সাথে রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং মুখের ছিদ্রগুলিকে হ্রাস করে বরফ। তাই দিন শেষে বাড়িতে ফিরে প্রথমেই ফেশওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তার পর মুখের ত্বকে বরফ লাগিয়ে দিন। দেখবেন ফ্রেশনেশ বজায় থাকবে। ব্রণর মত একাধিক ত্বকের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে বরফ। প্রভাবিত এলাকায় বরফ লাগালে সেখানের সংক্রমণও হ্রাস হয়ে যায়। ত্বকে জেল্লা ফেরানোর সহজ উপাদান হল বরফ। দুধ দিয়ে তৈরি বরফ ত্বকে প্রয়োগ করতে পারেন। দেখবেন এতে চটজলদি ত্বকের জেল্লা ফিরবে। ট্যান দূর হবে। খেয়াল রাখুন-

আপনার যদি ঠান্ডা লাগার ধাত থাকে, তাহলে কিন্তু এসব থেকে দূরেই থাকুন। নার্ভের কোনও সমস্যা থাকলেও, এই ধরনের রূপচর্চা থেকে দূরে থাকুন। প্রয়োজনে চিকিসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। এই টোটকা ভুলেও রাতে করবেন না। এমনকী, বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়েই এই রূপচর্চা করার চেষ্টা করুন।

ত্বকের পুষ্টি জোগানো দরকার ম্যাজিক টনিক

৩০ বছর পেরনোর পর ত্বকের যত্ন না নিতে হয়। তা না পারলে তার ফল ভোগ করতে হবে। চল্লিশ পেরলেই জেল্লা হারানোর পাশাপাশি কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখে, মেচেতার দাগ পড়ার মতো নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকেই অবশ্য এর জন্য স্কিন ট্রিটমেন্ট বা বাজার চলতি প্রসাধনী দ্রব্য বেছে নেন। তবে শুধু ক্রিম মাখলেই হবে না! বরং ভিতর থেকে ত্বকের পুষ্টি জোগানো দরকার। চল্লিশ পেরলেও যাতে না চালশে পড়ে! দেখে নিন কি করলে আপনার ভালো হবে-

১) দুধ এক্ষেত্রে খুব উপকারী। দুধে প্রোটিন ও ক্যালশিয়াম থাকায় ত্বক ভাল থাকে। তবে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকলে না খাওয়াই ভালো। সে ক্ষেত্রে নিয়ম করে সয়া মিল্ক খেতে পারেন। ত্বকে বলিরেখা পড়বে না। এছাড়া ত্বকের উজ্জ্বলতাও বজায় থাকবে।

২) ত্বক ভালো রাখতে গ্রিন টি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। পুষ্টিবিদদের মতে, দুধ-চা বা দুধ-কফি না খেয়ে দিনে অন্তত একবার বা দুবার গ্রিন টি-তে চুমুক দিন। এর মধ্যে আছে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট যা শরীরকে ভিতর থেকে সতেজ রাখে ও বলিরেখা পড়তে দেয় না ত্বকে।

৩) গাজর চোখের দৃষ্টি বাড়াতে সাহায্য করে। গাজরের রস নিয়মিত খেলে ত্বক ভালো থাকে। এছাড়া বেদানা, তরমুজের জুসও খুব ভালো।

৪) টম্যাটোর রস বা টম্যাটোর স্যুপও খুব উপকারী। টম্যাটোতে আছে লাইকোপিন নামে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট যা তারুণ্য ধরে রাখতে সহায়তা করবে। তাছাড়া ভিটামিন এ, কে ও সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

৫) দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন আঙুরের রস। আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও পটাশিয়াম আছে, যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ত্বকে দাগছোপ, বলিরেখা পড়তে দেয় না। পাশাপাশি সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি থেকেও ত্বকে বাঁচায়।

৬) আর রোজ সকালে যদি উষ্ণ গরম জলে লেবু-মধু মিশিয়ে খেতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই!

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় ট্রেনে গুলিতে নিহত ৪

২ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় যাত্রীবাহী ট্রেনে গোলাগুলিতে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী হিসেবে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার ভোরে তারা জরুরি ৯১১ নম্বরে ফোন পান। ফোন পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ফরেস্ট পার্ক স্টেশনে যায় এবং চারজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেউডের লয়োলা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরে তিনি মারা যান বলে পুলিশের ওই বিবৃতিতে জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হামলার ঘটনা নিয়মিতই ঘটে। দেশটিতে মানুষের তুলনায় আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা বেশি। গতকালের সোমবারের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ সন্দেহভাজন একজন বন্দুকধারীকে শনাক্ত করে এবং পরে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে এ ঘটনায় জ।তি সংেদহে গ্রেপ্তার করার কথা জানায়। পুলিশের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ মনে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। জনজীবনের ওপর আপাতত কোনো হুমকি নেই।’ পুলিশ কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার চিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘ ভয়াবহ পরিস্থিতি। নিশ্চিতভাবেই এমন কোনো ঘটনা শুনে আপনি ঘুম থেকে উঠতে চাইবেন না। এটা সোমবার ছুটির দিনের সকাল।’ প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে লেবার ডে পালন করা হয়। এদিন পুরো দেশে সাধারণ ছুটি থাকে।

ইয়াগির তাণ্ডব, ফিলিপিন্সে ভয়ংকর ঝড়ের জেরে বন্যা ও ভূমিধস

৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভয়ংকর ঝড়ের জেরে বিপর্যস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপিন্স। ইয়াগি নামের এই ঝড়ের কারণে প্রবল বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসের ফলে সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নদী তিরবর্তী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। দেশের আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ চিন সাগর থেকে দেশটির উত্তরাংশে ৭৫ কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়ে এই ঝড়। যার সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। ঝড়ের পাশাপাশি প্রবল বৃষ্টির কারণে প্লাবিত হয় একাধিক নদী। কার্যত জলের নিচে চলে যায় গোটা একাধিক এলাকা। জায়গায় জায়গায় ভূমিধস ও বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। বিপর্যয়ের জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঝড়ের জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের উত্তর ও মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি। পর্যটকদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় শহর অ্যান্টি পোলোতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ম্যানিলা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বাড়ি ভেঙে এক গর্ভবতী মহিলা-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে ধ্বস নেমে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪ গ্রামবাসী এখনও নিখোঁজ। দুর্যোগের জেরে ৩৪টি আন্তর্জাতিক ও ডোমেস্টিক বিমান চলাচল বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে সব স্কুল কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠান। মানুষজনকে উদ্ধার করতে কোমর বেঁধে নেমেছে উদ্ধারকারী দল।

ঝড়ের কারণে কামিল্লার ম্যানিলা উপসাগরে নোঙর করা দুটি জাহাজের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়। যার জেরে জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন ১৭ জন ক্রু মেম্বার। তাঁদের মধ্যে এক জন নিখোঁজ বাকিরা সাঁতরে পাড়ে উঠে আসেন। উল্লেখ্য, অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ফিলিপিন্স। প্রতিবছর অন্তত ২০টি ঝড় আঘাত হানে এই দেশে।

চুলের যত্ন নিতে গিয়ে আমরা প্রায়ই অসচেতনতার বশে কিছু ভুল করে থাকি

চুলের যত্ন নিতে গিয়ে আমরা প্রায়ই অসচেতনতার বশে কিছু ভুল করে থাকি। এর প্রভাবে চুলের স্বাস্থ্য, স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। চুলের গোড়া দুর্বল হয় পড়ে। ভেঙে যায়। কী সেই অভ্যাসগুলো? জেনে নিন-

১. কন্ডিশনার ব্যবহার না করা- হ্যাঁ, এটা আমরা অনেকেই ভুল করি। আমাদের চুলের সুস্বাস্থ্যের জন্য তেল প্রয়োজন। শ্যাম্পু দেয়ার পর সেই তেল বেরিয়ে যায়। কন্ডিশনার মাখলে চুলে সেই তেল ফিরে আসে। প্রতিবার শ্যাম্পু দিয়ে কন্ডিশনার মাখতে ভুলবেন না।

২. ভেজা চুল ঘষে ঘষে মোছা- চুল ভেজা অবস্থায় ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলে চুলের ক্ষতি হয়। এককথায়, চুলের সঙ্গে কোন ধরনের জোরজবরদস্তি করা যাবে না। বরং তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে পানি বের করলে চুল সুস্থ থাকে।

৩. ভেজা চুল আঁচড়ানো-ভেজা চুল আঁচড়ালে ক্ষতি হয়। পারলে চুল শুকিয়ে যাওয়ার পর মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো যেতে পারে।

চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমাতে যাবেন না।

৪. ব্লো ড্রায়ার বা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো-ব্লো ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো উচিত নয়। যদি নিতান্তই তা করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে কম উষ্ণতায় দ্রুত সময়ের মধ্যে চুল শুকিয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবারের বেশি ব্লো ড্রায়ার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

৫. চুল শক্ত করে বাঁধা-খুব শক্ত করে চুল বাঁধলে, বেণি করলে টানের কারণেও চুল প।তে পারে।

৬. ভেজা চুলে ঘুমানো-ভেজা অবস্থায় চুল দুর্বল থাকে। ভেজা ত্বক ও ভেজা চুলের গোড়ায় ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। ভেজা চুলে ঘুমালে মাথার ত্বকে প্রদাহ হতে পারে। খুশকির সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৭. পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া-খাদ্যাভ্যাস চুলের বৃদ্ধিতে ব। ভূমিকা রাখে। শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করুন। আমিষ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার চুলকে মজবুত করে এবং দ্রুত বা।তে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত পানি পান করাও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ত্বককে ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা হচ্ছে পাউডার

এই গরমে ঘামাচি প্রতিরোধে পাউডার আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দেশের বাজারে ট্যালকম পাউডার আসার পর থেকেই মানুষ এটি ব্যবহার করছে বিভিন্নভাবে। শরীর ঠান্ডা রাখতে, ত্বক ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সুগন্ধি হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে পাউডার। তবে অতিরিক্ত পাউডারের ব্যবহার এবং সময় বুঝে ব্যবহার না করলে পাউডারে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। প্রচণ্ড গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি। দেশের বাজারে এখন বিভিন্ন ধরনের পাউডার পাওয়া গেলেও মূলত ট্যালকম ও ডিওডোরেন্ট পাউডার বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ট্যালকম পাউডার, যা মূলত ঘাম প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ডিওডোরেন্ট পাউডার পারফিউমের কাজ করে থাকে। তবে অনেকের মনে সন্দেহ থাকে যে ডিওডোরেন্ট পাউডার ব্যবহারে হয়তো ট্যালকম পাউডারের মতো উপকার পাওয়া যায় না। এ ধারণা ভুল প্রমাণ করে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের অধ্যাপক সৈযদ আফজালুল করিম বলেন, ‘ দুই ধরনের পাউডারের মধ্যে পার্থক্য একটাই, ডিওডোরেন্ট পাউডারে অতিরিক্ত কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মূল উপাদান একই থাকে। তবে কোনো কোনো ডিওডোরেন্ট পাউডার ব্যবহারে অনেক সময় চুলকানি হতে পারে। যে পাউডার আপনার ত্বকের চুলকানির কারণ হতে পারে, তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ভালো।’ প্রথমত, আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি ঘাম থেকে বাঁচতে। কারণ, ঘাম থেকে অনেক সময় শরীরে ঘামাচি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শরীরের বিভিন্ন জায়গার ঘর্ষণ কমাতে আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আরামদায়ক অনুভূতির জন্য আমরা বিভিন্ন রকম পাউডার ব্যবহার করে থাকি। বড়দের জন্য ব্যবহৃত পাউডার শিশুদের হিতে বিপরীত হতে পারে। শিশুদের জন্য বেবি পাউডারগুলো ব্যবহার করা উত্তম।

ভেনেজুয়েলায় বিরোধী নেতা গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা এডমান্ডো গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ওই দেশের একটি আদালত। ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে। গত জুলাই মাসে ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে জয়ী ঘোষণা করে দেশের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। তবে বিরোধীরা এই ফলাফল মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা দাবি করে, নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী গঞ্জালেজ জয়ী হয়েছেন। এখন গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো। তাঁর বিরুদ্ধে উসকানির অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার একটি ছবি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে পাঠিয়েছেন ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক সাব। বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে বিরোধীদের ওপর দমন-নিপী।ন চালাচ্ছে মাদুরোর সরকার। এর মধ্যে গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। ২৮ জুলাইয়ের

নির্বাচনে মাদুরো অর্ধেকের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বলে জানায় ভেনেজুয়েলার জাতীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। একই মত দেশটির শীর্ষ আদালতের। তবে বিরোধীদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এই নির্বাচনে গঞ্জালেজ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। ভেনেজুয়েলার বিরোধী দল, কিছু পশ্চিমা দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বলেছে, লাতিন আমেরিকার দেশটিতে ভোট স্বচ্ছ হয়নি। কেউ কেউ ভোটের ফলাফলে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে। বিভিন্ন মহল ভোটের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফলাফল প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। দেশটির বিরোধী নেতা মারিয়া কারিনা মাচাদোর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। একই সঙ্গে বিরোধীদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভোটের পূর্ণাঙ্গ ফলাফলও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনের পর থেকে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা-কর্মীসহ বিক্ষোভকারীদের আটক-গ্রেপ্তার করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। ধরপাক। এখনো অব্যাহত। ভেনেজুয়েলার বিতর্কিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংস বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৪০০ জনকে। বিরোধী নেতা গঞ্জালেজের এক মুখপাত্র বলেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কোনো অনুলিপি তাঁরা এখনো হাতে পাননি। এর বেশি কিছু তিনি বলেননি। বিরোধীরা শুরু থেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

শ্রীনগরের এলাহি বাগে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

শ্রীনগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রীনগরের এলাহি বাগ এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মা-ছেলে দু’জন আহত হয়েছেন। উভয়ের বাড়ি পঞ্জাবে। মঙ্গলবার সকালে এই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে দুই পঞ্জাবের বাসিন্দা আহত হযেছেন। আহতরা হলেন, পঞ্জাবের বাসিন্দা সারওয়া দেব ও তাঁর ছেলে রাকেশ কুমার। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পরই এলাকায় পৌঁছয় দমকল। মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

কোকরাঝাড় পাবে একটি নয়া কনভেনশন সেন্টার

কোকরাঝাড় (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ‘ টেরিটরিয়াল রিজিওন’ (বিটিআর)-এর পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার কোকরাঝাড়ের অবস্থিত বিটিসি সচিবালয়ে একটি নতুন ৩০০ আসন-বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম কাম কনভেনশন সেন্টারের শিলান্যাস করেছেন ‘ টেরিটরিয়াল কাউন্সিল’ (বিটিসি)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) প্রমোদ বড়ো। শিলন্যাস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো নতুন এই সুবিধার রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, অত্যাধুনিক অডিটোরিয়ামটির কাজ সম্পর্ণ হয়ে গেলে এটা বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অনুষ্ঠানের জন্য ।

সরভোগ ও বরপেটা রোডের মধ্যে ডাবল লাইন সেকশন চালু

মালিগাঁও, ৩সেপ্টেম্বর ঃ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সরভোগ ও বরপেটা রোড স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইন সেকশনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন করেন কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)। এই পরিদর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা শুরু হওয়ার পূর্বে এই সেকশনে নতুন করে নির্মাণ করা রেলওয়ে পরিকাঠামোর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও পরিচালন দক্ষতা নিশ্চিত করা। রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ১৪২.৯৭ কিমি ডাবল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো সরভোগ ও বরপেটা রোড সেকশনের কাজ। সরভোগ ও বরপেটা রোডের মধ্যে প্রশস্ততা ০৬.২২ কিমি।এই প্রকল্পে ৩১৯.৯ মিটার স্প্যানের ১টি মেজর ব্রিজ রয়েছে।সেকশনটিতে ০১টি কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট রয়েছে।দ্বিতীয় লাইনটি বৈদ্যুতিকীকরণের সাথে চালু করা হয়েছে। কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) সেকশনটির রেলওয়ে ব্রিজ, ট্র্যাক ফিটিংস, পি-ওয়ে অ্যাসেট, ইলেকট্রনিক ইঃটার-লকিং, রিলে রুম এবং লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করেন এবং ট্রেন পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের প্রস্তুতিও পরীক্ষা করেন। নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া ডাবলিং প্রকল্পের ১৪২.৯৭কিমি-এর মধ্যে ইতিমধ্যে ১০৮.৬৮ কিমি চালু করা হয়েছে।এর পূর্বে নিউ বঙাইগাঁও থেকে বিজনির মধ্যে ১৭.৫৩ কিমি সেকশন, পাঠশালা থেকে নলবাড়ির মধ্যে ২৬.৯১ কিমি সেকশন, বিজনি থেকে সরভোগের মধ্যে ১৮.৯৯ কিমি সেকশন, চাংসারি থেকে আগিয়াঠুরির মধ্যে ৭.৪৮ কিমি সেকশন, বাইহাটা থেকে চাংসারির মধ্যে ১০.১৫ কিমি সেকশন ও বরপেটা রোড থেকে পাঠশালার মধ্যে ২১.৪০ কিমি সেকশনযথাক্রমে ৩০ আগস্ট, ২০২২, ২৪ মে, ১৩ জুন, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩, ২০ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩ জুন, ২০২৪ তারিখে চালু করা হয়েছে।এছাড়াও, আজ সরভোগ ও বরপেটা রোডের মধ্যে ০৬.২২ কিমি চালু করা হয়। বর্তমানে নলবাড়ি থেকে বাইহাটা সেকশনের ৩১.৮২৮ কিমি-এর মধ্যে দ্বৈতকরণের কাজ অগ্রগতির পথে রয়েছে। সমগ্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ক্রসিঙের সময় যথেষ্ট হ্রাস হবে, ফলে আঞ্চলিক ট্রেন চলাচলের সংযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটবে।নতুন করে স্থাপিত দ্বিতীয় লাইনটি নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া রুট দিয়ে আরও অধিক পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : 126109WB1946P1C013294

রেজি. অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ভারত। টেলিফোনঃ (৯১)(৩৩) ২২৫৪-৩১০০ ফ্যাক্স (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১৩০। ইমেলঃ cosec@hngil.com । ওয়েবসাইটঃ www.hngil.com

৭৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘AGM’) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের মাধ্যমে **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.০০** এ (IST) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে (‘ভিসি /ওএভিএম’) সুবিধা এই বিষয়ে সময়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সার্কুলার) দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে, এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৭৮ তম এজিএম আহ্বানকারী নোটিশের বৈদ্যুতিন অনুলিপি সদস্যদের কাছে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) সাথে নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হবে। কোম্পানি যথাসময়ে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hngil.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন BSE লিমিটেড www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এ উপলব্ধ করা হবে এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com। যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের একই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

- তাদের ডিপিগুলির সাথে, শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং
- আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমডিপিএল) এর সাথে, শেয়ারগুলি প্রকৃত আকারে ধারণ করা হলে, সদস্যদের RTA-এর ওয়েবসাইট https:\\ mdpl.in-এ দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের প্যান, ব্যাঙ্কের বিবরণ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, মনোনীত বিবরণ, ইমেল-আইডি এবং ঠিকানা আপডেট করার জন্য ISR1, ISR2 এবং ISR3/ SH 13 /SH14 ফর্মটি পূরণ করুন। সদস্যদের আরটিএ-এর অফিসে ২৩, আরএন-মুখার্জি রোড, ৫ ম তলা, কলকাতা ৭০০০০১এ নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এবং সেখানে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ। ৭৮তম এজিএমের নোটিশের সাথে একটি ইমেল রেজিস্ট্রেশন-কাম-সম্মতি ফর্মও সংযুক্ত করা হবে। আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিস লিমিটেডের ই- ভোটিং পরিষেবাগুলি গ্রহণ করবে যাতে তার সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়।

সদস্যরা ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে পারবেন এবং সমস্ত ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন **শুক্রবার, ২৭ ই সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ (IST) থেকে শুরু হয় এবং ২৯ **সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ **রবিবার বিকেল** ৫.০০ এ শেষ হয়। (১IST)। দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫.০০ এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য অক্ষম করা হবে। **২৯ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে। এজিএমের সময়ও ই- ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট(গুলি) দেননি তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

এজিএমে উপস্থিত থাকার এবং এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-(জিত রায়চৌধুরী)
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Name Change

I,ARCHANA GAYEN,WIFE OF RAJ KUMAR MONDAL, RESIDING AT RUDRAPUR,MALIKPUR,DUTTAPUKUR, NORTH24PARGANAS - 700126,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARCHANA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024.THAT ARCHANA GAYEN AND ARCHANA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRAVAT DUTTA,S/O RABIRAM DUTTA,R/O VILL-JAGALGORI,PO-BETAI,PS-AMTA,HOWRAW RURAL-711401,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAT DUTTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024,THAT PRAVAT DUTTA AND PRABHAT DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) ANAWAR HOSSEN SEKH S/o- AZIZUL SK, Residing at, Vill- Shrirampur, Post- Shrirampur, Ps-Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANAWAR HOSSEN SEKH To ANAWAR HOSSEN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANAWAR HOSSEN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, ANAWAR HOSSEN SK and ANAWAR HOSSEN SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AZIZUL SEKH S/o-UMMAR SK, Residing at, Vill- Shrirampur, Post- Shrirampur, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AZIZUL SEKH To AZIZUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AZIZUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, AZIZUL SK and ANAWAR HOSSEN SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) OSHENUR BIBI W/o-MD SAIFUDDIN, Residing at, Vill-Asanpara Paschim, Post- Diyar Shyampur, Ps- Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from OSHENUR BIBI To OSENUR BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) OSENUR BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, OSENUR BIBI and OSHENUR BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AMINUL SK S/o- NAJRUL SEKH, Residing at, Vill- Nichu diha, Post- Mukundapur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMINUL SK To AMINUL SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMINUL SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, AMINUL SEKH and AMINUL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Farida Begum W/o. Md Reajuddin Ali R/o. Kanksa Mollapara, P.O.- Panagarh Bazar, P.S.- Kanksa, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin- 713148 shall henceforth be known as Farida Begam. I delcare that Farida Begam and Farida Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-09-2024.

Name Change

I, Subhradip Majumdar S/o. Ashok Majumdar R/o. 3A, Satyen Roy Road, Near Natun Dal Club, P.O. + P.S. - Behala, Kolkata- 700034 shall henceforth be known as Suvradip Majumdar.I delcare that Suvradip Majumdar and Subhradip Majumdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-09-2024.

Name Change

I, Sk. Nooruddin S/o Nabi Bux resident of 39B, North Range, Under the Jurisdiction of Beniapukur Police Station, Kolkata – 700017 decalre that in passport no. K1226079 my name has been recorded as Shaikh Nuruddin instead of Sk. Nooruddin as mentioned in my Aadhaar Card and PAN Card , my father's Name has been recorded as Nabi Buksh Shaikh instead of my father's original Name Nabi Bux as mentioned in his Aadhaar Card and PAN Card and my wife's name has been recorded as Parvin Begum in place my wife's Original Name Parveen Begum. That Shaikh Nuruddin and Sk Nooruddin both are same and one identical person i.e. myself and Nabi Buksh Shaikh and Nabi Bux both are same one identical person i.e.my father and Parvin Begum and Paveen Begum both are same and one identical person i.e., my wife vide affidavit no 8390 dated 02.09.2024 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah

Name Change

I DOLA MAHANTA,W/O SUBHAS CHANDRA MAHANTA ,R/O 25,R.K BANERJEE SARANI,M G COLNY, BHADRESWAR ,CHANDANNAGAR-712139, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOLA MAHANTA BAISNAB,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST J.M ALIPORE ON 23/08/2024, THAT DOLA MAHANTA BAISNAB AND DOLA MAHANTA BAISNAB ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON AFFIDAVIT NO 3263

Name Change

I SUMON MONDAL, S/O MONGAL CHANDRA MONDAL, R/O BA-52, PRAFULLAKANAN, RAJARHAT GOPALPUR, KESTOPUR, BIDHANNAGAR, PS BAGUIATI, PIN-700101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT SUMAN MONDAL AND SUMON MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHON NUNIA, S/O RAM RATAN NUNIA, R/O SARBAPALLY, NONA CHANDAN PUKUR, JAFFARPUR (CT), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700122, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAN NUNIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT MOHAN NUNIA AND MOHON NUNIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I APARNA KARMAKAR, D/O SUSHIL KARMAKAR, W/O TULSIDAS KABIRAJ, R/O MONDALPARA, RAJPUR SONARPUR (M), SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PS SONARPUR, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA KABIRAJ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT APARNA KARMAKAR AND APARNA KABIRAJ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SANTU MONDAL, S/O ABDUL MOTALEB MONDAL, R/O GOPINATHPUR, GHONZA, PS GOPAL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTU MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT MOHAMMAD SANTU MONDAL AND SANTU MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,YEASIN MONDAL,SON OF SK NURUL HUDA, RESIDING AT NIALA, PANDUA,HOOGHLY-712149,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK YASIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 03/09/2024.THAT YEASIN MONDAL AND SK YASIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHEK AATAULLA, S/O SHAIKH ANAMATULLAH, R/O SANTOSHPUR BAZAR PARA ROAD, PO GOBINDAPUR M. DIAMOND HARBOUR, PS MAHESHTALA, PIN-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ATAULLAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT SK ATAULLAH AND SHEK AATAULLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MD NAIMUDDIN MOLLAH & MOLLA NAIMAUDDIN,SON OF MD MURSHIDALI MOLLAH, RESIDING AT GABBERIA, DOSOTINA, BISHNUPUR, DIAMOND HARBOUR - 743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NAIMUDDIN MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024.THAT MD NAIMUDDIN MOLLAH & MOLLA NAIMUDDIN ALSO MD NAIMAUDDIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

টেমসের টলটলে জলে ভিড় বাড়ছে পরিযায়ী পাখিদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির টেমসের টলটলে জলে ভিড় বাড়ছে পরিযায়ী পাখিদের। জলপাইগুড়ি জেলা বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিস্তা, করলা, লিস, ঘিস, পাঙ্গা, যমুনা, জলঢাকা নদী সহ চা বাগানের সবুজ গালিচার মাথায় উঁকি দেওয়া হিমালয়। আর নদী বেষ্টিত এই জলপাইগুড়ির অন্যতম একটি নদীর নাম করলা, যার বর্ণনা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকের কাহিনীতে ওঠে এসেছে। শহরের বুক চিরে বয়ে চলা এই করলা নদীর আরেক নাম জলপাইগুড়ির টেমস। সেই স্থানীয় টেমস নদীর টলটলে জলে পুজো আসতেই ভিড় জমায় দেশীয় পরিযায়ী পাখির দল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই সারালি, দোচরা সহ পানকৌড়ি পাখির অবাধে নদীর জলে ভেসে যাওয়া বাড়িয়ে তুলেছে করলা নদীর সৌন্দর্যকে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. রাজা রাউত বলেন, করলা নদী এই অঞ্চলের অন্যতম একটি নদী যেখানে দেশীয় পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলে। এছাড়াও সুদুর ইউরোপ থেকে তিস্তা এবং করলা নদীর পাড়ে ইঁদুর, ব্যাঙের খোঁজে পাড়ি দেয় ব্লাক হুইল্ড বাজা, হ্যারিয়ার, মূলতঃ এরা চিল প্রজাতির পাখি। যেহেতু অবৈধ হলেও তিস্তা, এবং করলা নদী ঘেঁষে চাষবাস হয়, যার ফলে বেড়ে উঠে ইঁদুরের সংখ্যা, সঙ্গে বর্ষায় নদীতে জন্মানো ব্যাঙ। মূলতঃ এই খাদ্যের খোঁজেই ইউরোপ থেকে পাড়ি জমায় এই পাখির দল।

নবদ্বীপ পৌরসভা ও পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ নবদ্বীপ পৌরসভা ও পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন বিজেপির। নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূল পরিচালিত নবদ্বীপ পৌরসভা ও পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে বিজেপির তরফে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নদীয়া দক্ষিনের মহিলা নেতৃত্ব অপর্না নন্দী, জগলো কমিটির সদস্য তথা নবদ্বীপ দক্ষিন

মণ্ডলের ইনচার্জ আনন্দ দাস, বিজেপি নেতা শশধর নন্দী সহ একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক। তাদের দাবী রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নবদ্বীপেও শুরু হয়েছিল ফুটফাট দখল মুক্ত, সোটা করতে গিয়ে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গেটের দুপাশে ও শহরের একাধিক জায়গায় কোথাও কোথাও পিডব্লুডি এর জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে করে আসা ব্যাবসায়ীদের উচ্ছেদ করে, পরবর্তী সময়ে সেই জায়গাতেই পৌরসভার তরফে বিল্ডিং বা পাকা ঘর করে কোথাও দু লক্ষ কোথাও তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে ও তার সঠিক কোন কাগজ দেওয়া হচ্ছে না, পাশাপাশি তারা আরও জানান নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জায়গাটি তৎকালীন সময়ে একজন দান করেছিলো তাহলে কিভাবে সেখানে পৌরসভা তরফে এভাবে দোকান বিক্রি করতে পারে, এছাড়াও নবদ্বীপে আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা নিয়েও সরব হয় বিজেপি।

উদ্ধার যুবতীর দেহ, তিস্তায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা পিসির

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে উদ্ধার হল এক যুবতীর দেহ। পাশাপাশি, একই দিনে ওই যুবতীর পিসি তিস্তা নদী থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম বছর ২৫- এর অঙ্কিতা ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মা মনিকা ঘোষ প্রথম মেয়ের মৃতদেহ দেখতে পান। মনিকাদেবী সকালে উঠে দেখেন তাঁর ননদ সাধনা ঘোষ একটি ব্যাগ নিয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। মনিকা জানতে চাইলে সাধনা জানান, তিনি একটি কাজে ময়নাগুড়ি যাচ্ছেন। এরপর আচমকা তিনি বাড়ির মূল দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। এদিকে মনিকা তাঁর অপর সন্তানকে অঙ্কিতার কাছে রাখতে গিয়ে দেখেন অঙ্কিতা মাটিতে পড়ে রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন, অঙ্কিতার শরীর শক্ত হয়ে গেছে। জানা গেছে, সেই সময় বাড়িতে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। মনিকার স্বামী অরবিন্দ ঘোষ মাঠে চাষের কাজ করছিলেন। মনিকার দাবি, তিনি অরবিন্দকে ডাকতে গেলে দেখেন বাড়ির মূল দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। এরপর মনিকার চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফ থেকে মনিকা ও অরবিন্দ জানতে পারেন সাধনা তিস্তায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন বলে জানা গেছে। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। তবে ঠিক কী কারণে সাধনার এই আত্মহত্যার চেষ্টা সেটিও এখনও জানা যায়নি। অঙ্কিতার মৃত্যু এবং সাধনার আত্মহত্যার চেষ্টার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রায় ৫ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় ৫ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধারে আবারো বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। প্রতিনিয়ত মালদা জেলা থেকে উদ্ধার হচ্ছে ব্রাউন সুগার আর তাতেই তৎপর মালদা জেলা পুলিশ। ব্রাউন সুগার তৈরির গোপন ডেরায় হানা পুলিশের। ঘটনাস্থলে উদ্ধার ছয় কেজিরও বেশি ব্রাউন সুগার। ঘটনায় ফইনুল শেখ সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। ব্রাউন সুগার তৈরির কারবারের যুক্ত আরও তিনজনের নাম পেয়েছে পুলিশ। তাদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। গত কয়েক বছর ধরেই ব্রাউন সুগার কারবারের রমরমা চলছে মালদার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মোথাবাড়ি সহ বেশকিছু এলাকায়। সাম্প্রতিককালে পরপর বেশ কিছু ব্রাউন সুগার উদ্ধার এবং গ্রেফতারের ঘটনাও হয়েছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, গত এক বছরে মালদায় মাদক উদ্ধারের ৬৬ টি মামলা হয়েছে। মাদক পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৮১ জনকে। এই পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২৪ কেজি ব্রাউন সুগার। যার বাজার মূল্য প্রায় ২৪ কোটি টাকা। বাইরের রাজ্য থেকে কাঁচামাল এনে মালদার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর সহ একাধিক এলাকায় গোপন ডেরা বানিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরির কারবার চলছে। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চলছে। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ক্যারিয়ার, কারিগর এবং মাথাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি মাদক কারবার এবং মাদকের বিপদ সম্পর্কে স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার অভিযান চালাবে পুলিশ। তার পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মানুষকে সচেতন করতে করা হবে মাইকিং।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-19/ 2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **09/09/ 2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**
Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALTY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 471/MM/PWD/ NIeT/2024 - 25 and, Dated: 31-08-2024. The last date for online submission of tender is 09-09-2024 (Monday) up to 16:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Office of the Onda-II Gram Panchayat Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-05/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_743566_1) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 no works. Last date of documents download & bid submission is 10 th September 2024 at 6:30 p.m. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

MINOLTA FINANCE LIMITED
CIN: L65921WB1993PLC057502
Regd. Office: Unique Pearl,BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata - 700157
E-mail: minoltafinance@gmail.com Phone : 7439803027
Website: www.minolta.co.in

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, AND INFORMATION RELATED TO IT

NOTICE is hereby given that the **32nd Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Minolta Finance Ltd., will be held on Monday, September 30, 2024 at 04:00 p.m. (IST), at the registered office of the Company, to transact the business, as set out in the Notice of 32nd AGM.

The Annual Report for the Financial Year 2023-24 and the Notice of the AGM have been sent via permitted mode to all the Members. The Company has completed all dispatches through e-mails and other permitted modes on Tuesday, September 3, 2024. Members may note that the Annual Report and Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form are available on the website of the Company at www.minolta.co.in and on the BSE website at www.bseindia.com. The Notice is also available on the e-voting website of CDSL (Agency engaged for providing e-voting facility) viz.,at www.evotingindia.com.

The Company proposes to provide the option of voting by means of Ballot Paper at the AGM venue. Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, the Company is pleased to offer the facility of voting through electronic means, by way of remote e-voting (i.e.,voting electronically from a place other than the venue of the Meeting), in respect of businesses to be transacted at the 32nd AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by CDSL.

The remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2024 at 09:00 a.m. [IST] and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 pm. [IST]. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled upon expiry of aforesaid period. Further, the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date 23rd September, 2024. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, may cast his/her vote through voting by means of Ballot Paper at the AGM venue and remote e-voting (i.e.,voting electronically from a place other than the venue of the Meeting) by obtaining the Login-ID and Password by sending a request to www.evoting india.com or minoltafinance@gmail.com.

However, if the person is already registered with CDSL for e-voting then existing User Id and Password can be used for casting the votes. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

Members, who have not registered their email address (including Members holding shares in physical form) with the Company/Depository Participant(s), are requested to update the same in the manner specified in the Notice.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel(East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800225533. Members may even write to the Company at minoltafinance@gmail.com

For **Minolta Finance Limited**
Sd/-
SWAPNA SINGH
Independent Director
DIN: 07763175

Place: Kolkata
Date: 03.09.2024

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED
CIN: L63090WB2011PLC165520
Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Parganas North, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Website: www.destinyinfra.in **Email ID:** cs@destinyinfra.in **Phone No.: 033 – 4008 7463**

NOTICE OF 13th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIOVISUAL MEANS (OAVM)

Members are hereby informed that the Annual General Meeting ('AGM') of the Shareholders of DESTINY LOGISTICS & INFRA Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2024, at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the subject matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the applicable circulars issued by the MCA and SEBI on the subject matter, Notice of AGM will be sent only by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants/Registrar and Transfer Agent/ Company. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their Depository Participants ("DP") by following procedure prescribed by DP.

The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company, through NSDL, is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting').

The details such as manner of (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through remote e-voting/e-voting for the members including those who are holding shares in physical form or those who have not registered their email addresses with the Company; and (iii) attending the AGM through VC / OAVM has been set out in the Notice of the AGM which will be emailed in due course.

The members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting facility at the AGM.

The Notice of AGM will also be made available on the Company's website at: www.destinyinfra.in., and website of the stock exchange, i.e., NSE Limited at www.nseindia.com

For **Destiny Logistics & infra Limited**
Sd/-
Rekha Bhagat
Managing Director
DIN- 03564763

Date: September 03, 2024
Place: Kolkata

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 09/DGP/15th FC/2024-25 Dated: 02.09.2024 . The last date for online submission of tender is 10-09-2024 up to 11:00 Hours. And NIT-08/DGP/15TH FC/ 2024-25 Dt.02.09.2024. The last date for offline submission of tender is 10-09-2024 up to 12:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলি

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং. 594/JGP/2024 তারিখ ০৩।০৯।২০২৪ অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত SWM & 15 th CFC তহবিল হইতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য Filter Chamber নির্মাণের উদ্দেশ্যে Online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ১২।০৯।২০২৪ ১২.০০ টা পর্যন্ত।
website: https://wbtenders.gov.in
প্রধান,
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **"Different type of electrical Works in different wards"** is being invited by EE,(E&M) Deptt. BMC vide NIT No. **179/PHE(E&M)/BMC Dated: 02-09-2024** Tender ID: **2024_MAD_743383_1 to 3** details are available with office of Executive Engineer PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission: **20-09-2024**.
Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

বালি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর সহ আটক ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে দুটি বালি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে। চালকরা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় চালকদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সারোয়ান মাহাতো ও দিনেশ পাহান।

ষ্টাফ কোয়ার্টারের মেরামত এবং কলোনী পথের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. ২৬ অফ ২০২৪ তারিখঃ ৩০-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-১২-২০২৪। কাজের নামঃ পাণ্ডুতে-এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েষ্ট/পাণ্ডু অধিক্ষেত্রের অধীনে ছিদ্রযুক্ত ছাঁদের (৩৫ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার) মেরামত সহিত ষ্টাফ কোয়ার্টারসমূহের বিশেষ মেরামত। টেণ্ডার রাশিঃ ৫৯,৯৬,৮৫৮.৪২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,১৯,৯০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-১৩-২০২৪। কাজের নামঃ গুয়াহাটিতে-এসএসই/ডব্লিউ/ গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনি পথের উন্নতকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৬৬,৩০,১০৯.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩২,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice Inviting e-Tender No – 10/2024-25 (2024_ZPHD_743467), 11/2024-25 (2024_ZPHD_743717),
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 3 (three) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is 11th September, 2024 at 18:00 hrs & for. For details, please visit website https://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 09/EO/ 2024-25** for Installation of 5 nos. Solar High Mast light within Khanakul-I Panchayat Samity. Last date of application **09.09.2024 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'
Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেড
রেজি অফিসঃ পি-৯, শিবতোল্লা স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০৭
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৭৪ ৭১২১, ৯৮৮৩৯৮১৯৮২ ই-মেইলঃ mrgroup.del@gmail.com
CIN:L51900WB2005PLC101305

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধের তারিখ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেডের সদস্যদের ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('AGM') সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। পি-৯, শিবতোল্লা স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০৭-এ ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ২৪ সেপ্টেম্বর,২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪পর্যন্ত (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত) এজিএমের উদ্দেশ্যে এবং নামগুলি নিশ্চিত করার জন্য বন্ধ থাকবে। সদস্যদের মধ্যে যারা ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যদি ঘোষণা করা হয়।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে।
কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এবং ব্যবসাটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর মাধ্যমে দেওয়া ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার,২৭ সেপ্টেম্বর,২০২৪ সকাল ৯.০০ এ শুরু হয় এবং ২৯সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হয়। ই-ভোটিং মডিউলটি ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকাল ৫.০০ টার পরে ভোট দেওয়ার জন্য অক্ষম করা হবে এবং তারপরে কোনও ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ ডেট) হিসাবে সদস্য(দের) দ্বারা ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা অনুসারে ভোটের অধিকার হবে। উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিং পদ্ধতি সম্বলিত AGM-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন https://www.evotingindia.com-এর সহায়তা বিভাগে। অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ যোগাযোগ করুন।

ধবল এক্সপোর্ট লিমিটেডের জন্য
স্বা /-আশীষ মোর
পরিচালক

তারিখ ঃ ১৩।৮।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

উইনসাম হোল্ডিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
রেজি. অফিস- ২৮ / ১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বরঃ **L19129WB1976PLCO30723**
টেলিফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৮৭-২৩৭৩ / ৪৬০৩-৪২০৭
ই-মেইলঃ winsome@kredogroup.in ওয়েবসাইটঃ www.winsomeholdings.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে Winsome Holdings Investments Ltd. এর সদস্যদের ৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ২৮ / ১, শেক্সপিয়ার সরণি, গঙ্গা যমুনা-এ অনুষ্ঠিত হবে বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ সকাল ১১.০০, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন করতে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পড়ুন, সংশোধিত হিসাবে এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি খুশি হয়, নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে এর সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে (দূরবর্তী ই-ভোটিং) তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সকাল ৯.০০ এ শুরু হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে এবং শেষ হবে বিকাল ৫.০০ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে একজন সদস্যের ভোটাধিকার হবে।
একজন ব্যক্তি যার নাম কোম্পানির সদস্যের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে তিনি এজিএম-এ ভোট দেওয়ার পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
যে ব্যক্তি শেয়ার গ্রহন করেছেন এবং AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং ২০.০৯.২০২৪ কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি winsome@kredogroup.in. -এ অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ভোট প্রদানের সুবিধা, হয় পোলিং বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমেও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
একজন সদস্য ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ই-ভোটিং পদ্ধতি সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.winsomeholdings.co.in এবং সংস্থার ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এ প্রদর্শিত হয়।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন / অভিযোগের জন্য, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ('FAQs') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা নিম্নলিখিত টোল-ফ্রি নম্বরে NSDL-এর সাথে যোগাযোগ করুন ঃ ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০
আপনি মিসেস পুনম কুমারী শর্মা, কোম্পানি সেক্রেটারি, উইনসাম হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ২৮১, শেক্সপিয়ার সরণী, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং, কল-৭০০ ০১৭, ই-মেইলঃ winsome@kredogroup.in., টেলিফোন এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন +৯১ ৩৩ ২২৮৭-২৩৭৩।
বই বন্ধ ঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর শর্তাবলীতে এতদ্বারা দেওয়া হল যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার থেকে বন্ধ থাকবে , ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয়দিন সহ) কোম্পানির ৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।

উইনসাম হোল্ডিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
এর পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা /- পুনম কুমারী শর্মা
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ০৩.০৯.২০২৪

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA
eTender Notice No. 19/CHINA/2024-25
eTender Notice No. 20/CHINA/2024-25
e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat for the work of Construction of drain at 2(Two) different places. Last date of submission of Technical & Financial Bid 10.09.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 13.09.2024 at 11.00 AM. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT10/9e/24
Memo No-: 1954/Eng/S.D Dated : 03.09.2024

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil work under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2024_MAD_743430_01-07 Closing date of Bid submission is 21.09.2024 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https:// wbtenders.gov.in**

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & DCF, URF invites Tender Notice for various works:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
49 to 53/GPW/ WBFDC/2024-25	**Adv-cum-Creation of different type of plantation at ECL land.**	**04.09.2024**	**13.09.2024**

Further details can be seen at https://wbtenders.gov.in

তারকেশ্বর পৌরসভা
জয়কৃষ্ণবাজার, তারকেশ্বর, হুগলি, ৭১২৪১০
Memo No. TM/SURVEY/ 2024-25/40 Date: 02.09.2024

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে, আগামী ০২।০৯।২০২৪ তারিখ হইতে ১০।০৯।২০২৪ পর্যন্ত হুগলি জেলার তারকেশ্বর পৌরসভায় ম্যানুয়াল স্বাভেঞ্জার ও ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিনের সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ উক্ত বিষয়ে জানার জন্য তারকেশ্বর পৌরসভার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
কার্যনির্বাহী আধিকারিক,
তারকেশ্বর পৌরসভা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E/LTGV/BR-XIII), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/LTGV/115R/24-25/BRI (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation of existing street lighting system at bustee areas of Aam Bagan, Santal Bustee and other bustee areas in Ward No.-115**. Estimated Amount : **Rs. 1,48,734.62**. Earnest Money: **Rs. 2,980.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.09.2024**. The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (E), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-59/24-25
Name of work : **Replacement of 04 (Four) nos. of air conditioning machine with allied electrical works at IUM Ballygunge under KMC**. Estimate Amount : **Rs. 3,30,159.00**. Earnest Money: **Rs. 6,650.00**. Period of Completion: **10 Days**.
2. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-60/24-25
Name of work : **Operation monitoring & cleaning for three nos. of escalators at New Market New Complex under KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,30,302.00**. Earnest Money: **Rs. 2,700.00**. Period of Completion: **365 Days**.
3. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-61/24-25
Name of work : **Engagement of generator operator for 40KVA DG set at Dhapa Dog Pound under KMC**. Estimate Amount : **Rs. 2,14,984.00**. Earnest Money: **Rs. 4,300.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.09.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024** at **4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/4/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Nabin Sarkar Lane, Maratha Ditch Lane and other bustees in Ward No.-07 under Borough-1**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,245.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date & time of submission of bid: **14.09.2024** up to **5 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/11/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Nilmony Mitra Row Bustee, G.D. Bustee and different other bustees in Ward No.-05 under Br-I**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,962.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.09.2024** at **1.15 p.m.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/08/24-25
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Belgachia Bustee, R.M. Road Bustee and other bustees in Ward No.-03**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,318.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
4. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/06/24-25
Name of work : **Improvement of lighting system at Roy Para Road, Roy Para Byelane and different other places in Ward No.-02**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,663.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/11/24-25
Name of work : **Improvement work of lighting system at Shyam Park, Gourimata Uddyan & other park in Ward No.-08**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,050.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
6. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/07/24-25
Name of work : **Installation of lighting arrangement at Girish Avenue Road side garden and other places in Ward No.-08**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,843.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **28 Days**.
7. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/08/24-25
Name of work : **Renovation work of lighting system at Girish Bhavan, Jagat Mukherjee Park and other parks in Ward No.-08**. Estimated Amount : **Rs. 4,49,728.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **28 Days**. Last date & time of submission of bid: **14.09.2024** at **1.15 p.m.** (for sl. no. 3 to 7). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) and **04.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).
516/24-25

ভারত সফরের আগে পাকিস্তানকে ক্লিনসুইপ বাংলাদেশের!

রাওয়ালপিন্ডি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ সামনেই ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এবং তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে ভারতের। তার আগে পাকিস্তানের মাটিতে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ম্যাচ জিতেই নজির গড়েছিল। টেস্টে প্রথম বার পাকিস্তানকে হারিয়েছিল তারা। একই ভেনুতে দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে জয়। ভারত সফরে আসার আগে পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে ২-০ ব্যবধানে হারাল বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্ট জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল বাংলাদেশ। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে লড়াইটা হয় সমানে সমানে। প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রান করে পাকিস্তান। বাবর আজমের ব্যর্থতা জারি দ্বিতীয় টেস্টেও। ২৭৪ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ করে ২৬২। এখানেই হোঁচট খাওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা ছিল। মাত্র ২৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল বাংলাদেশ। লিটন দাসের ১৩৮ রানের অনবদ্য ইনিংস এবং মেহদি হাসান মিরাজে ৭৮ রানের সৌজন্যে ২৬২ অবধি পৌঁছয় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে কিছুটা লড়াই করেন মহম্মদ রিজওয়ান ও সলমন আঘা। বাংলাদেশ পেসার দাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৭২ রানেই শেষ পাকিস্তান। চতুর্থ ইনিংসে ম্যাচ

এবং সিরিজ জিততে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৮৫। শুরুটা দুর্দান্ত হয়। ওপেনিং জুটিতেই ওঠে ৫৮ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৩ স্কোরে চতুর্থ উইকেট পড়তেই অবশ্য বাংলাদেশ শিবিরে আতঙ্ক ঘিরে ধরে। যদিও দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম ও সাকিব আল হাসান ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন। তবে প্রথম ইনিংসে লিটন দাসের সেঞ্চুরিটা না হলে, হয়তো সিরিজ জেতা হত না বাংলাদেশের। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ শুরু। এই সিরিজও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। বাংলাদেশের জয়ে রোহিত-গম্ভীরের মাথাব্যথা কিছুটা হলেও বাড়ল। টেস্ট দুটি হবে চেন্নাই ও কানপুরে। স্পিনাররা এই ভেনুতে সুবিধা পেয়ে থাকেন। শ্রীলঙ্কা সফরে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের পারফরম্যান্স কিছুটা চিন্তায় রাখতে পারে কোচ গম্ভীরকে।

সুমিত আন্তিলের বর্শায় ফের বিঁধল সোনা

প্যারিস, ৩ সেপ্টেম্বরঃ সপ্তাহের প্রথম দিন প্যারিস থেকে একের পর এক পদক দেশকে দিয়েই চলেছেন ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা। ভারতের সোনার ছেলে সুমিত আন্তিলকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাল প্যারিস প্যারালিম্পিকে। সোনিপতের ছেলের বর্শায় ফের বিঁধল সোনা। টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোতে নীরজ চোপড়া সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু প্যারিসে সোনা ধরে রাখতে পারেননি। প্যারিস গেমসে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে রুপো পেয়েছেন নীরজ। তাঁর থেকে সকলের সোনার প্রত্যাশা ছিল। পানিপতের ছেলে অল্পের জন্য আটকে যান পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের কাছে। নীরজের মতো প্যারিসে সুমিত আন্তিলের থেকে

সোনার স্বপ্ন দেখছিল দেশবাসী। টোকিও প্যারালিম্পিকের সাফল্য প্যারিসেও ধরে রাখতে পারলেন সুমিত। টোকিও প্যারালিম্পিকে ৬৮.৫৫ মিটার থ্রো করে সোনা জিতেছিলেন সুমিত। এবং গড়েছিলেন প্যারালিম্পিক রেকর্ড। এ বার নিজের করা প্যারালিম্পিক রেকর্ড প্যারিসে ভেঙেছেন ভারতীয় তারকা। প্যারিস প্যারালিম্পিকে ৭০.৫৯ মিটার থ্রো করে সোনা জিতেছেন সুমিত। সুমিতের পাশাপাশি ভারতের আরও দুই জ্যাভলিন থ্রোয়ার ফাইনালে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, সন্দীপ শেষ করেন চার নম্বরে। আর অপরজন সাগর সন্দীপ সঞ্জয় তিনি শেষ করেন ৭ নম্বরে। প্যারালিম্পিকে এই প্রথম বার একদিনে ৭ পদক এল ভারতে। তাতে রয়েছে জোড়া সোনা। যা এনে দিয়েছেন সুমিত আন্তিল ও নীতেশ কুমার। রয়েছে ৩টি রুপো। যেগুলি পেয়েছেন যোগেশ কাঠুরিয়া, সুহাস ইয়াথিরাজ ও তুলাসিমাতি মুরুগেসন। আর দুটি ব্রোঞ্জ মণীশা রামদাস ও শীতল দেবী-রাকেশ জুটির।

ভেনু ও তারিখ নিশ্চিত, ডব্লুটিসি ফাইনালে এ বারও কি ভারত-অস্ট্রেলিয়া?

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় সংস্করণ চলছে। প্রথম দুই সংস্করণেই ফাইনালে উঠেছিল ভারত। উদ্বোধনী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত ফাইনালে উঠলেও রানার্স হয়েছিল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত সংস্করণে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। তার আগেই ঘরের মাঠে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ভারত। যদিও ফাইনালে আবারও হতাশা। প্রথম দুই সংস্করণে রানার্স ভারত। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব জয়ের পর ভারতের নজরে এ বার টেস্ট বিশ্বকাপ। ফাইনালের তারিখ ও ভেনুও জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ সদ্য আইসিসি চেয়ারম্যান হয়েছেন। তিনি আইসিসির দায়িত্ব নেবেন ১ ডিসেম্বর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত দুই সংস্করণেরই ফাইনাল হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে। মনে করা হয়েছিল, জয় শাহ দায়িত্ব নিলে এ বার ইংল্যান্ড থেকে সরতে পারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। যদিও তা হল না। লর্ডসে হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ২০২৫ সালের ১১ জুন ফাইনাল শুরু। ১৬ জুন রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দু-বার করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। এ বার লক্ষ্য টেস্ট বিশ্বকাপ জয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

জিতেই দেশের জার্সিতে এই ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। তাঁদের নজরে বাকি দুই ফরম্যাট। ভারতীয় দলের নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের টার্গেটও তাই। ২০২৫ সালে ওয়ান ডে ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও রয়েছে। সঙ্গে থাকছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ডব্লুটিসি-পয়েন্ট টেবলে ভারত শীর্ষে রয়েছে। প্রথম দুইয়ে থাকা দল ফাইনাল খেলবে। সামনে ভারতের বেশ কিছু সিরিজ রয়েছে। ফলে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষস্থান মজবুত করাতেই লক্ষ্য থাকবে বিরাট-রোহিতদের। এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘরের মাঠে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডকে হারানো। শুধু তাই নয়, নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত পাঁচ ম্যাচের সিরিজও রয়েছে। পয়েন্ট টেবলে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতলে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে ভারত। আপাতত পয়েন্ট টেবলের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী ফাইনালেও ভারত-অস্ট্রেলিয়া হতেই পারে।

বিশ্বকাপ স্পেশালিস্ট! জন্মদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের স্পিডস্টার মহম্মদ সামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে এখন একটা বড় প্রশ্ন, অস্ট্রেলিয়া সফরে পাওয়া যাবে তো মহম্মদ সামিকে? সামনে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও টেস্ট সিরিজ রয়েছে। কিন্তু আসল চিন্তা অস্ট্রেলিয়া সফর ঘিরেই। গত দু-বারই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। লক্ষ্য হ্যাটট্রিক। অস্ট্রেলিয়া টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাদের ঘরের মাঠে এ বার ভালো পারফর্ম করতে হলে জসপ্রীত বুমরা-মহম্মদ সামি জুটিকে খুবই জরুরি। মহম্মদ সামির মতো পেসার যে কোনও ম্যাচেরই রং বদলে দিতে পারেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে তা বারবার প্রমাণ করেছেন। তাঁকে বড় মঞ্চের বোলারও বলা যায়। আজ মঙ্গলবার ভারতীয় পেস বোলিংয়ের অন্যতম সেরা অস্ত্র মহম্মদ সামির জন্মদিন। সচিন তেন্ডুলকরের ১৯৯তম টেস্টে পথচলা শুরু হয়েছিল মহম্মদ সামির। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অভিষেক ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন সামি। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসেবে বিরাট কোহলির প্রথম সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়। বরং সময়ের সঙ্গে নিজেকে বড় মঞ্চের বোলার হিসেবেই তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বছর দুয়েকের অভিজ্ঞতা নিয়েই ২০১৫ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ। হাঁটুর চোট নিয়েও ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন সেই

বিশ্বকাপে। তার পরের বিশ্বকাপ অর্থাৎ ২০১৯ সালে ১৪ উইকেট। অথচ তাঁকে পুরো বিশ্বকাপে খেলানোই হয়নি। যা আজও প্রশ্ন তোলে সামির মনে। গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথাই ধরা যাক। প্রথম চার ম্যাচে সামিকে সুযোগই দেওয়া হয়নি। হার্দিক পান্ডিয়ার চোটে তাঁকে একাদশে আনা হয়। সেমিফাইনালের মঞ্চে ৭ উইকেট সহ ২৪ উইকেট! বিশ্বকাপের পর থেকেই চোটের জন্য বাইরে সামি। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। রিহ্যাব পর্ব চলছে। নেটে ব্যাটিং-বোলিংও করছেন। এখন অপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের। মনে করা হচ্ছে, ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেই খেলানো হতে পারে সামিকে।

সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার অনুষ্টুপ, জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রণব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বর্ষসেরা ক্রিকেটার অনুষ্টুপ। জীবনকৃতির সম্মান পাচ্ছেন প্রণব রায়। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখান অনুষ্টুপ-প্রণবদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। গত কয়েক মরশুমেই বাংলার সবচেয়ে ধারাবাহিক ক্রিকেটারের নাম হল অনুষ্টুপ মজুমদার। বাংলা যখনই বিপদে পড়েছে, তখনই ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন অনুষ্টুপ। গতবার রনজিতেও পাঁচশোর উপর রান করেছিলেন অনুষ্টুপ। রনজিতে বাংলার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান তাঁরই ছিল। গড় ষাটের উপর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকেই বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। জেন্টলম্যান ক্রিকেটারের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে অভিষেক পোড়েলকে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে রূপঙ্করের গান। এর বাইরে অবশ্য বাংলা টিম নিয়ে একটা খবর থাকছে। দুবরাজপুরে বেশ কিছু দিন ক্যাম্প করে এসেছে বঙ্গ টিম। দিন কয়েকের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল ক্রিকেটারদের। এদিন থেকেই আবার পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ইডেনে ইন্ডোরে ফের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন অনুষ্টুপরা। আপাতত সেখানেই সপ্তাহ দু'য়েক ট্রেনিং চলবে। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও ভাবনা রয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। যা শোনা যাচ্ছে, তাতে পাঞ্জাবের সঙ্গে তিনটে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলা। ২০ সেপ্টেম্বর শহরে চলে আসছে পাঞ্জাব। কল্যাণীতে তিনটে ম্যাচ খেলা হবে। তারপরই প্রথম ম্যাচের জন্য রনজির চূড়ান্ত দল নির্বাচন করবে বাংলা।

জাতীয় দলের জন্য এখনও নিজেকে 'সম্পদ' হিসেবেই দেখেন রোনাল্ডো

পর্তুগালের হয়ে গোল উদযাপনের চেয়ে পেনাল্টিতে ব্যর্থ হয়ে কান্নার ছবিটাই হয়তো লোকের কাছে বেশি তরতাজা। ইউরোতে নিজের ও দলের মুখ থুবড়ে পড়ার হতাশার ছবিও মুছে যাওয়ার কথা নয় এখনও। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ভাবনা একবারও আসেনি বলে জানিয়ে দিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। বরং এখনও জাতীয় দলে নিজেকে অপরিহার্য মনে করেন তিনি।

লিসবন, ৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি ইউরোতে অংশ নেওয়ার ইতিহাস গড়ে এবারের ইউরো শুরু করেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু পরের গল্পটুকু হতাশার। একটি গোলও তিনি করতে পারেননি। তার দল পর্তুগাল প্রথম দুই ম্যাচে জিতলেও গ্রুপের শেষ ম্যাচে হেরে যায়। শেষ ষোলোর লড়াই গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে জিততে পারে তারা স্লোভেনিয়ার সঙ্গে। কোয়ার্টার-ফাইনালে আরেকটি গোল ম্যাচের পর ফ্রান্সের কাছে টাইব্রেকারে হেরে তারা বিদায় নেয়। গোটা টুর্নামেন্টে রোনাল্ডো তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারেননি। পারফরম্যান্সে ছিল না ধার। তাকে নিয়ে সমালোচনাও ছিল তীব্র। পর্তুগাল দলে তার শেষও দেখে ফেলেছিলেন অনেকে। তার অবসরের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। সেই রোনাল্ডো জাতীয় দলের হয়ে নতুন অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন উয়েফা নেশন্স লিগে। বৃহস্পতিবার ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবেন তারা, রবিবার লড়াই স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। পর্তুগালের অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়ে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে রোনাল্ডো বললেন, নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মাঠে নামছেন তিনি দেশের হয়ে। ''যা কিছু করার, সংবাদমাধ্যমই করেছে। আমার ভাবনায় কখনোই আসেনি যে, পর্তুগালের হয়ে সময় শেষ আমার। বরং উল্টোটা, আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি খেলা চালিয়ে যেতে। প্রেরণা হলো, এখন জাতীয় দলে এসে নেশন্স লিগ জয়ের চেষ্টা করা। এর মধ্যেই আমরা এটি একবার জিতেছি এবং আবারও জিততে চাই। একই কথা হয়তো বারবার বলছি, কিন্তু সেটিই সত্যি যে, দীর্ঘমেয়াদে কিছু ভাবছি না আমি, নিকট ভবিষ্যৎ ভেবেই এগোচ্ছি।'' আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও পর্তুগালের অধিনায়ক তিনিই। তবে পারফরম্যান্সের যা অবস্থা, তাতে সেরা একাদশে জায়গা নিয়ে প্রশ্নও উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। পর্তুগালের কোচ রবের্তো মার্তিনেজ অবশ্য বরাবরই রোনাল্ডোর পাশে থেকে এবং কদিন আগেও বলেছেন, অভিজ্ঞ এই তারকা এখনও তার দলের সম্পদ। রোনাল্ডো নিজেও সেভাবেই দেখেন নিজেকে। ৩৯ বছর বয়সী তারকা বললেন, সময় শেষ বুঝতে পারলে নিজে থেকেই বিদায় বলে দেবেন। ''ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত আমার মানসিকতা সবসময়ই এরকমই থাকবে যে, শুরুর একাদশে জায়গা পাব। এই

মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে এবং কোচের কথায়ও সেটির প্রতিফলন পড়েছে, জাতীয় দলের জন্য আমি সম্পদ হিসেবেই আছি। যদি এটির ব্যতিক্রম হয়, সবার আগে আমিই মেনে নেব। যখন আমি আর জাতীয় দলের জন্য সম্পদ থাকব না, সবার আগে নিজে থেকেই চলে যাওয়ার ঘোষণা করে দেব। তবে নিজের কাছে একদম পরিষ্কার হয়ে তবেই যাব, আমি জানি আমি কে, আমি কী করতে পারি, আমি কী করছি এবং কী করতে থাকব।'' পারফরম্যান্সের পাশাপাশি এখন নিয়মিত প্রশ্ন উঠছে রোনাল্ডোর মানসিকতা নিয়েও। গত জুনে সৌদি কিংস কাপের ফাইনালে আল নাসর হেরে যাওয়ার পর কাঁদতে দেখা গেছে তাকে। ইউরোতে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে অতিরিক্তি সময়ে পেনাল্টিতে গোল করতে না পেরে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন মাঠেই। সেই ঘটনা নিয়ে তুমুল হইচই হয়েছিল তখন। আলোচনা-সমালোচনা চলছে এখনও। তবে সমালোচনাগুলোকেও প্রেরণা হিসেবেই নিচ্ছেন রোনাল্ডো। সমালোচনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। ''সমালোচনা দারুণ ব্যাপার, কারণ এটা না থাকলে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় না। সবসময়ই এমনটি ছিল। এখন কি তা বদলাবে? মোটেও নয়। কাজেই নিজের পথ অনুসরণ করেই যাব, যতটা সম্ভব পেশাদার থাকব এবং স্রেফ গোল, অ্যাসিস্ট, শৃঙ্খলা ও উদাহরণ হয়েই হয়, বরং আমার পেশাদারিত্ব দিয়ে যতটা সম্ভব সহায়তা করে যাব। কারণ, ফুটবল মানে কেবল ভালো খেলা কিংবা গোল করাই নয়, আরও বেশি কিছু। যারা বাইরে থেকে নিজেদের মতামত দিচ্ছে, তারা কখনোই ড্রেসিং রুমে থাকেনি। এসব দেখে আমার প্রায়ই হাসি পায়, কারণ আমি ফর্মুলা ওয়ান নিয়ে কথা বললে যেমন হবে, এই ব্যাপারটিও তেমন। আমি ফর্মুলা ওয়ান নিয়ে কথা বললে ব্যাপারটি কেমন হবে, যখন আমি টায়ার, রিম, গাড়ির ওজন, এসব নিয়ে কিছুই জানি না! এসব তাই স্বাভাবিক এবং এজন্যই সমালোচনা ভালো ব্যাপার এবং এটি খেলাটিরই অংশ। কোনো সমস্যা নেই।'' আর একটি গোল করতে পারলেই ক্যারিয়ারের ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি। কয়েকদিন আগে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সতীর্থ রিও ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, তার লক্ষ্য ১ হাজার গোল করা।

ছলছল চোখে ১৭ বছরের অধ্যায়ের ইতি টানার ঘোষণা করলেন সুয়ারেজ

মন্টেভিডিও, ৩ সেপ্টেম্বরঃ খুব অপ্রত্যাশিত কিছু অবশ্য নয়। বরং যে কোনো সময় এরকম সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। সেই ঘোষণা সোমবার জানিয়েই দিলেন ৩৭ বছর বয়সী তারকা। কোপা আমেরিকার বাছাইয়ে শুক্রবার প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচেই দেশের জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন তিনি। দেশের জার্সি তুলে রাখার হাহাকার তার আছে। তবে বিদায়বেলায় বিদায়বেলায় মানসিক প্রশান্তিও সঙ্গী সুয়ারেজের। ''অবসরের সঠিক সময় কোনটি, এটি জেনে বিদায় নেওয়ার চেয়ে গর্বের কিছু আর নেই এবং সৌভাগ্যবশত, আমার বিশ্বাস, জাতীয় দল থেকে এমন সময়ে অবসর নিচ্ছি, যখন আমি জানি যে সরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। ৩৭ বছর বয়স হয়ে গেছে, পরের বিশ্বকাপ খেলা কঠিন আমার। এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি যে, চোটের কারণে বা পারফরম্যান্সের কারণে আমাকে অবসর নিতে হচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এটা শান্তির অনুভূতি যে, নিজে থেকেই সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত। সিদ্ধান্তটি অবশ্যই কঠিন। বিদায় বলা কখনোই সহজ নয়। তবে এই মানসিক শান্তি আমার সঙ্গী যে, শেষ ম্যাচ পর্যন্ত নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি এবং ভেতরের বারুদ আস্তে আস্তে মিইয়ে আসেনি। এজন্যই আমার মনে হয়েছে, এখনই সময়।'' ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয় দিয়ে শুরু হয়েছিল সুয়ারেজের উরুগুয়ে অধ্যায়। প্রায় দেড় যুগের পথচলায় দেশের হয়ে ১৪২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। উরুগুয়ের সর্বোচ্চ ৬৯ গোলের রেকর্ড তার। অভিষেকের পর জাতীয় দলে নিয়মিত হতে খুব একটা সময় তার লাগেনি। ২০১০ বিশ্বকাপে উরুগুয়ের সেমি-ফাইনালে ওঠায় এই ফরোয়ার্ডের ছিল বড় অবদান। টুর্নামেন্টে তিনটি গোল করেছিলেন তিনি। তবে এর চেয়েও বেশি সাড়া জাগিয়েছিলেন ঘানার বিপক্ষে গোল বাঁচিয়ে।

কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচের শেষ সময়ে গোল লাইন থেকে হাত দিয়ে বল ফেরান তিনি। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। সেই হ্যান্ডবল থেকে পাওয়া পেনাল্টি কাজে লাগাতে পারেনি ঘানা। পরে টাইব্রেকারে জিতে শেষ চারে পা রাখে উরুগুয়ে। সেই কাণ্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা অনেক হলেও সুয়ারেজ নিজে সবসময়ই বলে এসেছেন, দেশের জন্য তিনি সঠিক কাজটিই করেছেন। এখনও তিনি পেছন ফিরে তাকিয়ে বলেন, ''সেটি ছিল টুর্নামেন্টের সেরা সেভ।'' গৌরবময় ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে চারটি বিশ্বকাপ ও পাঁচটি কোপা আমেরিকা খেলেছেন সুয়ারেজ। ২০১০ বিশ্বকাপের সাফল্যের পথ ধরে ২০১১ কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে। চার গোল করে ও দুটি গোলে সহায়তা করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান সুয়ারেজ। লিভারপুল, বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদের মতো দলের হয়ে ক্লাব ফুটবল মাতানো সুয়ারেজের কাছে ক্যারিয়ারের সেরা অর্জন ২০১১ কোপা আমেরিকা জয়। ''ক্যারিয়ারে অনেক শিরোপা জিততে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। তবে কোপা আমেরিকার শিরোপার সঙ্গে দুনিয়ার কিছু বদল করতে রাজি নই। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে আমার ক্যারিয়ারের সুন্দরতম মুহূর্ত ছিল ২০১১ কোপা আমেরিকার ট্রফি জয় করা। অনেক কিছুই জিতেছি, কিন্তু এটা কোনো কিছুর বিনিময়েই বদল করব না।'' উরুগুয়ের হয়ে তার সবশেষ দারুণ স্মৃতিও কোপা আমেরিকায়। এবারের আসরে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে কানাডার বিপক্ষে ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান তিনি। পরে টাইব্রেকারেও বল জালে পাঠান। ৪-৩ গোলে জিতে তৃতীয় হয় উরুগুয়ে। সেই পারফরম্যান্সকে সুয়ারেজ বললেন তার সন্তানদের জন্য উপহার। ''আমার স্বপ্ন ছিল, আমার সন্তানেরা যেন জাতীয় দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিততে দেখে আমাকে। ওই শেষ গোলটি আমার সন্তানদের জন্য দারুণ ছিল। যদিও ট্রফি জিততে পারিনি, তবু কিছু একটা পেয়েছে ওরা। মানুষকে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, জাতীয় দলের হয়ে এখনও অবদান রেখে যেতে পারি এবং কোপা আমেরিকায় তা দেখিয়েছি।'' কোপা আমেরিকা দিয়েই বিদায় নেওয়ার ভাবনা তার ছিল। তবে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে শুক্রবারের ম্যাচটি খেলার কারণ তিনি জানালেন। ''কোপার পরই ভালোভাবে বিদায় বলতে পারতাম। কিন্তু সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমার দেশের সমর্থকদের সামনে আমার স্টেডিয়ামে বিদায় নিতে পারলেই ভালো। আমি চাই, আমার সন্তানরা যেন মুহূর্তটি হৃদয়ে লালন করতে পারে। নিজের দর্শকদের সামনে বিদায় নেওয়ার সুযোগ সবার আগে না।'' ক্লাব ফুটবলে এখন ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন সুয়ারেজ। আগেই জানিয়েছেন, তার শেষ ক্লাব হবে এটিই।

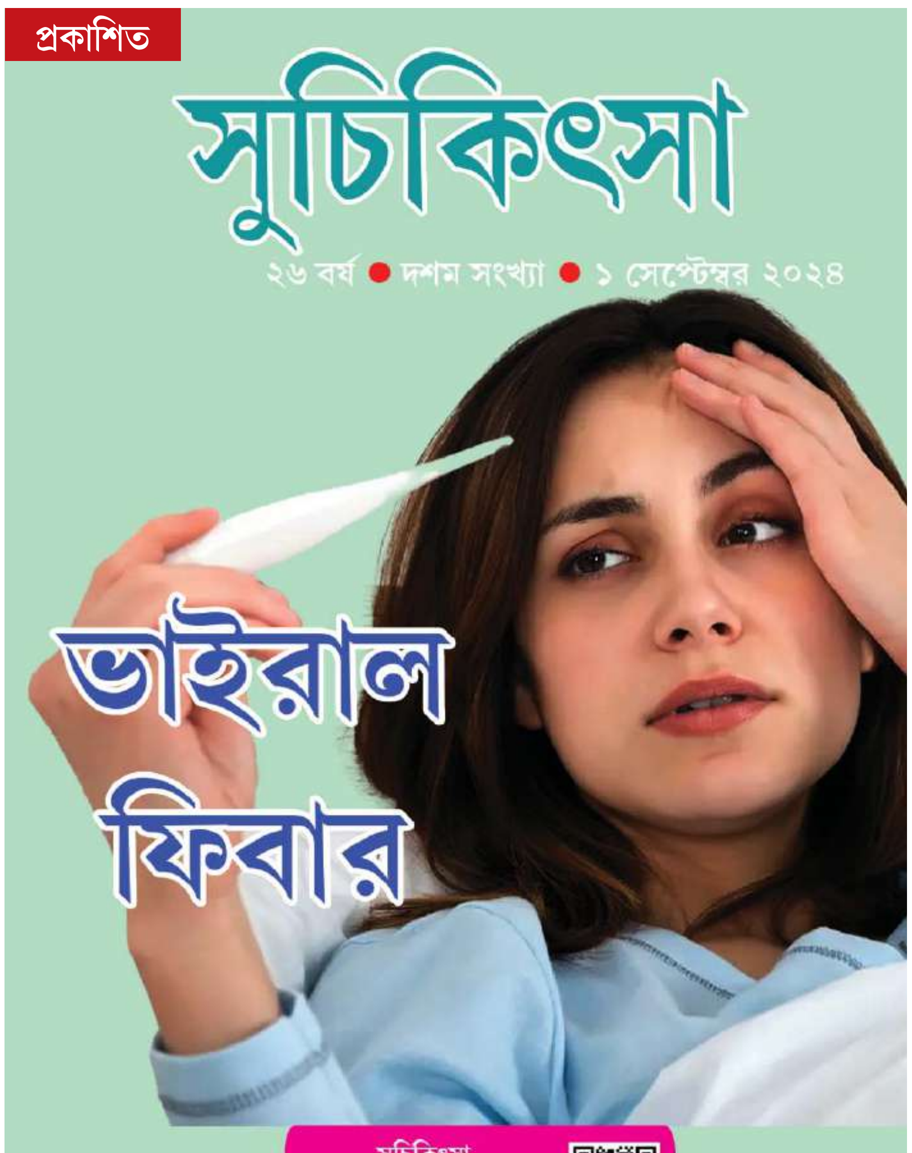

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com